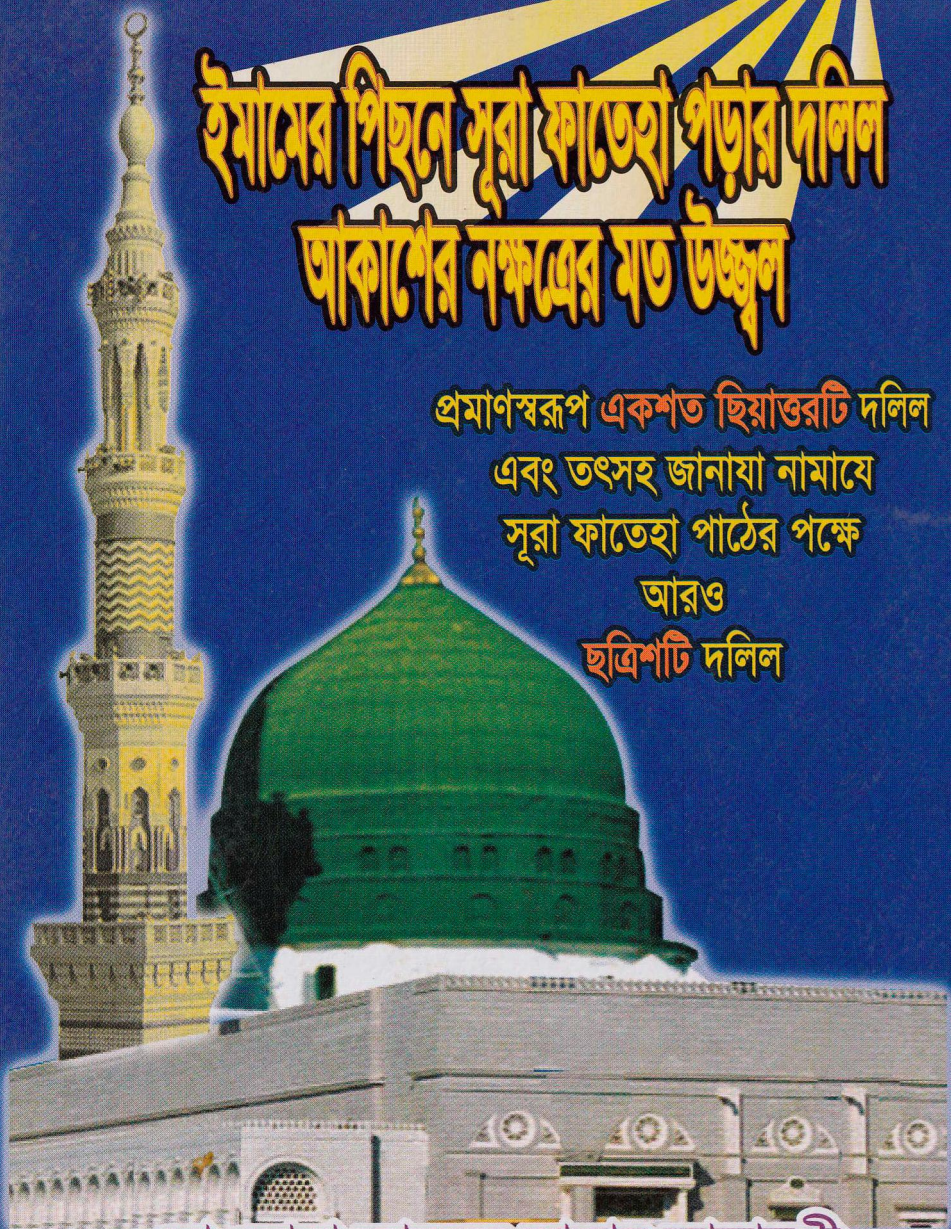


ইমামের কিরাআতই মুক্তাদীর জন্য কেরাত
নামক লেখনির জবাব ও

ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়ার দলিল আকাশের নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল

প্রমাণস্বরূপ একশত ছিয়াত্তরটি দলিল
এবং তৎসহ জানাযা নামাযে
সূরা ফাতেহা পাঠের পক্ষে
আরও
ছত্রিশটি দলিল



মাওলানা আবদুস সাত্তার কালাবগী

“ইমামের কিরআত ই মুক্তাদীর জন্য কিরআত”

নামক লেখনির জবাব ও

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার দলিল

আকাশের নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল

প্রমাণস্বরূপ একশত ছিয়াত্তরটি দলিল

এবং তৎসহ জানাযা নামাযে

সূরা ফাতেহা পাঠের পক্ষে

আরও

ছত্রিশটি দলিল

মাওলানা আবদুস সাত্তার কালাবগী

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার দলিল
আকাশের নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল
প্রমাণস্বরূপ ২১২ টি দলিল

লেখক :

মাওলানা আব্দুস সাত্তার কালাবগী

গ্রাম+পোস্ট : কালাবগী,

থানা : দাকোপ, জেলা : খুলনা।

মোবাইল :

০১৭২০-৪৭৯৮৭৬, ০১৯৩৮-০২৩২০৬

সম্পাদনায় :

সৈয়দ মুজিবুর রহমান, (প্রাক্তন প্রভাষক)

মোবাইল : ০১৯৬৪-৯১৫৫৯১

প্রকাশকাল :

৩য় প্রকাশ, জানুয়ারী ২০১৩

অঙ্কর বিন্যাশ :

দেশ কম্পিউটার

৪৪/৩ শামসুর রহমান রোড,

খুলনা

মুদ্রণে :

নিও কনসেপ্ট লিঃ চট্টগ্রাম।

ফোন : ০৩১-৬১২১৪২

মূল্য : ৮৫ (পঁচাশি টাকা)

প্রাপ্তিস্থান :

লাকী স্টোর

২০, শঙ্খ মার্কেট খুলনা।

মোবাইল : ০১৭১২-০৫১০০৫

আহলে হাদীস জামে মসজিদ

পাবলা, দৌলতপুর, খুলনা।

ফোন : ০৪১৭৬২৪৪২, ০১১৯৯-৩৫৪০৪৮

তাওহীদ পাবলিকেশন

৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন,

ফোন : ৭১১২৭৬২, ০১১৯০-৩৬৮২৭২

হুসাইন আল মদানী প্রকাশনী

৩৮, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, ঢাকা।

ফোন : ০২৭১১৪২৩৮ ০২৯৫৬৩১৫৫,

আহলে হাদীস লাইব্রেরী

২১৪, বংশাল রোড, ঢাকা।

ফোন : ০২৭১৬৫১৬৬, ০১৯১৫-৬০৪৫৯৮

আহলে হাদীস জামে মসজিদ

দক্ষিণ খুলশী জাকির হোসেন রোড, চট্টগ্রাম।

মোবাইল : ০১৯১১-৭৯৩২৮০

শাহীন লাইব্রেরী

ফতেহ আলী মসজিদ (গেট সংলগ্ন) বগুড়া

মোবাইল : ০১৭৪১-৩৪৫৫৯৮

আন-নূর ইসলামিক লাইব্রেরী-জি-১২

সুবাহ নজর ভেলি-শাহজাদপুর

গুলশান, ঢাকা-১২১২

মোবাইল : ০১৮১৭-৫২৬৪২৩

ইসলামিয়া লাইব্রেরী

(আহলে হাদীস মসজিদ)

৬৫নং উত্তর চাষড়া

নারায়নগঞ্জ।

মোবাইল : ০১৯১৩-৯৫৮২৫৬

ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবিয়া যাত্রাবাড়ী ঢাকা এর
স্বনামধন্য মুহাদ্দিস মুহতারাম আবুল কাসেম মোহাম্মদ বেলাল
হোসেন রহমানী সাহেবের

দু‘আ ও অভিমত

نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد :

মাওলানা আবদুস সাত্তার কালাবগী সাহেবের লেখা “ইমামের
পিছনে সূরা ফাতেহা পড়ার দলিল আকাশের নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল” নামক
বইটি আমি সম্পূর্ণ পড়েছি। বইটির ভিতরে একদিকে যেমন ইমামের
পিছনে সূরা ফাতেহা না পড়ার গায়ের সহীহ দলিলগুলির জবাব তিনি
রেজালের মানদণ্ডে সুন্দরভাবে দিয়েছেন। অপর দিকে ইমামের পিছনে
সূরা ফাতেহা পাঠ ব্যতীত মুক্তাদীর কোন নামায হয় না- এমনকি জনাজা
নামাযও হয় না।

এ ব্যাপারে প্রমাণস্বরূপ রসূল ﷺ এর সহীহ হাদীস থেকে শুরু
করে সাহাবা, তাবেঈন, তাবা তাবেঈন, আইম্ময়ে সালাসা, জমহুরে সালাফ
ও খালফ এমনকি হানাফী মাযহাবের বরণ্য ফেঙ্কাহর কেতাবগুলি থেকে
শুরু করে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মুহাম্মাদসহ ওলামায়ে দেওবন্দদের
থেকে এমনভাবে দলিলগুলি এনে তার বই এর মধ্যে সাজিয়েছেন যে তার
প্রসংশা না করে পারা যায় না। বইটি খুবই সুন্দর হয়েছে।

আমি দু‘আ করি আল্লাহ তা‘আলা তার হায়াত দারাজ করুন এবং
সত্যের পক্ষে এভাবেই কলম ধরার ত্যেফিক দান করুন। আমীন॥

এ, কিউ, এম বেলাল হোসেন রহমানী
অনার্স-হাদীস- মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব
এম, এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঐতিহ্যবাহী মাদরাসা দারুল হাদীস আস্ সালাফিয়া এর স্বনামধন্য
প্রিন্সিপাল শাইখুল হাদীস মুহতারাম আল্লামা মাসউদ উল আলম বিন
আবদুল কাইয়ুম আল-উমুরী সাহেবের

অভিমত

نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد :

হক্ক ও বাতিলের সংঘাত সৃষ্টির শুরু থেকেই। তবে সত্যের মোকাবিলায় বাতিল কখনও জয়লাভ করেনি। সম্প্রতি ওয়াককাস আলী নামে জনৈক মুফতী- যে সব বই, লিফলেট লিখে কুরআন হাদীসে অপরিপক্ক মুসলিম ভাই বোনদেরকে একটা সংশয়ের মধ্যে ফেলতে চেয়েছেন তা সত্যিই অবাক লাগছে। তিনি সম্প্রতি ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়তে হবে না এই মর্মে যে বক্তব্য এবং দলিল প্রকাশ করেছেন সেগুলির একটিও রেজাল শাস্ত্রের মানদণ্ডে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্হাম্দুলিল্লাহ্ আমার শ্রদ্ধেয় মাওলানা আবদুস সাত্তার কালাবগী সাহেব কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে তার জবাবসহ যে বইটি লিখেছেন “ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়ার দলিল আকাশের নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল” বইটি আমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছি। যে সমস্ত দলিল আদিল্লা তিনি বইটির ভিতরে এনেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর ও প্রশংসনীয়। বর্তমান সময়ে এ ধরনের তথ্যবহুল বই এর একান্ত প্রয়োজন।

দু‘আ করি আল্লাহ তার এই মেহনত কবুল করুন এবং সার্বক্ষণিক বাতিলের মোকাবিলায় ও সত্যের পক্ষে এভাবেই কলম ধরার তৌফিক দান করুন। আমীন॥

মাসউদ উদ আলম

অধ্যক্ষ, মাদরাসা দারুল হাদীস আস্ সালাফিয়া
পাঁচরুখী, আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।

পাঠকের উদ্দেশ্যে

نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد

দ্বীন ইসলামের ভিতরে কালেমায়ে তাওহীদের পর দ্বিতীয় রোকন হচ্ছে নামায। রোজ হাশরের ময়দানে আল্লাহ সর্বপ্রথম বান্দার নামাযের হিসাব নেবেন। যার নামায রসূল ﷺ-এর তরীকাহ মোতাবেক হবে সেই হবে মহাকামিয়াব। আর যার নামায রসূল ﷺ-এর তরীকাহ অনুযায়ী হবে না সে ব্যক্তি নামায পড়েও বেনামায়ী হয়ে মহাক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর রসূল ﷺ-এর নামায পড়ার তরীকাহ শিক্ষা দিয়েছেন স্বয়ং জিবরাঈল (আঃ)। (আবু দাউদ)

ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পাঠ নামাযের অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য বিষয়। এ ব্যাপারে অসংখ্য সহীহ হাদীসে এতদূর পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল ﷺ সাহাবীদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, আমি যখন জোরে কেরাত পড়ি তখন তোমরা আমার পিছনে সূরা ফাতেহা ছাড়া অন্য কিছুই পড়বে না। আর তার কারণও তিনি স্পষ্ট করে দিলেন যে, সূরা ফাতেহা পাঠ ব্যতীত কারুর নামায হয় না।

কিন্তু প্রচলিত মাযহাবী নামাযে দেখা যায়, মুক্তাদীর ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়া লাগে না। “ইকতাদাইতু বিহা-যাল ইমাম” বললেই চলে। আর এটা হচ্ছে হানাফী ফেকাহর ঘোষণা। (কিন্তু শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবে ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পড়া লাগে। (তিরমিযী)

পাঠকগণ, একটু খেয়াখ করুন। “ইকতাদাইতু বিহা-যাল ইমাম” ইমামের উপর সব কিছু ছেড়ে দেওয়ার পরও কিন্তু প্রচলিত নামাযে দেখা যায় মুক্তাদী ইমামের পিছনে সব কিছু পড়েই যাচ্ছেন। যেমন ইমাম যখন তাকবীর বলেন, মুক্তাদীও কিন্তু ইমামের পিছনে আস্তে আস্তে তাকবীর বলেন। ইমাম যখন সানা পড়েন, মুক্তাদীও কিন্তু সানা পড়েন। ইমাম রুকু- সেজদায় যা যা পড়েন, মুক্তাদীও কিন্তু রুকু সেজদায় তাই তাই পড়েন। ইমাম যখন দোয়া কুনুত পড়েন মুক্তাদীও কিন্তু দোয়া কুনুত পড়েন। ইমাম যখন আতাহিয়াতু, দরুদ, দোয়া মাসুরা পড়েন মুক্তাদীও কিন্তু ইমামের পিছনে আতাহিয়াতু, দরুদ, দোয়া মাসুরা পড়েন। ইমাম সালাম ফিরানোর সময় যা যা বলেন মুক্তাদীও কিন্তু ইমামের পিছনে সালাম ফিরানোর সময় তাই তাই বলেন। কিন্তু রসূল ﷺ থেকে এসকল বিষয় সম্পর্কে এমন কোন তাকিদ পাওয়া যায় না যে, এগুলো যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে করবে না তার নামায হবে না। আর সাহাবীদের মুখোমুখি হয়ে রসূল ﷺ এর প্রকাশ্য ও স্পষ্ট ঘোষণা : “যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়বে না তার নামায হবে না”- (বাইহাকী ৪৭ পৃষ্ঠা)। এই গুরুত্বপূর্ণ অপরিহার্য বিষয়টি পালন না করে উপমহাদেশের জামাতের নামাযে অংশগ্রহণকারী কোটি কোটি মুসল্লীর নামায যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে সেদিকে কিন্তু তথা কথিত মুফতী সাহেবদের চিন্তা নাই-চিন্তা শুধু দলীয় মতটি কিভাবে টিকিয়ে রাখা যায়- তা যতই সহীহ হাদীস বিরোধী হোক না কেন।

পাঠকগণ, প্রচলিত মাযহাবী নামাযের নিয়ম পদ্ধতি হচ্ছে ফেকাহ ভিত্তিক। আর সেগুলো

হচ্ছে ফেকাহ কুদুরী, শরহে বেকায়া, কাঞ্জুদ দাকায়েক, হেদায়া ইত্যাদি। এসব ফেকাহর কেতাবগুলো বছরকে বছর ধরে মাদ্রাসায় ছেলেদেরকে পড়ানো হয় এবং ফেকাহ ভিত্তিক ফতোয়ার মাধ্যমে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিবাহ, তালাক, শাসন, বিচার-আচার যাবতীয় ব্যাপারে শিক্ষা দেয়া হয়। ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা না পড়া তেমনি একটি ফেকাহ ভিত্তিক মাযহাবী মাসলা। এ মাযহাবী মাসলার সঙ্গে সহীহ হাদীসের কোন সম্পর্ক নাই। এটা শুধু আমার কথা নয় একথার সত্যতা প্রমাণ করেছেন উপমহাদেশের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত আল্লামা আব্দুল হাই লাখনৌবী (রহঃ) তিনি লিখেছেন-

لم يرد في حديث مرفوع صحيح النهى عن قراءة الفاتحة خلف الامام وكل ماذكروه مرفوعا فيه اما لا اصل له واما لا يصح-

অর্থাৎ কোন মরফু সহীহ হাদীসে ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা না পড়ার কথা বর্ণিত হয় নাই। হানাফী আলেমগণ মরফু হাদীস হিসেবে যত দলিল পেশ করেন, হয় তার কোন ভিত্তি নাই-মনগড়া, আর না হয় সেটা সহীহ নয়। দেখুন- তালিকুল মুমাজ্জাদ ১০১ পৃষ্ঠা।

আল্লামা লাক্সৌবি (রহঃ)-এর কথায় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা না পড়ার কোন সহীহ দলীল কোথাও বর্ণিত হয় নাই। আর এ ব্যাপারে যা পেশ করা হয় তা হয় ভিত্তিহীন মনগড়া, আর না হয় সেটা সহীহ নয়। আর এ কথা যিনি বলেছেন তিনি কিন্তু উপমহাদেশের হানাফী মাযহাবের একজন প্রথম কাতারের দেওবন্দী মুহাদ্দিস।

পাঠকগণ, এদিকে সহীহ হাদীসের সঙ্গে যখন মাযহাবী মাসলার মিল না হয়, তখন মাযহাবী আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ আবার মাযহাবী মাসলার পক্ষে হাদীস আনার জন্য বেশ কিছু কৌশল অবলম্বন করে থাকেন, সেগুলিও আমি এই পুস্তকে মোটামুটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

পাঠকগণ! ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পাঠের অসংখ্য হাদীস ও আসার এবং অগণিত তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনের ফতোয়া ও আইন্মানে সালাসা (শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলী) জমহুরে সাল্ফ ও খাল্ফদের মতামত- আর এরই ধারাবাহিকতায় ইমাম আবু হানিফা (রহঃ), ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) সহ উলামায়ে আহনাফ, মাশায়েখে হানাফীয়া, আওলিয়ায়ে কেরাম ও জামাতে সুফিয়াদের সুচিন্তিত মতামত যথাসাধ্য আমার এই বইয়ের মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আর ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পড়া নামাযে অপরিহার্য ও সন্দেহাতীতভাবে আবশ্যিক এবং ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা না পড়া যে সহীহ হাদীস ও সাহাবা, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন ও আইন্মানে সালাসা জমহুরে সাল্ফ ও খাল্ফদের আমলের পরিপন্থী- সেটাও আমি দলিল ভিত্তিক বিশদভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি যাতে পাঠকগণ সহীহ হাদীস বিরোধী ফতোয়ার বেড়াভাল থেকে মুক্ত হতে পারেন।

ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب-

মাওলানা আবদুস সাত্তার (কালাবগী)

মাওলানা ওয়াকাস আলী সাহেব ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পড়া লাগবে না- এই মর্মে যে লেখনিটি ছেড়েছেন তার নামকরণ করেছেন, “কোরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ইমামের কেরআত-ই মুক্তাদীর জন্য কেরআত,” এবং ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা না পড়ার সপক্ষে ৮টি দলিল ও দিয়েছেন।

পাঠকগণ, ভূমিকায় পড়লেন তো, আল্লামা আব্দুল হাই লাখনৌবি (রহঃ) এর কথা অনুযায়ী বোঝা যায় ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা না পড়ার সপক্ষে মাওলানা সাহেবের দেওয়া দলিলগুলির- হয় কোন ভিত্তি নাই, মনগড়া আর না হয় সেটা সহীহ নয়। আর আসলে তাই ঘটেছে কিনা? দলিলগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করলেই বুঝতে পারবেন। তাহলে প্রথমেই দলিল গুলির জবাব দেয়া যাক। জবাবের পূর্বে তার দেওয়া দলিলগুলি এখানে তুলে ধরা দরকার। তাই সেগুলোই এখানে আনা হলো- মাওলানা সাহেবের দেওয়া লেখনিটি নিম্নরূপ :

বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম

কোরান ও সহীহ হাদীসের আলোকে ইমামের
কিরআত-ই-মুক্তাদির জন্য কিরআত

১নং দলিল :

واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون.

অর্থঃ যখন কোরান পাঠ করা হয় তখন তোমরা উহা শ্রবণ কর এবং নিরব থাক। যাতে তোমরা রহমত প্রাপ্ত হও। (সূরা আরাফ ২০৪ নং আয়াত)।

নোট : এই আয়াত নামায প্রসঙ্গে নাজেল হয়েছে- প্রমাণ (ইবনে কাছীর ২য় খঃ ২৮১পৃঃ ইবনে জরীর ৯ম খন্ড ১০৩ পৃঃ রুহুলমানী ৯ম খন্ড ১৫০ পৃঃ কেতাবুল কেরাত ৮৮ পৃঃ ফতোয়া ইবনে তাইমিয়া ২য় ১২৮ পৃঃ)।

২নং দলিল :

اخبرنا محمد بن عبد الله ابن المبارك قال حدثنا محمد بن سعد الانصارى قال ثنى محمد بن عجلان عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به واذا

كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا .

অর্থ- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রসুল (সঃ) বলেছেন ইমাম শুধুমাত্র অনুকরণের জন্য। সুতরাং ইমাম যখন তাকবীর বলবে, তখন তোমরা তাকবীর বলবে। আর ইমাম যখন কেরাত পাঠ করবে, তখন তোমরা নিরব থাকবে। (নাসাঈ শরীফ ১ম খন্ড ১০৭ পৃঃ)।

৩নং দলিল :

عن ابى موسى الاشعرى (رض) قال ان رسول الله (ص) خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلوتنا فقال اقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم احدكم فاذا كبر فكبروا واذا قراء فانصتوا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين (الخ)

অর্থ : হযরত আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল (সঃ) আমাদেরকে খুত্বা দিলেন। অতঃপর আমাদেরকে সুন্নাতের তালীম দিলেন এবং নামায পড়ার পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন এবং বললেন তোমরা (নামায শুরু করার পূর্বে) কাতার সোজা করিবে। অতপর তোমাদের একজন ইমামতি করিবে এবং ইমাম যখন তাকবীর বলে তোমরা তখন তাকবীর বলিবে এবং ইমাম যখন কেরাত পাঠ করে তোমরা তখন নিরব থাকিবে। আর ইমাম যখন সুরা ফাতেহা শেষ করে তোমরা তখন আমীন বলিবে। মুসলিম ১ম খঃ ১৭৪ পৃঃ, আবু দাউদ ১ম খঃ ১৪০ পৃঃ, বায়হাকী ১ম খঃ, ১৫৫ পৃঃ, দারা কুতনী ২য় খঃ ৩২৮ পৃঃ।

৪নং দলিল :

عن ابى موسى الاشعرى قال قال رسول الله (ص) واذا قرأ الامام فأنصتوا (الخ)

অর্থ : হযরত আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুল (সঃ) বলেছেন ইমাম যখন কেরাত পাঠ করবে, তখন তোমরা নিরব থাকবে। (হাদীস সংক্ষিপ্ত) (ইবনে মাজা ৬১ পৃঃ)

৫নং দলিল :

عن جابر (رض) قال قال رسول الله (ص) من كان له امام فقرأه الامام له قراءة.

অর্থ : হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রসূল (সঃ) বলেছেন যে ব্যক্তির ইমাম আছে, ইমামের কেরাত-ই তার কেরাত হবে। (ইবনে মাজা ৬১ পৃঃ, মুয়াত্তা মুহাম্মাদ ৯৮ পৃঃ)

নোট : এই হাদীসের সনদে হাসান বিন সালেহ, জাবেরে জুফী ও আবু জুবায়ের এই দুইজন থেকে বর্ণনা করেছেন, তবে আবু জুবায়েরের সুত্রটি সহীহ কেননা হাসান বিন সালেহ ও আবু জুবায়ের উভয়-ই দীর্ঘ ২৮ বছরের সময়গুণী হওয়ার কারণে তাদের মাঝে এককানে লেকা ছাবেত হয়েছে। আর ইমাম মুসলিম সহ জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে হাদীসে মুয়ান আন এককানে লেকার দ্বারা গ্রহণযোগ্য হয়। সুতরাং উক্ত হাদীসটি সহীহ ও গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত। (এলাউস সুনান ৪র্থ খন্ড ৭১ পৃঃ)

৬নং দলিল :

عن ابى موسى (رض) قال علمنا رسول الله (ص) قال اذا قمتم الى الصلاة فليئو مكم احدكم واذا قرأ فانصتوا .

অর্থ : হযরত আবু মুছা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রসূল (সঃ) আমাদেরকে শিক্ষা দিয়াছেন, যখন তোমরা নামাযে দাঁড়াবে তখন একজন ইমামতি করবে এবং ইমাম যখন কেরাত পাঠ করবে তখন তোমরা নিরব থাকবে। মুসনাদে আহমাদ ৪র্থ খন্ড ৪১৮ পৃঃ।

৭নং দলিল :

عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله (ص) كل صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج الا صلوة خلف الامام .

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রসূল (সঃ) বলেছেন যে নামাযে সুরা ফাতেহা পাঠ করা হয়না উহা অসম্পূর্ণ। কিন্তু যে নামায ইমামের পিছনে পড়া হয় (অর্থাৎ মুক্তাদির ফাতেহা পড়া লাগবেনা) (বায়হাকী কিতাবুল কিরাত ১৭১ পৃঃ)।

৮নং দলিল :

عن جابر (رض) قال قال رسول الله (ص) كل صلاة لا
يقرأ فيها بام الكتاب فهي خداج الا وراء الامام .

অর্থ : হযরত যাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে রসুল (সঃ) এরশাদ
করেছেন যে নামাযে সুরা ফাতেহা পাঠ করা হয়না সে নামায অসম্পূর্ণ। কিন্তু
ইমামের পিছনে যে নামায পড়া হয় তাহা ফাতেহা পাঠ ব্যতীত পরিপূর্ণ হয়।
(কিতাবুল কেরাত বায়হাকী ১৩৬ পৃঃ)

মাওঃ মোঃ ওয়াক্কাস আলী

(ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ও মুহাদ্দিস)

জামেয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া মদিনাতুল উলুম মাদ্রাসা

রায়ের মহল , জিপিও- ৯০০০, খুলনা।

মাওলানা ওয়াক্কাস আলী সাহেবের দেওয়া দলিলগুলির জবাব

বিস্মিল্লাহির্ রহমানির্ রহীম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আসমান, যমীন ও তার মধ্যবর্তী যাহা কিছু আছে তার সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোন মাবুদ নেই; আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর প্রেরিত বান্দা এবং তাঁর রসুল।

আম্মাবাদ :

মাওঃ ওয়াক্কাস আলী সাহেবের লিফলেটটি পড়ে কোরআন হাদীসে অপরিপক্ক মুসলিম ভাই-বোনদের মনে সংশয় সৃষ্টি হতে পারে যে, ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের সুরা ফাতেহা পড়া লাগবে কি লাগবে না। তাই এই সংশয় নিরসনে আমাকে কলম ধরতে হল।

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ

★ মাওঃ ওয়াক্কাস আলী সাহেবের দেওয়া ১নং দলিলের জবাব :

সুরা আ'রাফের উক্ত আয়াতটির সঙ্গে ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার কোনই সম্পর্ক নাই। কারণ এ আয়াতটি মক্কায় নাযিল হয়েছে, আর ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের সুরা ফাতেহা পড়ার নির্দেশ আল্লাহর নবী (সঃ) দিয়েছেন পরবর্তীকালে মদীনায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) ৭ম হিজরীতে মুসলমান হয়েছিলেন মদীনায়। তিনি বলেন আমাকে একথা (সুরা ফাতেহা ছাড়া কারুন নামায হয়না) মদীনার অলিতে-গলিতে ঘোষণা দেওয়ার জন্য আল্লাহর নবী (সঃ) নির্দেশ দিয়েছিলেন। দেখুন তিরমিযী ১ম খঃ ৪২ পৃঃ বায়াহাকী ২য় খঃ ৩৭৫ পৃঃ। কেতাবুল কেরাত-১৪-১৫পৃঃ।

আল্লাহর নবী (সঃ) মদীনায় মুক্তাদীদের উদ্দেশ্যে বললেন তোমরা আমার পিছনে অন্য কিছুই পড়বে না। কিন্তু সুরা ফাতেহাটা পড়বে কারণ যে ব্যক্তি সুরা ফাতেহা নামাযে পড়বেনা তার নামাযই হবে না। আবু দাউদ ১ম খঃ ১১৯ পৃঃ। তিরমিযী ১ম খঃ ৪১ পৃঃ। এ হাদীসের সকল সাক্ষ্যদাতাগণ মাদানী। পাঠকগণ, মদীনায় আল্লাহর নবী (সঃ) মুক্তাদীদের সুরা ফাতেহা পড়ার নির্দেশ দিচ্ছেন কেন? আল্লাহর নবী (সঃ) 'নাউযুবিল্লাহ' মক্কার ঐ আয়াতটির কথা কি ভুলে গিয়েছিলেন? কখনও নয়। আসলে এ আয়াত নামাযে সুরা ফাতেহা পড়া নিষেধ সম্পর্কে নাযিল হয় নাই। ওটা মক্কায় রসুল (সঃ) যখন “আম” সাধারণ কোরআন পড়ে পড়ে মানুষদেরকে শোনাচ্ছিলেন তখন কাফের সম্প্রদায় একে

অপরকে বলছিল, মুহাম্মাদ যখন কোরআন পড়ে শোনায় তখন ওটা শুন না এবং হৈ হুলা কর, তাহলে তোমরা জয়ী হবে। তখন ঐ আয়াত আল্লাহ পাক নাযিল করেন। এ আয়াতটি যে ঐ ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল সেটা আমি নিজের পক্ষ থেকে বলছি না; দেখুন আল্লাহ পাক নিজেই একথা বলেছেন—

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ .

অর্থাৎ কাফেররা বলে তোমরা এই কোরআন শুননা এবং শোরগোল কর যাতে তোমরা জয়ী হতে পার (হামীম আস্ সাজদা ২৬ নং আয়াত) কাফেরদের এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক সুরা আ'রাফের ঐ আয়াতটি নাযিল করেন। কাফেরদের ঐ উক্তির কারণে যে, ঐ আয়াতটি নাযিল হয়েছে সে বিষয় আরও দেখুন তাফসীরে ইবনে কাছির তফছিরে কুরতুবী, তাফসীরে কালামুর রহমান, তাফসীরে তাবারী ইত্যাদি। তাহলে বোঝা গেল সুরা আরাফের ঐ আয়াতটি নামায়ে সুরা ফাতেহা পড়া নিষেধ সম্পর্কে নাযিল হয়নি। ওটা “আম” কোরআন পড়ার কথা বলা হয়েছে। তবুও মাওঃ সাহেবের দেওয়া দলিলটি সম্পর্কে কিছু লিখতে হয়।

১। ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা না পড়া উক্ত আয়াত দিয়ে অন্তত হানাফী আলেমদের দলিল দেওয়া বৈধ নয়। কারণ, তাদের উসুলের ভিতরে ভিন্ন কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন— “তাওযিহ্ তালবিহ্” গ্রন্থে বলা হয়েছে, যখন কোরআনে পরস্পর বিরোধী দুটি আয়াত এসেছে যেমন— একটি হলঃ

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ اর্থঃ কোরআন থেকে যা তোমার জন্য সহজ তা পাঠ কর। আর দ্বিতীয়টি হল فَاسْتَمِعُوا لَهُ اর্থঃ যখন কোরআন পাঠ করা হয় তখন

কান পেতে শোন এবং চুপ থাক। তাহলে অবশ্যই তোমাদের উপর রহম করা হবে। এখানে একটি আয়াতে পড়ার কথা বলা হচ্ছে, অপরটিতে নিষেধ করা হচ্ছে। আর এ দুটি আয়াত নামায সংক্রান্ত। কাজেই আয়াত দুটি উসুল অনুযায়ী বাতিল হবে। নূরুল আনওয়ারের রচয়িতাও অনুরূপ উক্তি করেছেন। অতএব, উক্ত আয়াত দিয়ে হানাফী আলেমদের রচিত উসূল অনুযায়ী দলিল দেওয়া বৈধ নয়।

২। ইমাম রাজী তদীয় তাফসীরের ভিতরে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বেশকিছু মতামত পেশ করার পর বলেছেন, এ আয়াতে প্রাথমিক প্রচার অভিযান

চালানোর সময় কাফেরদের সম্বোধন করা হয়েছে। এতে মুসলমানদের সম্বোধন করা হয় নাই, এবং এটাই যুক্তিসংগত ও উত্তম। তিনি এর পর বলেন, কারণ এই আয়াতটির পূর্বে আল্লাহ বলেন—

هَذَا بَصَائِرُ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ .

অর্থাৎ এ কোরআন মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন, রহমত ও হেদায়াত। তারপর বলেছেন ইমাম আবু হানিফা এবং তার সঙ্গীদের কথা অনুযায়ী যদি ধরে নেই যে, এ আয়াত ইমামের পিছনে কেবল পাঠ নিষেধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, তাহলে এ আয়াতের সঙ্গে পূর্বের আয়াতের সকল সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায়। কারণ পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে, তোমার প্রভুর তরফ থেকে এ কোরআন স্পষ্ট নিদর্শন, রহমত ও হেদায়াত ইমানদার সম্প্রদায়ের জন্য। তাহলে আল্লাহ যদি এ কোরআন ইমানদার সম্প্রদায়ের জন্য রহমত হিসাবে আগেই ঘোষণা দিয়ে থাকেন তবে “তোমরা কান পেতে শোন ও চুপ থাক, তাহলে তোমাদের উপর রহমত নাযিল করা হবে” এ কথা বলতেন না। কারণ এ কোরআন মুমিনদের জন্য যে রহমত তা আল্লাহ এ আয়াতের প্রথমই বলে দিয়েছেন। আর যদি সম্বোধন কাফেরদেরই করে থাকেন, তাহলে আল্লাহর উক্তি “তোমাদের উপর অবশ্যই রহম করা হবে” এটা সঠিক অর্থে দাঁড়ায়। এটাই হচ্ছে ইমাম রাযীর বক্তব্য। দেখুন, তফসীরে কবীর ৮ম খঃ ১০২ পৃঃ। অতএব, বোঝা যায় এ আয়াত কাফেরদের সম্বোধন করে নাযিল হয়েছে, যেমনটি আল্লাহ বলেছেন। এ আয়াতের সঙ্গে মুমিনদের কোন সম্পর্ক নাই বা মুমিনদের ইমামের পিছনে কেবল পড়া বা না পড়ার ও কোন সম্পর্ক নাই।

৩। এবার আসুন যদি কিছুক্ষণের জন্য মেনে নেই ইমাম আবু হানিফা এবং তার কিছু সঙ্গীদের কথা যে, এ আয়াত ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়া নিষেধ সম্পর্কে। (যে কথাটি মাওঃ ওয়াক্কাস আলী সাহেব তুলে ধরেছেন) তাহলে সেরূপ পঠন তখন নিষিদ্ধ হবে যখন ইমাম উচ্চ স্বরে কেবল পাঠ করেন সেটা আবার অনেক হানাফী বিদ্বানগণ স্বীকারও করেছেন। যেমন তিরমিযীর তালিকাতে দেখুন একজন হানাফী বিদ্বান বলেন, সিররী (আন্তের) নামায়ে কেবল পড়ার ক্ষেত্রে এ আয়াতের শব্দের সঙ্গে কোন সম্পর্ক বিদ্যমান নাই কেননা “ইন্সাত্” শব্দের অর্থ কান পেতে শোনা, আর কান পেতে শোনা কেবল জোরের নামায়ে বড় করে কেবল পাঠের সময় সম্ভব, চুপে চুপে পড়ার সময় কান পেতে শোনার কোন প্রশ্নই আসেনা। সুতরাং আমরা ইমামের পিছনে

সিররী নামাযে সুরা ফাতেহা পড়ে থাকি। আর (যাহরী) জোরের নামাযে ইমাম যখন কেরাত পড়ে “সাক্তা” করেন (নীরব থাকেন) তখন ফাঁকে ফাঁকে নবী (সঃ) এর নির্দেশ অনুযায়ী সুরা ফাতেহা পড়ে থাকি, কেননা আয়াতটি সশব্দে কেরাত পড়ার সময় প্রযোজ্য।

এরপর ইমাম বোখারী (রহঃ) ‘যুযউল কেরাতে’র ভিতরে বলেন, তাকে জিজ্ঞেস করা হোক, তুমি তো আল্লাহর কালাম কান পেতে শোন এবং চুপ থাক দ্বারা যে প্রমান পেশ করছ, তাহলে বল, যখন ইমাম মনে মনে কেরাত পাঠ করেন তখন কি করবে? তার উত্তরে যদি সে বলে যে না তখনও পড়ব না (যেমনটি মাওঃ ওয়াক্কাস আলী বলেন) তাহলে জেনে রাখ তার দাবী বাতিল রূপে গণ্য হবে। কেননা আল্লাহ বলেন “ফাসতামেউ অ-আনছি্তু” অর্থাৎ তোমরা কান পেতে শোন এবং চুপ থাক। কান পেথে তখনই শোনা যায় যখন ইমাম সশব্দে কেরাত পাঠ করেন। আমরা আল্লাহর নির্দেশ মত কোরআন শুনেও থাকি আর ইমাম যখন কেরাত পড়ে থেমে যান তখন চুপে চুপে ফাতেহা পড়েও থাকি। দেখুন, যুযউল কেরাত বোখারী পৃঃ। উল্লেখিত প্রমাণগুলি আবার কতিপয় হানাফী বিদ্বান স্বীকারও করেছেন, যারা মাওঃ ওয়াক্কাস আলী থেকে বহু উচ্চ দরের হানাফী বিদ্বান। যেমন ‘তোহফা’ গ্রন্থের ভিতরে লেখা হয়েছে—
هَذِهِ الْآيَةُ لَاتَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْقِرَاءَةِ فِي السِّرِّيَّةِ وَلَا عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْقِرَاءَةِ فِي الْجَهْرِيَّةِ حَالِ السَّكْتَةِ .

অর্থাৎ— এ আয়াত “সিররী” (আস্তুর) নামাযে কেরাত নাজায়েয হওয়ার কোন ইঙ্গিত করেনা এবং “যাহরী” (জোরের) নামাযেও ইমাম যখন কেরাত পড়ে থেমে যান তখনও কেরাত পড়াকে অবৈধ বলেনা। দেখুন তোহফা ৩৫৮-২৫৯ পৃঃ।

অতএব, এ আয়াত নামায সম্পর্কে কিছুক্ষণের জন্য ধরে নিলেও সুরা ফাতেহা ইমামের পিছনে পড়া কখনও নিষেধ করেনা। কারণ তিরমিযীর ভিতরে এসেছে—

وَإِخْتَارَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ أَنْ لَا يَقْرَأَ الرَّجُلُ إِذَا جَهَرَ
الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ قَالُوا يَتَّبِعُ سَكَنَاتِ الْإِمَامِ .

অর্থাৎ— হাদীস সম্রাটগণ (ইমামের পিছনে ফাতেহা পড়ার ব্যাপারে) ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন যে ইমাম যখন পড়বে মুক্তাদী তখন পড়বে না আর ইমাম যখন “সাক্তা” (বিরতি) করবেন তখন মুক্তাদীগণ পড়বেন।— তিরমিযী ৭১ পৃঃ। পরিশেষে আমি মাওলানা সাহেবকে বলতে চাই, ইমাম যখন পবিত্র

কোরআন থেকে কোন আয়াত পড়েন তখন শোনাটা অপরিহার্য। ওদিকে পবিত্র কোরআনে এসেছে, কোরআন থেকে যা তোমার জন্য সহজ তা পাঠ কর ওদিকে সহীহ হাদীসে এসেছে সুরা ফাতেহা ইমামের পিছনে না পড়লে মুক্তাদীর নামায হয় না। এ সকল সমস্যার সমাধান তখনই সম্ভব যদি নাকি সাক্তার হাদীস মেনে চলা যায়। তাই বলছিলাম, আলহামদু লিল্লাহ! আমরা সাক্তার হাদীস মেনে চলি। আমাদের মসজিদগুলির ইমাম সাহেবগণ সুরা ফাতেহার একটি আয়াত পড়ে বিরতি দেন (সাক্তা করেন) এই জন্য যে, ইমামের পড়াকালে মুক্তাদী যেন শোনার ছোয়াবটা থেকে বঞ্চিত না থাকেন এবং ইমামের সাক্তার সময় ঐ আয়াতটি পড়ে নিয়ে নামাযে সুরা ফাতেহা পড়ার ফরযিয়াতটাও যেন আদায় করতে পারেন। আমাদের ইমাম সাহেবগণ সুরা ফাতেহা পড়ার ব্যাপারে সাক্তা বা থেমে থেমে পড়ার বিধান মেনে চলেন কি না একদিন তাদের পিছনে দু'রাকাত নামায পড়ে এর সত্যতা প্রমাণ করে দেখবেন। সাক্তার বিস্তারিত বিবরণ দেখুন আমার ১৩১ নং দলিলের ১ নং টীকা।

এদিকে আপনাদের মত কিছু হানাফী আলেম আবার ফতোয়া দিয়ে সমাজে ফেৎনা সৃষ্টি করেছেন যে আমাদের পিছনে নাকি আপনাদের নামায হয়না। কিন্তু আপনাদের মাযহাবে যারা জগৎ বিখ্যাত পণ্ডিত নামে অভিহিত তারা আমাদের পিছনে আপনাদের নামায হয় কি না সে সম্পর্কে কি বলেছেন দেখুনঃ হানাফী ফেকার বিখ্যাত কেতাব “হেদায়ার” অনুবাদে লেখা হয়েছে : আহ্লে হাদীসরা আহ্লে সুন্নত অল্ জামাত এবং হকের উপরে আছে। তাদের পিছনে হানাফীদের নামায জায়েয। এ ব্যাপারে ইজমা আছে। দেখুন, “আইনুল হেদায়া” উর্দু অনুবাদ, নওল কিশোর ছাপা, ৫২৫ পৃঃ। দেওবন্দ মাদ্রাসার বিখ্যাত হানাফী পণ্ডিত আল্লামা রশীদ আহমাদ গাংগুহী (রহঃ) বলেন, আহ্লে হাদীসদের পিছনে আমাদের হানাফীদের নামায হবে। কারণ তারা আহ্লে সুন্নত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত। দেখুন— “ফতোয়ায়ে রশিদিয়া” ২য় খঃ ৮৬ পৃঃ। দেওবন্দ মাদ্রাসার আর একজন পণ্ডিত মুফতী আজিজুর রহমান ওসমানী বলেন গায়ের মুকাল্লিদদের (আহ্লে হাদীসদের) পিছনে আমাদের ও আমাদের পিছনে তাদের নামায সিদ্ধ। “মুহাজির” পত্রিকা ২৯শে জুন ১৯২৮ সংখ্যা। আল্লামা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) ও অনুরূপ উক্তি করেছেন। দেখুন “ফতোয়ায়ে ইমদাদীয়া” ১ম খঃ ৯৩ পৃঃ।

হে আল্লাহ! এ ধরনের (আমাদের পিছনে নামায হয়না) ফতোয়া দিয়ে যারা মুসলিম ঐক্যকে ধ্বংস করেছে তাদের হাত হতে সব ভাই কে রক্ষা করুন। আমীন !

★ মাওলানা সাহেবের দেওয়া ২নং দলিলের জবাব :

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে ঐ হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বিন সায়াদ আনছারী যঈফ। অনেকে মন্তব্য করেছেন মুহাম্মাদ বিন আযলানের একটা ওহাম কথা যে, وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصَتُوا .

অর্থাৎ ইমাম যখন পড়ে তখন চুপ থাক। আর, মুহাম্মাদ বিন আযলান সম্পর্কে রেজাল শাস্ত্র “তাক্রিবুত তাহযীবে” এসেছে।

مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ الْمَدَنِيَّ صُدُوقٌ إِلَّا أَنَّهُ اخْتَلَطَتْ عَلَيْهِ أَحَادِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ .

অর্থাৎ- মুহাম্মাদ বিন আযলান সত্যবাদী বটে, তবে আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে গড়বড় করে ফেলেছেন। দেখুন, তাক্রিবুত তাহযিব ২য় খঃ ৩৩০পৃঃ। অতএব মাওলানা সাহেবের দেওয়া নাছাঈ শরীফের হাদীসটি ছহীহ নয় যঈফ বিধায় সহীহ হাদীসের মোকাবেলায় দলিলের অযোগ্য।

★ মাওলানা সাহেবের দেওয়া ৩নং দলিলের জবাব :

আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসটির সনদ মুসলিম শরীফে এভাবে বর্ণিত

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ وَالْفُظُّ لِأَبِي كَامِلٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ خَطَبَنَا (الخ)

আবু মুছা আশয়ারী থেকে হাদীসটির সনদ আবু দাউদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ ح وَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ نَا هِشَامُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ خَطَبَنَا (الخ).

উক্ত সূত্রের বর্ণিত হাদীসটিতে কেউই ইমাম যখন পড়ে তখন চুপ থাক কথাটি

আনেন নাই। কিন্তু মাওলানা সাহেব দেখি ঐ কথাগুলি হাদীসটির ভিতরে সংযোজন করেছেন (টুকিয়েছেন) তবে তার পরের হাদীসটিতে ইমাম মুসলিম এভাবে কথাগুলি তুলে ধরেছেন—

عَنْ قَتَادَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ - وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ قَتَادَةَ مِنَ الزِّيَادَةِ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ .

অর্থাৎ কাতাদাহ্ (রাঃ) একই ভাবে অন্য সনদে আর একটি বর্ণনা করেছেন— জারির, সুলায়মানের মাধ্যমে কাতাদাহ্। যার ভিতরে ঐ শব্দগুলি অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, **وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا** ইমাম যখন পড়ে তখন চুপ থাক।

ইমাম মুসলিম আরও বলেন— জারির, সুলায়মান, কাতাদাহ্ সূত্রটি ছাড়া আর যতগুলি সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তার কোন সূত্রে ঐ অতিরিক্ত কথাগুলি বর্ণিত হয় নাই। দেখুন মুসলিম ১ম খঃ ১৭৪ পৃঃ। বাংলা মুসলিম ২য় পাঃ হাদীস নং ৭৮৯।

এভাবে একই কথা বলেছেন ইমাম আবু দাউদ। তাহলে মাওঃ ওয়াক্কাস আলী সাহেব জারির, সুলায়মান, কাতাদার সূত্রটি ছাড়া অন্য সূত্রে হাদীসটি যে বর্ণনা করলেন তার ভিতরে ঐ অতিরিক্ত শব্দগুলি পেলেন কোথায়? যদি বলি, জারির সুলায়মান, কাতাদাহ্ ছাড়া মাওলানা সাহেব যে সূত্রে হাদীসটি এনে ঐ অতিরিক্ত কথাগুলি টুকিয়েছেন সেটা সঠিক, তাহলে বিশ্ব বরেণ্য মুহাদ্দিস ইমাম মুসলিম ইমাম আবু দাউদ হয়ে যান দুনিয়ার সামনে মিথ্যাবাদী। আর না হয় মাওঃ ওয়াক্কাস আলী সাহেব কোরআন হাদীস অপরিপক্ক মুসলিম ভাই বোনদেরকে একটা গোলক ধাঁধায় ঠেলে দেওয়ার মানসে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে হাদীসটি মাযহাবী মাসলার পক্ষে আনার একটি কৌশল অবলম্বন করেছেন। হাদীস খুলে প্রমাণ করলেই দেখা যাবে সেটাই ঘটেছে। অর্থাৎ মাওঃ সাহেব যে সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সে সূত্রের ভিতরে জারির, সুলায়মান, কাতাদাহ্ নাই।

অতএব মাওঃ সাহেবের পেশকৃত হাদীসটির ভিতরে দেখুন ঐ অতিরিক্ত শব্দগুলি (অর্থাৎ ইমাম যখন পড়ে তখন চুপ থাক) নাই। এদিকে ইমাম দারা কুতনী তাঁর সুনানে “দারা কুতনীর” ভিতরে হাদীসের ঐ অংশটুকু বর্ণনা করার পর এভাবে মন্তব্য করেছেন—

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ

وَرَوَاهُ هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ وَسَعِيدٌ وَهَشَامٌ وَأَبُو عَوَانَةَ وَعَدِيُّ
بْنُ أَبِي عَمَّارَةَ كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَإِذَا
قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَهُمْ أَصْحَابُ قَتَادَةَ .

অর্থ্যৎ- এভাবেই হাদীস খানা বর্ণনা করেছেন সুফিয়ানুস্ সাওরী। সুলায়মানুত্ তায়মী থেকে এবং বর্ণনা করেছেন হাদীস খানা হিসামুদদাস্তয়াই এবং সাঈদ। হাম্মাম, আবু আওয়ানাহ্ এবং আদী বিন আবী আম্মার প্রত্যেকেই কাতাদাহ্ থেকে। কিন্তু কেউই ঐ টুকরাটুকু বলেন নাই যে, **وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا**, “ইমাম যখন পড়ে তখন চুপ থাক” আর তারা সবাই কাতাদার সাথী ছিলেন। দেখুন, দারা কুতনী ১ম খঃ, ৩২৩ পৃঃ।

এরপর আবু দাউদেও দেখুন ঐ সূত্রে ঐ অতিরিক্ত অংশটুকু নাই। যে ইমাম যখন পড়ে তখন চুপ থাক। এ ব্যাপারে ইমাম আবু দাউদও পরবর্তীতে বলেন-
قَوْلُهُ وَأَنْصِتُوا لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ لَمْ يَجِئْ بِهِ إِلَّا سَلِيمَانُ التَّيْمِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .

অর্থ্যৎ ইমাম যখন পড়ে তখন চুপ থাক, কথাটি সুরক্ষিত নয়। কেননা বর্ণনাকারী সুলায়মানুত্ তায়মী ব্যতীত আর কেউই তা উল্লেখ করেন নাই। দেখুন, আবু দাউদ ১ম খঃ ১৪০ পৃঃ।

অতএব, সুলায়মানুত্ তায়মীর সূত্রটি যেখানে আছে যে ইমাম যখন পড়ে তখন চুপ থাক, ওটা সম্পর্কে হাদীস সম্রাটগণ আপত্তি তুলেছেন। যেমন, আবু দাউদ বলেন ওটা সুরক্ষিত নয়। ইমাম দারাকুতনী বলেন ঐ একটি মাত্র সূত্রে ছাড়া আর হাদীসটি যতগুলি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে ঐ অতিরিক্ত অংশটুকু নাই। আর যে একটি মাত্র সূত্রে ঐ অংশটুকু এসেছে তাও আবার যঈফ। দেখুন দারাকুতনী ১ম খঃ ৩২৩ পৃঃ। অপরদিকে ইমাম যায়লয়ী তাঁর “নাছবুররায়া” গ্রন্থে এবং ইমাম বায়হাকী তাঁর “মারেফাতুস্ সুনান” গ্রন্থে বলেছেন-
وَقَدْ أَجْمَعَ الْحَفَاطُ عَلَى خَطَاءِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ .

অর্থ্যৎ- হাদীস শাস্ত্রবিদগণ সম্মিলিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ঐ অংশ (ইমাম যখন পড়ে তখন চুপ থাক) টিকে ভুল বলেছেন। বলা বাহুল্য ইমাম যায়লয়ীকে হানাফী মাযহাবের একজন উচ্চ দরের মুহাদ্দেস বলে মানা হয়। অতএব সুলায়মানুত্ তায়মীর সূত্রে হাদীসের ভিতরে প্রক্ষিপ্ত অংশটুকু নিয়ে হাদীস সম্রাটগণ ঘোর আপত্তি তোলায় সেটা দলিল ও আমলের অযোগ্য বলে বিবেচিত।

★ মাওলানা সাহেবের দেওয়া ৪নং দলিলের জবাব :

আবু মুছা আল আশআরীর থেকে বর্ণিত উক্ত হাদীসটির সনদ সম্পর্কে ইমাম মুসলিম বলেন—

عَنْ جَرِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ قَتَادَةَ مِنَ الزِّيَادَةِ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصَتُوا .

অর্থাৎ— জারীর, সুলায়মানের মাধ্যমে কাতাদাহ (রাঃ) থেকে যে বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে ঐ শব্দগুলি (ইমাম যখন পড়ে তখন চুপ থাক) অতিরিক্ত। আর ঐ সূত্রটি ছাড়া যতগুলি সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তাতে ঐ অংশটুকু নাই। দেখুন মুসলিম ১ম খঃ, ১৭৪ পৃঃ। এ সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ বলেন—

لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ لَمْ يَجِ بِهِ إِلَّا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .

অর্থাৎ— “ইমাম যখন পড়ে তখন চুপ থাক” কথাটি সুরক্ষিত নয়। কেননা বর্ণনাকারী সুলায়মানুত তায়মী ব্যতীত আর কেউই তা উল্লেখ করেন নাই। আবু দাউদ ১ম খঃ ১৪০ পৃঃ।

মোট কথা ইমাম আবু দাউদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে সুলায়মানুত তায়মীর সূত্রটি যেখানে যা বর্ণিত হয়েছে তা সঠিক নয়। অতএব, মাওলানা সাহেবের দেওয়া ৪নং দলিলটি হাদীস সম্রাটদের নিকট সঠিক প্রমাণিত নয়, বিধায় পরিত্যাজ্য।

★ মাওলানা সাহেবের দেওয়া ৫নং দলিলের জবাব :

হযরত যাবেদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসটিকে কেন্দ্র করে মাওলানা সাহেব তার লেখনিটির নামকরণ করেছেন। “কোরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ইমামের কেরাতই মুক্তাদীর জন্য কেরাত”। মাওলানা ওয়াক্কাস আলী সাহেবদের প্রধান হাদীসী দলিল মনে হয় এই হাদীসটি, যার কারণে হাদীসটিকে শিরোনাম করে লেখনিটির নামকরণ করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হাদীসটির অন্যতম বর্ণনাকারী যাবেদুল যুফরীকে যিনি কাজ্জাব (মথিযাবাদী) বলেছেন, তিনি স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) (দেখুন দেওয়া ফি তাখরিজে আহাদীসিল হেদায়া ১২০ পৃষ্ঠা।) ফেকাহ ভিত্তিক সকল মাযহাবী মাসলার পিছনে দেখুন ইমাম আবু হানিফার নাম ব্যবহার করে বলা হয়েছে— এটা আবু হানিফার মত— এটা আবু হানিফার দৃষ্টিতে— এটা আবু হানিফার মাযহাব। কিন্তু ইমাম

আবু হানিফা ছিলেন সহীহ হাদীসের পক্ষের লোক। আর তিনি বলেছেন এই হাদীসের বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদী। তাহলে এখন ভেবে দেখুন, ফেকাহ ভিত্তিক মাযহাবী মাসলার সপক্ষে এ ধরনের গায়ের সহীহ হাদীসের সঙ্গে ইমাম আবু হানিফার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে কি না? আর বাস্তব কথা হচ্ছে ফেকাহ'র মাসলার সঙ্গে ইমাম আবু হানিফার আসলেই কোন সম্পর্ক নাই। (১)

(১) প্রমান- ১ ইমাম আবু হানিফার ইস্তেকালের ৩/৪ শত বছর পর ফেকাহর কিতাবগুলি লেখা হয়েছে। অথচ কোন সূত্র নাই। যেমন : হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠ ফেকাহ আল হেদায়া। কেতাবটি ইমাম আবু হানিফার ইস্তেকালের ৪৪৩ বছর পর লেখা হয়েছে। লেখক আলী বিন আবি বকর। তিনি হাজারও মাসলা ইমাম আবু হানিফার উদ্ধৃতি দিয়ে তার কেতাবে এনেছেন। কিন্তু তিনি মাসলা গুলি কার কাছ থেকে গুনেছেন? তিনিই বা কার কাছ থেকে গুনলেন? ইমাম আবু হানিফার কাছ থেকে কে গুনলেন? তার কোন সূত্র বা সনদ তিনি তার কেতাবে না দিয়ে এভাবে অগ্রহণযোগ্য হিসাবে বলেছেন-এটা আবু হানিফার মত, এটা আবু হানিফার দৃষ্টিতে, এটা আবু হানিফার মাযহাব ইত্যাদি।

পাঠকগন, ফেকাহে আকবারের ভিতরে লেখা হয়েছে- দ্বীন বা “ইলম” ঐ জিনিসের নাম যার ভিত্তি হচ্ছে হাদ্দাসানার (সূত্রের) উপর, আর সবই শয়তানের ওয়াসওয়াসা। সহীহ মুসলিম ও তিরমিযীর ভিতরে এসেছে সনদ বা সূত্র বর্ণনা করাই হচ্ছে দ্বীন। যদি সূত্র বা সনদের গুরুত্ব না থাকত তাহলে যে যা চাইত তাই লিখে দিত, সত্য মিথ্যার পার্থক্য করা সম্ভব হত না। মুসলিম ৪র্থ পৃষ্ঠা (আরবী)

অতএব শত শত বৎসর পর ইমাম আবু হানিফার নামে সূত্র ছাড়া যে সব মাসলা ফেকাহর কেতাবে আনা হয়েছে তার সঙ্গে ইমাম আবু হানিফার কোনই সম্পর্ক নাই।

(২) প্রমান- ২ খোঁজ নিয়ে দেখুন- (আর খোঁজ নিবেন না কেন? বাজার থেকে একটা মেটে হাড়ী কিনেও বাজিয়ে নেন যে এটা কোন ফাটা ফুটা আছে কিনা। আর এটা হচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বোচ্চ বিষয়। খোঁজ তো অবশ্যই নিবেন।) ইমাম আবু হানিফা ছিলেন সহীহ হাদীসের পক্ষের লোক। করণ তিনি বলেছেন সহীহ হাদীসই আমার মাযহাব। আর ফেকাহর কেতাবগুলি যখন লেখা হয়েছিল তার ৩/৪ শত বৎসর পূর্বে হাদীসের গ্রন্থগুলি সংকলিত হয়েছিল- যেমন : ফেকাহ হেদায়া লেখার ৪১৪ বৎসর পূর্বে মুয়াত্তা ইমাম লেক, ৩৩৭ বৎসর পূর্বে বোখারী, ৩৩২ বৎসর পূর্বে মুসলিম, ৩৩২ বৎসর পূর্বে আবু দাউদ, ৩১৪ বৎসর পূর্বে তিরমিযী, ৩২০ বৎসর পূর্বে ইবনে মাযাহও ২৯০ বৎসর পূর্বে নাসাঈ লেখা হয়েছিল। হেদায়ার লেখক যখন হেদায়া লেখেন তখন লেখকের সামনে হাদীসের গ্রন্থগুলি মণ্ডুদ থাকা সত্ত্বেও একটা হাদীসেরও বরাত তিনি তাঁর কেতবে দেন নাই। অতএব, ফেকাহর মাসলার পিছনে হাদীসের বরাত না থাকায় বোঝা যায় ফেকাহর বহুবহু সহীহ হাদীস বিরোধী মাসলার সঙ্গে ইমাম আবু হানিফার কোনই সম্পর্ক নেই। কারণ তিনি ছিলেন হাদীসের পক্ষের লোক, কেননা তিনি বলেছেন সহীহ হাদীসই আমার মাযহাব।

ফেকাহর মাসলাগুলি সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইমাম আবু হানিফারমত প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম ফেকাহ শাস্ত্রে ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র।

এ ব্যাপারে ইমাম তিরমিযী বলেন আহলে ইলমদের অনেকে যাবেরণল যুফিকে পরিত্যাগ করেছেন। তাঁদের ভিতরে ইয়াহইয়াবিন সাঈদ, আবদুর রহমান বিন

মাহ্দী এবং আরও অনেকে। তিরমিযী ১ম খঃ, ৪৮ পৃঃ। এই হাদীসটি সম্পর্কে বিস্তারিত ও দীর্ঘ আলোচনা করেছি। আমার লেখা **জবাবের জবাব** নামক ছোট পুস্তিকার ৩৫ পৃঃ থেকে ৩৮ পৃঃ পর্যন্ত দেখুন। দেখার অনুরোধ রইল। এরপর নোট দিয়ে মাওলানা সাহেব হাদীসটির নিচে লিখেছেন, এই হাদীসের সনদে হাসান বিন সালেহ। তিনি যাবেদের যুফি ও আবু যুবায়ের এই দুই জন থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে (যাবেদের সূত্রটি সহীহ না হলেও) আবু যুবায়েরের সূত্রটি সহীহ।

পাঠকগণ, আমি আমার এই বইয়ের ভূমিকায় লিখেছি— হাদীস যখন মা-যহাবী মসলার বিপক্ষে যায় তখন পক্ষে আনার জন্য মাযহাবী আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ আবার কিছু কৌশল অবলম্বন করেন, তার একটি হচ্ছে হাদীসের শব্দ বা অক্ষর পরিবর্তন করা। এখানে হাদীসের মূল সূত্রটি এভাবে বর্ণিত : হাসান বিন সালেহ শুনেছেন যাবেরুল যুফির নিকট হতে। আর যাবেরুল যুফি শুনেছেন আবু যুবায়ের-এর নিকট থেকে। কিন্তু যাবেরুল যুফি হচ্ছেন একজন কাজ্জাব (মিথ্যুক) এজন্য হাদীসটি সহীহ নয়। আর এই মওজু হাদীসটি মাযহাবী মসলার পক্ষে। তাই হাদীসটি সহীহ বানানোর জন্য যাবের ও আবু যুবায়েরের মধ্যখানে একটা **و (ওয়াও)** অক্ষর সংযোজন করে হাদীসটি সহীহ বানানোর একটি কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। তাতে অর্থ দাড়ায়, হাদীসটি হাসান বিন সালেহ শুধু যাবেরের নিকট থেকে শুনেছেন, যাবের ও আবু যুবায়ের দু'জনের নিকট হতে শুনেছেন। অর্থাৎ এখানে— যাবের মিথ্যাবাদী হতে পারে কিন্তু আবু যুবায়েরতো মিথ্যাবাদী নয়। কি চমৎকার কৌশল! অথচ মূল হাদীস ইবনে মাজাহ (মিশ্রি ছাপা) সেখানে দেখুন— **و (ওয়াও)** নাই। বা বাংলা ইবনে মাযাহ পৃষ্ঠা নং ৩২৬ হাদীস নং ৮৪৯ ই.ফা। সেখানেও দেখুন **و (ওয়াও)** নাই। আর হাদীসের শব্দ পরিবর্তনের ঘটনাটি দেখুন— আমার লেখা “তারাবী নামায ২০ রাকাত” নামক লেখনীর জবাবের ৩৩ পৃষ্ঠার ১৭ লাইনে। তারপর কি ঘটচ্ছেন দেখুন। হাদীসটি যে আবু যুবায়েরের মাধ্যমে সহীহ বানাচ্ছেন সেই আবু যুবায়েরের সঙ্গে হাসান বিন সালেহের কোনদিনও সাক্ষাত হয় নাই। ২৮ বৎসর সময়গুণী দেখিয়ে সাক্ষাতের কৌশল অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ হাসান বিন সালেহের মৃত্যুর সময় তার বয়স ২৮ বৎসর হয়েছিল। এখানে ২৮ বৎসরের ভিতরে তার সঙ্গে কোথায় সাক্ষাত হলো কিভাবে হলো তার দরকার নাই। এভাবেই গোয়ামিলের মাধ্যমে হাদীসটি সহীহ বানিয়ে মাযহাবী মসলার পক্ষে এনেছেন। ঠিক তেমনি ভাবে প্রত্যাখ্যাত হাদীসগুলি কিছু কৌশলের মাধ্যমে সহীহ দেখিয়ে মাযহাবী মসলার পক্ষে এনে মাওঃ ওয়াক্কাস আলী

সাহেব কোরআন হাদীসে অপরিপক্ষ মুসলিম ভাই বোনদের মধ্যে বই লিখে ছড়িয়েছেন যে, বিশ্ব নবী (সঃ) এর নামাযই হানাফী মাযহাবের নামায। অর্থাৎ হানাফী মাযহাবের নামায হাদীস ভিত্তিক নামায! আল্লাহ চাহেতো এই হাদীস ভিত্তিক নামায বইটির যথায়থ জবাব আমি দিব। যাই হোক হাদীসটির অন্যতম বর্ণনাকারী মিথ্যুক এবং হাদীসটি সহীহ হাদীসের বিপক্ষে হওয়ার কারণে মুহাদ্দেসিনের নিকট সর্ব সম্বতিক্রমে প্রত্যাখ্যাত তাই হাদীসটি দলিলের অযোগ্য।



মাওলানা সাহেবের দেওয়া ৬নং দলিলের জবাব :

আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) এরথেকে বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী বলেন হাদীসটির বর্ণনাকারী সালেম বিন নুহ এবং আলী বিন আমর **لَيْسَ بِالْقَوِيَّ** শক্তিশালী বর্ণনাকারী নয়। দেখুন দারাকুতনী ১ম খঃ ৩২৩ পৃঃ। অতএব আবু মুছা আশয়ারীর বর্ণিত এ হাদীসটিও ছহীহ নয়, যঈফ বিধায় দলিলের অযোগ্য।



মাওলানা সাহেবের দেওয়া ৭নং দলিলের জবাব :

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসটি ইমাম বায়হাকী তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করার পর বলেছেন আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত হাদীসটি ছহীহ নয়। কারণ হাদীসটির বর্ণনাকারী ইব্রাহিম বিন ইসহাক (আবু শায়বা) মিথ্যুক। দেখুন উমদাতুল কারী ৫ম খঃ ৩৫৯ পৃঃ। তার সম্পর্কে ইমাম যায়লয়ী দেরায়ার ভিতরে লিখেছেন।

قَالَ الْمَصْبِفُ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَضْعِفُهُ وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ : عَنْ أَحْمَدَ لَيْسَ بِشَيْءٍ مُنْكَرٍ الْحَدِيثِ وَقَالَ الدَّوْرِيُّ عَنْ ابْنِ مُعِينٍ ضَعِيفٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ قَالَ ابْنُ سَعِيدٍ يَعْقُوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانٍ ضَعِيفٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ : لَيْسَ بِذَلِكَ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِيهِ نَظَرٌ وَقَالَ أَبُو ذَرَّةٍ : لَيْسَ بِقَوِيٍّ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : ضَعِيفٌ الْحَدِيثُ مُنْكَرٌ الْحَدِيثُ يُكْتَبُ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ وَقَالَ ابْنُ خُدَيْمَةَ : لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ

وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : هُوَ ضَعِيفٌ بِالْإِتِّفَاقِ

দেখুন, হেদায়া মা'য়া দেওয়া ১ম খঃ ১০১ পৃঃ। আল্লামা য়ায়লয়ীকে হানাফী মাযহাবের অন্যতম উচ্চ দরের মুহাদ্দিস বলে মানা হয়। তিনি যে সত্য কথাটি তুলে ধরেছেন তার জন্য আল্লাহপাক তাঁকে জাযা খায়ের দান করুন। আমীন। অতএব ইব্রাহিম বিন ওসমান (আবু শায়বা) কুফি বর্ণিত হাদীসটি সহীহ নয় বিধায় এটাও দলিলের অযোগ্য।

★ মাওলানা সাহেবের দেওয়া ৮নং দলিলের জবাব :

হযরত যাবেদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসটি ইমাম দারাকুতনী তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করার পর বলেছেন হাদীসটির অন্যতম বর্ণনাকারী ইয়াহিয়া বিন সালাম যঈফ। দেখুন 'দারা কুতনী ১ম খঃ ৩২৩ পৃঃ।

এরপর হাদীসটির আর একজন বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বিন জাফর ('না'মালুম') অজ্ঞাত ব্যক্তি। উপরন্তু বর্ণনাটি সম্পর্কে আবু আব্দুল্লাহ বিন ইয়াকুব বলেন هذا

كذاب অর্থাৎ হাদীসটি মিথ্যাবাদী দ্বারা বর্ণিত। দেখুন, 'কেতাবুল কেরাত' ইমাম বায়হাকী ১৩৭ পৃঃ। অতএব, মাওলানা সাহেবের দেওয়া ৮নং দলিলটি সহীহ নয় বলে এটাও দলিলের অযোগ্য।

মাওঃ ওয়াক্কাস আলী সাহেব ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সুরা ফাতেহা না পড়ার পক্ষে ৮টি অগ্রহণযোগ্য দলিল দিয়ে মনে করেছিলেন যে এর জবাব দেওয়ার মত বা দলিলগুলি যে সঠিক নয় তা ধরার মত ক্ষমতা কারুর নাই। কিন্তু তিনি যে হিসাবে ভুল করেছেন এটা তিনি বুঝে উঠতে পারেন নি।

পাঠকগণ! মাওঃ ওয়াক্কাস আলী সাহেব ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা না পড়ার যঈফ ও প্রত্যাখ্যাত দলিলগুলি দ্বারা ফেকাহর মাযহাবী মাসলাটি সহীহ হাদীস ভিত্তিক সেটা প্রমান করার জন্য বহু চেষ্টা চালিয়েছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। আর একই ভাবে চেষ্টা চালিয়েছেন খুলনা দারুল উলুম মাদ্রাসার মুফতী গোলাম রহমান সাহেব। তিনি সম্প্রতি একটি বই লিখেছেন। “ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়া বিতর্কের অবসান” নাম দিয়ে। বইটিতে দেখলাম মাওঃ ওয়াক্কাস আলী সাহেবের মত প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এমন এমন দলিল দ্বারা ভরপুর করেছেন যা রেজালের মানদণ্ডে বিচার করলে কোনটা সহীহ হিসাবে সাব্যস্ত করা সম্ভব হবে না। তিনি ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের সুরা ফাতেহা পড়া লাগবেনা বলে ১টি কোরআনের আয়াত ও ১২টির মত হাদীসের দলিল ও কয়েকটি সাহাবীদের আসার ও কয়েকটি তাবঈদের কওল এনে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, ইমামের পিছনে মুক্তাদীর

সুরা ফাতেহা পড়া লাগবেনা। আল্লাহ্ চাহেন তো বইটির যথাযথ জবাব লেখার ইচ্ছা থাকল। তবে যেহেতু বইটি আমাদের কিছু লোকজনের হাতে পৌঁছেছে, বিধায় কিছু লিখতে হয়। মুফতী সাহেবের দেওয়া সুরা আরাফের ২০৪নং আয়াতটির জবাব আমার এই বইয়ের প্রথমে দিয়েছি। বাকি হাদীসের দলিলগুলি যে সহীহ নয় তার প্রমাণ মুফতী সাহেব নিজেই কিছু কিছু প্রতিটি দলিলের ভিতরে দিয়ে গেছেন। যেমন— ১নং হাদীসের দলিলটি দেওয়ার পর তিনি তার বই এর ১৬ পৃষ্ঠার শেষ লাইনে স্বীকার করেছেন যে, ইমাম আবু দাউদ বায়হাকী ও দারাকুতনী “ইমাম যখন পড়ে তখন চুপ থাক” এই হাদীসের ঐ অংশটুকু নিয়ে সমালোচনা করেছেন। ২নং হাদীসের দলিলটি দেওয়ার পর তিনি তার বই এর ১৯ পৃষ্ঠার ১১ লাইনে স্বীকার করেছেন, মুহাম্মাদ ইবনে সায়াদকে নিয়ে সামান্যতম সংশয় আছে। কিন্তু কি সেই সামান্যতম সংশয় তা তিনি প্রকাশ করেন নাই। ৩নং হাদীসের দলিলটি দেওয়ার পর তিনি তার বই এর ২২ পৃষ্ঠার ৪ লাইনে বলেছেন, ইমাম বায়হাকী হাদীসটিকে “জেহেরী” নামায বলে অভিহিত করেছেন। ৪নং হাদীসের দলিলটি দেওয়ার পর তিনি তার বই এর ২৩ পৃষ্ঠার ২০ লাইনে বলেছেন ইমাম বায়হাকী এটাকে উচ্চস্বর বিশিষ্ট কেরাতের জন্য খাছ করেছেন এবং এর জন্য একটি সনদও পেশ করেছেন। ৫নং হাদীসের দলিলটি দেওয়ার পর তিনি তার বই এর ২৪ পৃষ্ঠার ১৭ লাইনে স্বীকার করেছেন যে, হাসান ও আবি যুবায়েরের মাঝে যাবেরযুফি ও লাইসকে পাওয়া যায় আর এরা দুজনই যঈফ রাবী। ৬নং হাদীসের দলিলটি দেওয়ার পর তিনি তার বই এর ২৬ পৃষ্ঠার ১০ লাইনে স্বীকার করেছেন যে, হাদীসটির বর্ণনাকারী যাবেরুল যুফিকে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন। এরপর মুফতী সাহেব লিখেছেন, যাবেরুল যুফির সূত্রটি ছাড়াও আমাদের কাছে বহু হাদীস আছে। কিন্তু হাদীসটি যতগুলি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তার একটাও সহীহ নয়। দেখুন “ফতহুল বারী” ২য় খঃ ৬৮৩ পৃঃ। ৭নং হাদীসের দলিলটি দেওয়ার পর তিনি তার বই এর ২৮ পৃষ্ঠার ৯ লাইনে স্বীকার করেছেন যে হাদীসের শেষের অংশটুকু আবু সালেহ বর্ণনা করেন আর তিনি লাইসের কাতেব (লেখক) ছিলেন। তিনি লিখতে যেয়ে ভুল করে ফেলে এবং যায়েদ ইবনে হুবাবের হাদীসটিকে বর্ণনা করেন এবং তাতে তার বিচ্যুতি ঘটে যায়। ৮নং হাদীসের দলিলটি দেওয়ার পর তিনি তার বই এর ২৯ পৃষ্ঠার ১৯ লাইনে স্বীকার করেছেন যে, ইমাম দারাকুতনী বলেন আসেম শক্তিশালী রাবী নয়। ৯নং হাদীসের দলিলটি দেওয়ার পর তিনি তার বই এর ৩০ পৃষ্ঠার ১৩ লাইনে স্বীকার করেছেন যে হাদীসটি “মুরছাল”। ১০ নং হাদীসের দলিলটি

দেওয়ার পর তিনি তার বই এর ৩১ পৃষ্ঠার ৯ লাইনে লিখেছেন হাদীস টিকে ইবনে হাযার আসকালানী “মুরছাল” বলেছেন। ১১নং হাদীসের দলিলটি দেওয়ার পর তিনি তার বই এর ৩৩ পৃষ্ঠার ২য় লাইনে স্বীকার করেছেন যে হাদীসের এ অংশটুকু **النَّاسُ فَأَنْتَهَى** যুহরী কর্তৃক বর্ধিত, আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর কথা নয়। এগুলি তো মুফতী সাহেবের নিজের স্বীকার করা উক্তি। এরপর হাদীসগুলির ত্রুটি-বিচ্যুতি যা হাদীস সম্রাটগণের দৃষ্টিতে আছে, তা যদি আমি একের পর এক তুলে ধরি, তাহলে একটা পুস্তক আকারে হবে। তারপর মুফতী সাহেব যে সাহাবীদের আছার ও তাবেঈদের কওলগুলি এনেছেন তার একটাও সঠিক ভাবে প্রমাণিত নয় (তাও আবার প্রায় প্রতিটি আছারের ত্রুটি তিনি নিজেই কিছু তুলে ধরেছেন)। সেগুলি আমি বিস্তারিত তুলে ধরলে বই এর কলেবর বৃদ্ধি হবে বলে ছেড়ে দিলাম। তবে, তিনি সাহাবী ও তাবেঈদের যে সকল যঈফ উক্তিগুলি তুলে ধরে ও সহীহ উক্তিগুলি গোপন রেখে কোরআন হাদীসে অপরিপক্ক মুসলিম ভাই-বোনদেরকে একটা সংশয়ের মধ্যে ফেলতে চেয়েছেন আমি আমার এই বইটিতে কেবল সেই সকল গোপনকৃত সহীহ উক্তিগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

মুফতী গোলাম রহমান সাহেব তার বই এর ৪৭ পৃষ্ঠায় বিরুদ্ধ বাদীদের তথাকথিত দলিল ও তার জবাব শিরোনামে সূরা ফাতেহা ইমামের পিছনে পড়ার যৎসামান্য কিছু হাদীস এনেছেন (তাও বোখারী মুসলিমের নয়) তার জবাবও আবার নিজে নিজেই কিছু দিয়ে পাঠকগণকে বোঝাতে চেয়েছেন যে ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পড়ার যৎসামান্য কিছু দলিল আছে তাও গ্রহণযোগ্য নয়।

আর মাওলানা ওয়াক্কাস আলী সাহেব বলেছেন ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পড়ার কোন দলিলই নাই। তাহলে এবার আপনারা উভয়ই লক্ষ্য করুন- **ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পড়ার দুই শত বারটি দলিল।**

পাঠকগণ, ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়ার অসংখ্য দলীল রয়েছে। তা থেকে আমি আমার এই বইয়ের ভিতরে যেসব দলীল এনেছি সেগুলি আপনারা নিরপেক্ষ মন নিয়ে বোঝার চেষ্টা করবেন কারণ আমি যে সকল দলিল এনেছি সেগুলি মূল কিতাবে আরবীতে লেখা আছে এবং সেগুলিতে “হরকত” (যের যবর ও পেশ) দেওয়া নেই। সেটাও আমি দিয়েছি, যাতে করে যের, যবর ও পেশ না থাকায় অনেকে পড়ার ছওয়াব থেকে বঞ্চিত না হন।

তারপর দলিলগুলি নিজ ভাষায় অনুবাদও করেছি যাতে করে দলিলগুলি আপনাদের বুঝতে অসুবিধা না হয়। কারণ মুহাম্মাদ (সঃ) আরবী ভাষা বুঝতেন তাই আল্লাহপাক বললেন “হে মুহাম্মাদ আমি এ কোরআন আরবী ভাষায় নাযিল করেছি, যাতে তুমি নিজেই বুঝে নিতে পার।” সূরা ইউসুফ ৩নং আয়াত।

পাঠকগণ মুফতী গোলাম রহমান সাহেব বলেন বা মাওলানা ওয়াক্কাস আলী সাহেব বলেন তাঁরা কিন্তু জেগে জেগে ঘুমানো আলেম এদের তাই জাগানো কখনও সম্ভব নয়। لَا مَا رَجِمَ رَبِّي। কিন্তু আল্লাহ যার প্রতি

অনুগ্রহ করেছেন তিনি ব্যতীত। মাওঃ ওয়াক্কাস সাহেবের মত হানাফী আলে-
মগণ আবার হাদীস-কোরআন বাংলায় অনুবাদ হয়ে সাধারণ মানুষের নিকট পৌঁছে যাওয়ার দরুন অখুশি। কারণ হচ্ছে সাধারণ শিক্ষিত মানুষ সরাসরি হাদীস-কোরআন বুঝে ফেলতে সক্ষম হচ্ছে। আর তাদের ধরনা ধরছেন। এতে তাদের খুব সম্ভব সম্মান কমে যাচ্ছে, দ্বিতীয়ত- নিজেদের দলীয় মতের অসারতা ভিত্তিহীনতা ও অযৌক্তিকতা হাদীসের সহীহ গ্রন্থগুলির অনুবাদের কারণে ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। অদূরভবিষ্যতে হয়ত দলীয় মতটা টিকিয়ে রাখা কঠিন হবে, বিধায় তারা বাংলা অনুবাদের বিরোধিতা করছেন।

পাঠকগণ, কোরআন পাকের ভিতরে আল্লাহ বলছেন اقرأ পড়। আল্লাহ একথা বলে ব্যক্তিগত ভাবে সবাইকে কিন্তু পড়তে বলেছেন। আল্লাহ একথা বলেননি যে اسمع শোন। পড়াশুনা করে আমল করা আর শুনে শুনে আমল করা কি এক? এসব আলেম সাহেবরা বলছে আমাদের নিকট থেকে শুনে শুনে তোমরা আমল কর। পড়তে যেওনা।

পাঠকগণ, ইংরেজদের জন্য ইংরেজী ভাষায় ফরাসীদের জন্য ফরাসী ভাষায় জার্মানদের জন্য জার্মানী ভাষায়, চাইনিজদের জন্য চাইনিজ ভাষায় অর্থাৎ পৃথিবীর প্রায় সব ভাষায় কোরআন-হাদীস অনুবাদ হয়েছে এবং হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ! সবার নিকটে পৌঁছেও গেছে। তেমনি বাংলা ভাষীদের নিকট কোরআন হাদীস অনুবাদিত হয়ে সাধারণ বাঙ্গালীদের নিকট পৌঁছেছে। তারা পড়াশুনা করে করে আমল করবে এতে মাওলানা সাহেবদের এতগাত্রদাহ কেন? এবার বিচারের ভার পাঠকদের উপর রইল।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা না পড়লে মুক্তাদীর নামায হয়না-এ ব্যাপারে আমি আমার এই বইয়ের ভিতরে ২১২ টি দলীল এনেছি। তার মধ্যে ৪৮টি হাদীসী দলিল এবং ঐ সকল হাদীসকে সামনে রেখে হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যাদানকারী (শারেহীনে হাদীস) দের ১৯টি দলিল এবং

আসারে হাদীস থেকে ৫৫টি দলিল এবং তাবেঈ ও তাবে তাবেঈনের থেকে ২৩টি দলিল। আইন্মায়ে সালাসা জমহুরে সালফ ও খালফদের থেকে ১২টি দলিল এবং ঈমাম আবু হানিফা ইমাম মুহাম্মদ সহ অন্যান্য উলামা, মাশায়েখ, আউলিয়ায়ে হানাফীয়া এবং জামাআতে সুফিয়াদের থেকে ১৯টি দলিল এবং সূরা ফাতেহা ছাড়া জানাযা নামায হয়না সে বিষয় আল্লাহর নবী (সঃ) এর সহীহ হাদীস ও আসারে হাদীস ও হানাফী মাযহাবের প্রথম সারীর বিদ্বানদের অভিমত সহ মোট ৩৬টি দলিল।

মুফতী গোলাম রহমান সাহেব তার বইয়ের ৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম কলম ধরেছেন ইমাম বোখারী (রহঃ) এবং একটি গ্রন্থ লিখেছেন নাম 'যুয়উল কেরাত'। তারপর কলম ধরেছেন ইমাম বায়হাকী এবং একটি কেতাব লিখেছেন নাম 'কেতাবুল কেরাত'। আমি এ দুটি হাদীসের গ্রন্থকে সামনে রেখে ও দলিল পেশ করার চেষ্টা করব। ইনশাআল্লাহ।

❀ তাহলে আসুন মাওলানা সাহেব, ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়া ছাড়া মুক্তদীর নামায হয় না এ ব্যাপারে রাসুল (সঃ)-এর সহীহ হাদীস ও শারেহীনে হাদীসদের থেকে তার প্রমাণঃ-

□ প্রথমে হযরত উবাদাহ বিন সামেত (রাঃ) এর বর্ণিত ১৮টি হাদীস যা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

উবাদাহ (রাঃ) একজন প্রসিদ্ধ বদরী সাহাবী। তিনি রাসুল (সঃ) এর একজন ঘনিষ্ঠ সঙ্গী এবং সকল যুদ্ধে রসুল (সঃ) এর সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলেন-

দলিল নং-১

হাদীস নং-১

عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (ض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

অর্থঃ- উবাদাহ বিন সামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত যে রসুল সঃ বলেছেন, যে ব্যক্তি (সে ব্যক্তি ইমাম হোক, মুক্তাদী হোক, মুনফরিদ (একাকী) হোক।) সূরা ফাতেহা পড়বেনা তার নামায হবে না। বোখারী ১ম খঃ ১০৪ পৃঃ। মুস-লিম ১ম খঃ ১৬৯ পৃষ্ঠা। হাদীসটি সহীহ এবং সিহাহ সিন্তাহর সকল হাদীসের কিতাবে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া 'কেতাবুল কেরাত, বায়হাকীসহ অন্যান্য বহু হাদীস গ্রন্থেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি (আম) সকল নামাযী বা নামাযের জন্য বর্ণিত। সে নামায ফরজ হোক, নফল হোক, মুক্তাদী

হোক বা একাকী হোক, সুরা ফাতেহা ছাড়া নামায হবেনা। হাদীসটি সম্পর্কে মাওঃ ওয়াক্কাস আলী সাহেব বলেছেন এই হাদীস খানা থেকে মোক্তাদী ব্যতিক্রম। এ হাদীসে নাকি মুক্তাদীর কথা বলা হয় নাই।

পাঠকগণ, মাওলানা সাহেব যেটা বলেছেন সেটা সঠিক নয় কারণ হাদীসটির ভিতরে ‘লিমান’ শব্দ বিদ্যমান আছে অর্থাৎ কোন ব্যক্তির নামায হবে না, সে ব্যক্তি ইমাম হোক, আর মুক্তাদী হোক। তাহলে এ ব্যাপারে দেখা যাক, যারা শারেহিনে হাদীস (অর্থাৎ হাদীসের যারা সঠিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন) “লিমান” শব্দ থাকার কারণে তাঁরা কে কি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে মাওঃ ওয়াক্কাস আলী যেটা বলেছেন যে, এই হাদীস থেকে মুক্তাদী ব্যতিক্রম সেটা সঠিক কিনা।

প্রথমে আল্লামা শিহাবুদ্দিন আহমদ কাস্তালানী যিনি বোখারী শরীফের অন্যতম একজন ভাষ্যকার তিনি উবাদাহ (রাঃ) -এর এই হাদীস খানার ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

দলিল নং-২

أَيُّ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ مَنْفَرِدًا أَوْ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا سَوَاءٌ أَسَرَ
الْإِمَامُ أَوْ جَهَرَ .

অর্থাৎ- এই হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেক রাকাতে সে নামাযী মুনফারেদ, (একাকী) হোক বা মুক্তাদী হোক বা ইমাম হোক, আস্তের নামায হোক অথবা জোরের নামায হোক সুরা ফাতেহা পড়া ওয়াযেব। দেখুন, কাস্তালানী ইরশাদুস শারী শরহ বোখারী আরবী ২য় খঃ ৪৩৯ পৃঃ।

মাওলানা সাহেব বলেন হাদীসটির ভিতরে নাকি মুক্তাদীর কথা বলা হয় নাই। আর আল্লামা কাস্তালানী বলেন হাদীসটি ইমাম মুক্তাদী, মুনফারেদ সকলের কথা বলা হয়েছে। পাঠকগণ ভেবে দেখুন, কোথায় মাওঃ ওয়াক্কাস আলী আর কোথায় ইমাম কাস্তালানী।

এরপর, আর একজন বোখারীর ভাষ্যকার আল্লামা কেয়মানী (রহঃ) উবাদাহ (রাঃ) এর এই হাদীস খানা সম্পর্কে কি মন্তব্য করেছেন সেটা শুনুন। তিনি বলেন-

দলিল নং- ৩

وَفِي حَدِيثٍ (عَبَادَةَ) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ وَاجِبَةٌ

عَلَى الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَاتِ كُلِّهَا

অর্থাৎ- উবাদাহ (রাঃ)-এর এই হাদীস ঐ ছকুমের উপর দলিল যে, সুরা ফাতেহা পড়া ইমাম মুনফারেদ, এবং মুক্তাদীর জন্য প্রত্যেক নামাযে ফরজ। (১)
দেখুন উমদাতুল কারী (শরহ বোখারী) আরবী ৩য় খঃ ৬৩ পৃঃ।

এরপর আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ইমাম বোখারী উবাদাহ (রাঃ)
এর হাদীস খানা সম্পর্কে কি বলেছেন সেটাও দেখা যাক। তিনি বলেন-

দলিল নং-৪

بَابُ وَجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي صَلَاةِ كُلِّهَا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتُ .

অর্থাৎ- ইমাম বোখারী বলেন, ইমাম এবং মুক্তাদীর জন্য সকল নামাযে কেরাত (সুরা ফাতেহা) পড়া ওয়াজেব। সে নামায সফরে হোক কিংবা বাড়ীতে হোক, জোরে নামায হোক কিংবা আস্তের নামায হোক। বোখারী আরবী ১ম খঃ ১০৪ পৃঃ।
এরপর, আর একজন বোখারীর ভাষ্যকার ও হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত হাদীস বিশারত আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী হানাফী তিনি উবাদাহ (রাঃ) এর হাদীসখানা সম্পর্কে কি লিখেছেন দেখা যাক। তিনি লিখেছেন-

দলিল নং-৫

اسْتَدْلَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَالْأَوْزَعِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ عَلَى وَجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ .

অর্থাৎ- উবাদাহ (রাঃ)-এর এই হাদীসখানা থেকে আব্দুল্লাহ বিন মুবারক, ইমাম আওয়ামী, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম ইসহাক, ইমাম আবু সওর, ইমাম দাউদ, সকলেই ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের জন্য সকল নামাযে সুরা ফাতেহা পড়া ওয়াজেবের উপর দলিল গ্রহণ করেছেন দেখুন উমদাতুল কারী (শরহ বোখারী) আরবী ৩য় খঃ ৬৪ পৃঃ।

এছাড়া মুহাদ্দিসিনের বিশাল জামায়াত। তাদেরও একই কথা যে, উবাদাহ (রাঃ) এর এই হাদীস খানা ইমাম, মুক্তাদী, মুনফারেদ, সবার জন্য।

এ ব্যাপারে ঈমাম কাস্তালানি বলেন—

দলিল নং-৬

وَهَذَا مَذْهَبُ الْجَمْعِ

অর্থাৎ জমহুরে মুহাদ্দেসিনেরও এই মাযহাব। দেখুন আল্লামা কাস্তালানী ইরশাদুস্শারী আরবী ২য় খঃ ৪৩৫ পৃঃ।

পাঠকগণ, যেখানে ইমাম ইবনে মুবারক ইমাম আওয়ামী, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক, ইমাম আবু সওর, ইমাম দাউদ, ইমাম বোখারী, আল্লামা কাস্তালানী, আল্লামা আইনীসহ জমহুরে মুহাদ্দেসিনের বিশাল জামাআত উবাদাহু বিন সামেত (রাঃ) এর হাদীসের ভিতরে “লিমান” শব্দ (কোনো ব্যক্তির) থাকার কারণে ইমাম, মুক্তাদী, মুনফারিদ, সবার জন্য দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, সেখানে মাওঃ ওয়াক্কাস আলী সাহেবের মনগড়া ব্যাখ্যার কোনো মূল্য থাকতে পারে? “লিমান” শব্দের অর্থ মাওলানা সাহেব বোঝেন না, তাও কিন্তু নয়। এখানে দলীয় মতকে প্রটেকশন ও সাপোর্ট দিতে যেয়ে তিনি বুঝেও না বোঝার ভান করার মত কৌশল অবলম্বন করে উল্টিয়ে দিয়েছেন। পরীক্ষা স্বরূপ মাওলানা সাহেবকে একদিন বলবেন لَا وَضُوءَ لِمَنْ

لَمْ يَغْسِلْ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ এর অর্থটা কিভাবে করবেন? তখন দেখবেন এর সঠিক ব্যাখ্যাটা তিনি দিয়ে দিবেন। ‘লিমান’ শব্দ থাকার কারণে তিনি বলবেন কোন ব্যক্তির ওজু হবে না। যে ব্যক্তি হাত কনুই পর্যন্ত ধোবে না। তাই সে ব্যক্তি ইমাম হোক, মুক্তাদী হোক, আর মুনফারিদ হোক।

এরপর হানাফী মাযহাবের একজন উচ্চ দরের মুহাদ্দেস হিসাবে মান্য আল্লামা শওকানী উবাদাহ (রাঃ)-এর এই হাদীস খানা সম্পর্কে কি লিখেছেন সেটাও মাওলানা সাহেবের অবগতির জন্য তুলে ধরা যাক, তিনি বলেন—

দলিল নং-৭

وَظَاهِرُ هَذِهِ الْإِدْلَةِ وَجُوبُ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
مَنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ إِسْرَارِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَجَهْرِهِ .

অর্থাৎ— এই হাদীস প্রকাশ্যতঃ প্রমাণ করে যে সুরা ফাতেহা প্রত্যেক রাকাতে পড়া ওয়াজেব। ইমাম হোক, অথবা মুক্তাদী হোক, ইমাম জোরে পড়ুক অথবা আস্তে পড়ুক। দেখুন, নায়লুল আওতার আরবী ২য় খঃ ২২০ পৃঃ।

এরপর রেজালের পণ্ডিত ইবনে আব্দিল বার “কেতাবুত্ তামহিদে”

উবাদাহ (রাঃ) এর হাদীসে “লিমান” শব্দ থাকার কারণে ইমাম মুক্তাদী মুনফারেদ, সবাইকে শামিল করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি লিখেছেন—

দলিল নং-৮

وَقَالَ الْآخَرُونَ لَا يَتْرُكُ أَحَدٌ مِنَ الْمَأْمُومِينَ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ إِمَامِهِ فِيمَا جَهَرَ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ لِأَنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَامًّا لَا يَخْتَصُّهُ بِشَيْءٍ .

অর্থ্যৎ- বড় বড় মুহাদ্দেসিন বলেছেন মুক্তাদীদের ভিতরে কেউ যেন ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়া না ছাড়ে, যদিও ইমাম কেবল জোরে পড়ে। কেননা রসূল (সঃ) এর ফরমান “লা সালাতা “লিমান” লাম ইয়াকরাআ বি ফাতে হাতিল কিতাব” অর্থ্যৎ কোন ব্যক্তির এটা “আম” কথা এটাকে খাছ, ইমাম, খাছ মুক্তাদী খাছ মুনফারেদ বলা যাবেনা। দেখুন “কেতাবুত তামহিদ” শরাহ মুয়াত্তা ও “তালখিছুল হাবীব” আরবী ৯ পৃঃ।

পাঠকগণের মনে হয় আর বুঝতে বাকী রইল না যে উবাদাহ (রাঃ) এর হাদীসে “লিমান” শব্দ থাকার কারণে ওটা ইমাম মুক্তাদী মুনফারেদ সবার জন্য ‘আম’, ওটাকে খাছ ইমাম করা যাবে না।

অতএব, মাওঃ ওয়াক্বাস আলী সাহেব যে বলেছেন এ হাদীস থেকে মুক্তাদী ব্যতিক্রম তা মাওলানা সাহেবের দলীয় মতটি টিকিয়ে রাখার জন্য মনগড়া ব্যাখ্যা। এই হাদীস থেকে মুক্তাদী মোটেই ব্যতিক্রম নয়।

দলিল নং-৯

হাদীস নং- ২

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَثَقُلْتُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَقْرَأُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ قُلْنَا نَعَمْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا .

অর্থ্যৎ উবাদাহ বিন সামিত (রাঃ) বলেন, আমরা ফজরের নামায রসূল (সঃ)-এর পিছনে পড়ছিলাম। অতঃপর রসূল (সঃ) পড়লেন কিন্তু তাঁর কেবল তাঁর

জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। যখন তিনি নামায থেকে ফারেগ হলেন তখন বললেন মনে হয় তোমরা ইমামের পিছনে কেরাত পড়েছ? তখন সবাই বললেন হ্যাঁ ইয়া রসুলুল্লাহ। তখন রসুল বললেন ইমামের পিছনে কিছুই পড়বে না সুরা ফাতেহা ব্যতীত। কেননা যে ব্যক্তি সুরা ফাতেহা পড়বেনা তার নামায হবে না। দেখুন আবু দাউদ আরবী ১ম খঃ ১১৯ পৃঃ। তিরমিযী ১ম খঃ ৪১ পৃঃ।

উবাদারহ (রাঃ) এর এই হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন—
দলিল নং-১০

وَالْعَمَلُ عَلَىٰ هَذَا الْحَدِيثِ فِي قِرَاءَةِ خَلْفِ الْإِمَامِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) وَالتَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ يَرَوْنَ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ .

অর্থাৎ—ইমামের পিছনে (সুরা ফাতেহা) পড়ার ব্যাপারে অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম অধিকাংশ তাবঈনের উবাদাহ (রাঃ) এর এই হাদীসটির উপর আমল আছে এবং ইমাম মালেক, ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (ইমাম আবু হানিফার ছাত্র) ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ-বিন হাম্বল, ইমাম ইসহাক এরা সবাই ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার পক্ষ অবলম্বন করেছেন। তিরমিযী আরবী ১ম খঃ ৭৬ পৃঃ।

উবাদাহ (রাঃ) এর এই হাদীস খানা সম্পর্কে ইমাম খাত্তাবী (রহঃ) মুয়ালিমুস সুনান গ্রন্থে লিখেছেন—

দলিল নং-১১

هَذَا الْحَدِيثُ نَصٌّ بِأَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ سَوَاءٌ جَهَرَ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ أَوْ خَافَتْ بِهَا وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ لَا طَعْنَ فِيهِ أَيْضًا .

অর্থাৎ— এ হাদিস প্রকাশ্য দলিল যে মুক্তাদীর জন্য সুরা ফাতেহা পড়া ফরয। তাই ইমাম উচ্চ স্বরে কেরাত পড়ে বা আস্তে পড়ে। কেননা রসুল (সঃ) খাস করে মুক্তাদীদের উদ্দেশ্য করে সুরা ফাতেহা পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন, এবং এ হাদীসের সনদ মজবুত। দেখুন মেরআত, আরবী ১ম খঃ ২১৯ পৃঃ।

এরপর আল্লামা শাওকানী নাইলুল আওতার গ্রন্থে উবাদাহ (রাঃ)

এই হাদীসখানা সম্পর্কে লিখেছেন—

দলিল নং-১২

وَالْحَدِيثُ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ
خَلْفَ الْإِمَامِ وَهُوَ الْحَقُّ .

অর্থাৎ— এই হাদীস থেকে তাঁরা দলিল গ্রহণ করেছেন যারা বলেছেন ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়া ফরয। আর ওটাই হচ্ছে হক। দেখুন আরবী নাইলুল আওতার ২য় খঃ ২২৬ পৃঃ।

এরপর রেজালের পণ্ডিত আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী তাঁর অতুলনীয় বোখারীর শরাহ্‌গুস্ত ফতহুল বারীতে উবাদাহ (রাঃ) এর এই হাদীস খানা সম্পর্কে বলেন—

দলিল নং-১৩

وَقَدْ ثَبَتَ الْإِذْنُ بِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ فِي الْجَهْرِيَّةِ بِغَيْرِ قَيْدٍ .

অর্থাৎ— এ হাদীস জোরের নামায়ে মুক্তাদীদের সুরা ফাতেহা পড়া কোন শর্ত ছাড়াই প্রমাণিত। দেখুন ফতহুল বারী আরবী ২য় খঃ ২০১ পৃঃ।

এরপর ভারত বর্ষের প্রখ্যাত পণ্ডিত আল্লামা আঃ হাই লাখনৌবী দেওবন্দী (রহঃ) উবাদাহ (রাঃ) এর এই হাদীসখানা সম্পর্কে তাঁর সেয়ায়া নামক গ্রন্থে লিখেছেন—

দলিল নং-১৪

قَدْ ثَبَتَ بِحَدِيثِ عُبَادَةَ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ قَوِيٌّ السَّنَدِ
أَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ لِلْمُقْتَدِي .

অর্থাৎ— হযরত উবাদাহ (রাঃ) এর এই হাদীস সহীহ এবং মযবুত সনদের সঙ্গে রসুলের হুকুম মুক্তাদীর জন্য সুরা ফাতেহা পড়া সম্পর্কে প্রমাণিত হয়েছে। দেখুন সেয়ায়া আরবী ৩০৩ পৃঃ।

ইমাম বোখারী (রহঃ) উবাদাহ (রাঃ) -এর এই হাদীস খানা সম্পর্কে বলেন—

দলিল নং-১৫

فَاتِهِ دَلِيلٌ عَلَى إِيْجَابِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ تَخْصِيْمًا

অর্থাৎ— এ হাদীস খাছ করে ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার দলিল।

সুবুলুস্‌সালাম, আরবী ১ম খঃ ১৭১ পৃঃ।

দলিল নং-১৬

হাদীস নং-৩

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ صَلَّى بِنَارَسُوْلِ اللَّهِ
(ص) بَعْضَ الصَّلَاةِ الَّتِي يَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ
لَا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلَّا بِأَمِّ الْقُرْآنِ .

অর্থাৎ- হযরত উবাদাহ বিন সামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুল (সঃ) আমাদের ঐ নামায পড়ালেন যে নামাযে কেরাত উচ্চ স্বরে পড়তে হয়। রসুল (সঃ) বললেন যখন আমি জোরে কেরাত পড়ব তখন তোমাদের ভিতরে কেউ সুরা ফাতেহা ছাড়া কিছুই পড়বে না। দেখুন নাসাই আরবী ১ম খঃ ১১২ পৃঃ। হাদীসটি রেজাল শাস্ত্রের মানদণ্ডে সহীহ।

দলিল নং-১৭

হাদীস নং-৪

হাদীসটি দীর্ঘ। তাই শুধু তরজমাটা করলাম। হযরত নাফে বিন মাহমুদ (রহঃ) বলেন উবাদাহ বিন সামিত (রাঃ) কে একদিন নামাযে আসতে দেরী হওয়ায় মুয়াজ্জিন আবু নুয়ায়েম লোকদের নামায পড়াতে শুরু করলেন। ইতিমধ্যে উবাদাহ হাজির হন এবং আবু নুয়ায়েমের পিছনে দাঁড়ালেন। আমিও তার পাশে দাঁড়লাম। আবু নুয়ায়েম জোরে কেরাত পড়ছিলেন। দেখি উবাদাহও সুরা ফাতেহা পড়ছেন। নামায শেষে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি আপনাকে সুরা ফাতেহা পড়তে দেখলাম অথচ আবু নুয়ায়েম জোরে কেরাত পড়ছিলেন। উত্তরে উবাদাহ (রাঃ) বললেন একবার রসুল (সঃ) আমাদেরকে ঐ নামায পড়াচ্ছিলেন। যে নামাযে কেরাত জোরে পড়তে হয়। তো রসুলের কেরাতে গোলমাল হয়ে গেল। নামায শেষে রসুল (সঃ) আমাদের দিকে ফিরে বললেন আমি যখন জোরে কেরাত পড়ি তখন তোমরা কিছু পড়ে থাক? কেউ বললেন হ্যাঁ পড়ি। তখন রসুল বললেন, অতঃপর আমি বলছি আমার থেকে কোরআনে ঝগড়া করা হয়। যখন আমি জোরে পড়ব তখন সুরা ফাতেহা ছাড়া অন্য কিছুই পড়বে না। আবু দাউদ, আরবী ১ম খঃ ১১৯ পৃঃ। দারা কুতনী, আরবী ১ম খঃ ১২১ পৃঃ। ইমাম দারাকুতনী বলেন (كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ) অর্থাৎ হাদীসটির সকল বর্ণনাকারী-

গণ বিশ্বস্ত। বায়হাকীর আরবী ২য় খন্ডের ১৬৪ পৃষ্ঠায়ও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বায়হাকী ও হাদীসটির প্রত্যেক বর্ণনা কারীকেও বিশ্বস্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন। মুফতী গোলাম রহমান সাহেব হাদীসটি তার বই এর মধ্যে এনে হাদীসটির কিছু ত্রুটি ধরেছেন। জবাব যথাস্থানে ইনশাআল্লাহ পাবেন।

এই হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম কুরতুবী বলেন—

দলিল নং-১৮

وَهَذَا نَصٌّ صَرِيحٌ فِي الْمَأْمُومِ

অর্থাৎ এ হাদীস মুক্তাদীর জন্য সুরা ফাতেহা পড়ার অকাট্য দলিল। দেখুন কুরতুবী আরবী ১ম খঃ ১২০ পৃঃ।

দলিল নং-১৯

হাদীস নং-৫

এই হাদীসটিও দীর্ঘ ৪নং হাদীসটির মত একই ধরনের পার্থক্য শুধু উপরের হাদীসে উবাদাহ (রাঃ)-এর পাশে নাফে (রহঃ) ছিলেন, আর এ হাদীসে উবাদার পাশে মাহমুদ বিন রবি (রহঃ) ছিলেন। হাদীসটির উল্লেখযোগ্য স্থান :

إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَلَا يَقْرَأُ مَعَهُ أَحَدٌ مِّنْكُمْ إِلَّا بِأَمِّ الْقُرْآنِ .

অর্থাৎ যখন ইমাম পড়ে তখন তোমাদের ভিতর কেউ যেন তার সঙ্গে সুরা ফাতেহা ছাড়া অন্য কিছু না পড়ে। দেখুন কেতাবুল কেরাত- ৪১পৃঃ

দলিল নং-২০

হাদীস নং-৬

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) الصُّبْحَ فَتَقَلَّتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بَوَّجَهُ فَقَالَ إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ إِذَا جَهَرَ قَالَ قُلْنَا أَجَلٌ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَأَصْلَةٌ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا .

অর্থাৎ হযরত উবাদাহ বিন সামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত রসুল (সঃ) আমাদেরকে ফজরের নামায পড়ালেন। কেরাত তার উপর ভারী হয়ে গেল। (নামায শেষে) রসুল (সঃ) আমাদের দিকে ফিরে বললেন, নিশ্চয় আমি দেখলাম ইমাম যখন উচ্চ স্বরে কেরাত পড়ছিল তখন তোমরা ইমামের পিছনে পড়ছিলে ? (বর্ণনাকারী বললেন) আমরা বললাম হ্যাঁ আল্লাহর কসম আমরা আপনার পিছনে পড়ছিলাম। রসুল (সঃ) বললেন, সুরা ফাতেহা ছাড়া অন্য কিছুই পড়বে না। কেননা যে ব্যক্তি সুরা ফাতেহা পড়বেনা তার নামায হবে না। দেখুন কেতাবুল কেরাত বায়হাকী (আরবী) দিল্লী ছাপা ৩৭ পৃষ্ঠা। সুনানে কুবরা (আরবী) ২য় খঃ ১৬৪ পৃষ্ঠা। যুযউল কেরাত, বোখারী ২৮ পৃষ্ঠা।

উবাদাহ (রাঃ) এর এই হাদীসখানা ইমাম বোখারী ইমাম আবু দাউদ, ইমাম ইবনে খুযায়মা, ইমাম বায়হাকী, সহীহ বলেছেন। মাওঃ ওয়াঙ্কাস আলী সাহেব হাদীসখানার মধ্যে একজন বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে আপত্তি তুলেছেন। ইবনে ইসহাক সম্পর্কে ইমাম মালেক ও ইমাম ইবনে যাওযী যে আপত্তি তুলেছেন ওটা ছিল তাদের ব্যক্তিগত আক্রশের কারণে দেখুন

তায়কিরাতুল হুফফাজ। ইবনে ইসহাক জমহুরে মুহাদ্দেসদের নিকট সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত। দেখুন ঐ রেজাল তায়কিরাতুল হুফফাজ। এ ব্যাপারে হানাফী বিদ্যান আল্লামা আইনী বলেন, ইবনে যাওয়াই ইবনে ইসহাকের ক্রটি ধরায় কিছুই আসে যায়না কারণ ইবনে ইসহাক জমহুরে মুহাদ্দেসদের নিকট বিশ্বস্ত। দেখুন উম-দাতুল কারী সরাহ বোখারী ৭ম খঃ ২৭ পৃঃ। ইবনে ইসহাক যে একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী তার প্রমাণ আরও দেখুন হানাফী ফেকা ফতহুল কাদীর ১ম খঃ ৪১১ পৃঃ ও ৪২৪ পৃঃ। নছবুর রায় ৪র্থ খঃ ১৭পৃঃ। অতএব ইবনে ইসহাক সূত্রে বর্ণিত উবাদাহ (রাঃ) হাদীসটি সঠিক ও সহীহ্। বিস্তারিত দেখুন, সূরা ফাতেহা প্রসঙ্গে আমার লেখা জবাবের — জবাব নামক পুস্তকের ৫, ৬ ও ৭ পৃঃ।

দলিল নং-২১

হাদীস নং-৭

عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ لَأَصَلَاةٍ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِمَامٌ أَوْ غَيْرُ إِمَامٍ .

অর্থাৎ হযরত উবাদাহ বিন সামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রসুল (সঃ) এর নিকট হতে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পাঠ করল না তার নামাযই হয়নি। তা সে ব্যক্তি ইমাম হোক বা ইমাম ছাড়া অন্য কেউ হোক। দেখুন কেতাবুল কেরাত, বায়হাকী (আরবী) ৪১ পৃঃ। এই হাদীস প্রকাশ্য দলিল যে সূরা ফাতেহা ছাড়া কারুর নামায হয় না; সে ইমাম হোক, মুক্তাদী হোক, আর মুনফারিদ হোক। হাদীসটির সকল বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। সংক্ষেপে বর্ণনাকারীদের পরিচয় :

(১) আবু আব্দুল্লাহ আল হাফেজ-ইনি হচ্ছেন ইমাম হাকেম। বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী, দেখুন তারিখে বাগদাদ ৫ম খঃ ৪৭৩ পৃঃ। তায়কিরাতুল হুফফাজ ৩য় খঃ ৯৬২ পৃঃ। আহ্‌সানুল কালাম ১ম খঃ ১০৪ পৃঃ। (২) আবু আলী হাফেজ ইনি বিশ্বস্ত হাদীসের হাফেজ এবং ইমাম ছিলেন। দেখুন আহ্‌সানুল কালাম ১ম খঃ ১০৪ পৃঃ। (৩) আহমাদ বিন উমায়ের। ইনি জমহুরে মুহাদ্দেসদের নিকট প্রসংশিত ও বিশ্বস্ত। (৪) মুছা বিন সাহাল আর রামুলি ইনি “সুদুক” সত্যবাদী দেখুন, ইবনে আবি হাতেম ৮ম খঃ ১৪৬ পৃঃ। (৫) মুহাম্মাদ বিন মুতাওয়াক্কেল আল আস্‌কালানী। ইনিও জমহুরে মুহাদ্দেসদের নিকট সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত। দেখুন তাকরিব ৩৭৬ পৃঃ। তাওযিহুল কালাম ৩১৪ পৃঃ। (৬) ইয়াহইয়া বিন হাসান। ইনিও বিশ্বস্ত। দেখুন তাকরিব ৫৪ পৃঃ। (৭) ইয়াহইয়া বিন হামযা বিশ্বস্ত। দেখুন আল কাশেফ (যাহাবী) ৩য় খঃ ২২৩ পৃঃ। (৮) আল আল্লাহ ইবনুল হারেস। ইনিও জমহুরে মুহাদ্দেসদের নিকট বিশ্বস্ত। তাঁর বর্ণিত হাদীস

ইমাম মুসলিম সহীহ মুসলিমের ২য় খঃ ১৪৭ পৃঃ এনেছেন। (৯) ইমাম মাকহুল। মুলকে শামের একজন বিশ্বস্ত ও মশহুর তাবেঈ। বাদবাকি সনদ সহীহ।

মুফতী গোলাম রহমান সাহেব তার বইয়ের ভিতরে হাদীসটির কিছু ত্রুটি তুলে ধরেছেন ৩নং বর্ণনাকারী- আহমাদ বিন উমায়ের সম্পর্কে। আহমাদ বিন উমায়ের দামেস্কি বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী দেখুন- মুয়াজ্জম তাবারানী ১ম খঃ ১২ পৃঃ। তার সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী যে ত্রুটি ধরেছেন সেটা কখনও প্রমাণিত হয়নি। কারণ ঐ ত্রুটি যিনি ধরেছেন তার নাম আব্দুর রহমান সুলামী। আর তিনি একজন “কাজ্জাব” মিথ্যুক। দেখুন- আহসানুল কালাম ২য় খঃ ৮৯ পৃঃ। তাওজিহুল কালাম ১ম খঃ ৩১১ পৃঃ।

অতএব মুফতী গোলাম রহমান সাহেব হাদীসটি সম্পর্কে যে আপত্তি তুলেছেন ওটা সঠিক নয়। হাদীসটির إِمَامٌ أَوْ غَيْرُ إِمَامٍ অংশটুকু সুরক্ষিত ও সঠিক।

দলিল নং-২২

হাদীস নং-৮

مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

অর্থাৎ হযরত উবাদাহ (রাঃ) বলেন, রসুল (সঃ) বলেছেন। যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায পড়ে সে যেন সুরা ফাতেহা পড়ে। দেখুন, জামেউস সাগির ৩য় খঃ ৩৭০ পৃঃ। আল্লামা হাইছামী উবাদাহ (রাঃ) এর হাদীসখানা সম্পর্কে বলেছেন رَجَالَهُ مَوْثُوقُونَ অর্থাৎ হাদীসটির সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত।

দেখুন, মাযমাউয়া ফাওয়ায়েদ ১ম খঃ ১৮৬ পৃঃ।

হাদীসটির সনদ সঠিক। হাদীসটির সনদে ইমাম মাকহুল রয়েছে। মাওঃ ওয়াক্কাস আলী সাহেব লিখেছেন মাকহুল সম্পর্কে একদল (অজ্ঞাত) মুহাদ্দেস আপত্তি তুলেছেন এবং তিনি মুদাল্লাস। মাকহুল বিশ্বস্ত তাবেঈ এবং সহীহ মুসলিমের একজন বুনয়াদী বর্ণনাকারী এবং জমহুরে মুহাদ্দেসিনের নিকট বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী। দেখুন, তাহযিবুত তাহযিব ১ম খঃ ১০৮ পৃঃ। এবং ইমাম বোখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম বায়হাকী, ইমাম দারাকুতনী, ইমাম ইবনে খুযায়মা, ইমাম ইবনে হিব্বান, ইমাম খাত্তাবী, ইমাম হাকেম প্রমুখ হাদীস সম্রাটদের দৃষ্টিতে ইমাম মাকহুল মুদাল্লাস নন। তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে ইমাম মাকহুলের “আন” শব্দ দ্বারা বর্ণিত হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। অতএব মাকহুলের “আন” শব্দ দ্বারা বর্ণিত উবাদাহ (রাঃ) এর হাদীস খানা সহীহ। বিস্তারিত আলোচনা দেখুন, সুরা ফাতেহা প্রসঙ্গে আমার লেখা জবাবের জবাব নামপ পুস্তিকার ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ পৃঃ।

দলিল নং-২৩

হাদীস নং-৯

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ هَلْ تَقْرَءُونَ فِي الصَّلَاةِ مَعِيَ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

অর্থাৎ হযরত উবাদাহ্ বিন সামেত (রাঃ) বর্ণনা করেন যে একদা রসুল (সঃ) বলেন তোমরা কি আমার সঙ্গে নামাযে কিছু পড় ? আমরা বললাম হা, তখন রসুল (সঃ) বললেন সুরা ফাতেহা ছাড়া কিছুই পড়বেনা। দেখুন কেতাবুল কেরাত ৪৪ পৃঃ। সুনানে কুবরা ২য় খঃ ১৬৫ পৃঃ। মুসতাদ্‌রাকে হাকেম ১ম খঃ ২৩৮ পৃঃ।

দলিল নং-২৪

হাদীস নং-১০

عَنْ عُبَادَةَ (رَض) أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يَقْرَأَ الرَّجُلُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

অর্থাৎ হযরত উবাদাহ্ (রাঃ) বলেন নিশ্চয়ই নবী (সঃ) বলেছেন, যে লোক নামাযে সুরা ফাতেহা পড়েনা তার নামায যথেষ্ট নয়। দেখুন দারাকুতনী। ইমাম দারাকুতনি হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেছেন . هَذَا إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ .

অর্থাৎ এ হাদীসের সনদ সহীহ। দারাকুতনী ১ম খঃ ১২২ পৃঃ। দেয়ারা ৭৬ পৃঃ। দারাকুতনী আরও বলেন . وَقَالَ رِجَالُهُ ثَقَاتٌ . অর্থাৎ সকল বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।

দলিল নং-২৫

হাদীস নং-১১

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رَض) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَأَصَلَاةٍ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ .

অর্থাৎ- হযরত উবাদাহ্ বিন সামেত (রাঃ) বলেন, আমি রসুল (সঃ)কে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ে না তার নামায হয়না। দেখুন কেতাবুল কেরাত, বায়হাকী ৪৭ পৃঃ। এবং ইমাম বায়হাকী বলেন هَذَا

إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ অর্থাৎ- এ হাদীসের সনদ সহীহ। হাদীসটি মুফতী

গোলাম রহমান সাহেব তার বইয়ের ৩৬ পৃষ্ঠায় এনেছেন। আনার পর দেখলাম হাদীসটির বেশ কিছু ত্রুটি তুলে ধরে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে خَلْفَ

الإمام এই অংশটুকু বর্ধিত অংশ। তারপর তিনি আবার আবিষ্কার করেছেন
خَلْفَ الْإِمَامِ (ইমামের পিছনে) এর অর্থ হচ্ছে যে ব্যক্তি ইমামের পরে
“মাসবুক” “অথবা মুনফারেদ” হয়ে নামায পড়বে। তাঁর এহেন অভিনব
ব্যাক্যার জন্য হানাফী মায়হাব থেকে তিনি পুরস্কারে ভূষিত হবার যোগ্য। যাই
হোক হাদীসটির সকল বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে হাদীসটি
সম্পর্কে ভারতের শ্রেষ্ঠ হানাফী বিদ্বান আল্লামা আনোয়ার শাহ
কাশমিরী দেওবন্দী (রহঃ) তাঁর গ্রন্থ ফসলুল খেতাবে লিখেছেন-

অর্থাৎ- اَهُوَ فَصُّ الْخِثَامِ وَنَصُّ الْفَاتِحَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ
হাদীস ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার পক্ষে আংটির চমকদার মতির মত
উজ্জ্বল। দেখুন ফসলুল খেতাব ১৪৭ পৃঃ। যাকাকাল্লাহ আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমিরী (রহঃ)।

দলিল নং-২৬

হাদীস নং-১২

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ (ص)
يَقُولُ لَا يَقْرَأَنَّ أَحَدُكُمْ مَعَ الْإِمَامِ إِلَّا بِأَمِّ الْقُرْآنِ .

অর্থাৎ হযরত উবাদাহ বিন সামেত (রাঃ) রসুল (সঃ) কে বলতে শুনেছেন যে,
তোমাদের মধ্যে কেউ যেন সুরা ফাতেহা ছাড়া ইমামের পিছনে আর কিছুই না
পড়ে। দেখুন, কেতাবুল কেরাত, বায়হাকী ৪৩ পৃঃ।

দলিল নং-২৭

হাদীস নং-১৩

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَصْحَابَهُ
تَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ إِذَا كُنْتُمْ مَعِيَ فِي الصَّلَاةِ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ
اللَّهِ (ص) نَهَذَهُ هَذَا قَالَ لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأَمِّ الْقُرْآنِ .

অর্থাৎ- হযরত উবাদাহ বিন সামেত (রাঃ) বলেন, রসুল (সঃ) তাঁর সাহাবীদের
জিজ্ঞেস করলেন। তোমরা কি আমার সঙ্গে নামাযে কোরআন পড় ? সাহাবীগণ
বললেন, হে আল্লাহর রসুল (সঃ), হ্যাঁ, আমরা পড়ি খুব তাড়াতাড়ি পড়ি। রসুল
(সঃ) বললেন, সুরা ফাতেহা ছাড়া কিছুই পড়বে না। দেখুন, যুযউল কেরাত, ১২ পৃঃ।

দলিল নং-২৮

হাদীস নং-১৪

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ (ص) صَلَّى بِنَافَجْهَرٍ بِالْقُرْآنِ فَالْتَبَسْتُ عَلَيْهِ

الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ هَلْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا
جَهَرَ قَالُوا نَعَمْ هَذَا الْقُرْآنَ هَذَا قَالَ عَجِبْتُ أَنَا زَعُ الْقُرْآنِ
وَقَالَ لَا تَقْرَؤُوا إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ إِلَّا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ
لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ .

অর্থাৎ হযরত উবাদাহ বিন সামেত (রাঃ) লোকদের সামনে বললেন, রসুল (সঃ) আমাদের নামায় পড়ালেন এবং কোরআন মজিদ উচ্চ স্বরে পড়লেন, রসুল (সঃ) এর উপর কেরাত গড়বড় হয়ে গেল! রসুল (সঃ) নামায়ের পর বললেন, যখন ইমাম জোরে কেরাত পড়ে তখন তোমরা ইমামের পিছনে কিছু পড়? সাহাবীগণ বললেন হ্যাঁ, আমরা জলদি পড়ছিলাম। তখন রসুল (সঃ) বললেন আমি তায়াজ্জব হলাম, আমার কোরআনের ভিতরে বাগড়া করা হয়। এবং বললেন যখন ইমাম জোরে কেরাত পড়ে তখন তোমরা সুরা ফাতেহা ছাড়া কিছুই পড়বে না। কেননা যে ব্যক্তি নামায়ে সুরা ফাতেহা পড়ে না তার নামায় হয় না। কেতাবুল কেরাত ৪৪ পৃঃ। এই হাদীস খানায় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইমামের পিছনে যে কেরাত পড়া নিষেধ সে কেরাত সুরা ফাতেহা নয়, অন্য কেরাত।

দলিল নং- ২৯

হাদীস নং-১৫

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ (ص) صَلَاةً
جَهَرَ فِيهَا فَقَرَأَ رَجُلٌ خَلْفَهُ فَقَالَ لَا يَقْرَأَنَّ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ
إِلَّا بِأَمِّ الْقُرْآنِ .

অর্থাৎ- উবাদাহ বিন সামেত (রাঃ) বলেন, রসুল (সঃ) একদিন নামায় পড়ালেন এবং জোরে কেরাত পড়লেন। এক ব্যক্তি রসুল (সঃ) এর পিছনে কেরাত পড়লেন। তখন রসুল বললেন যখন ইমাম পড়ে তখন তোমাদের ভিতরে কেউ সুরা ফাতেহা ছাড়া কিছুই পড়বেনা। যুযউল কেরাত বোখারী ২২ পৃঃ।

দলিল নং-৩০

হাদীস নং-১৬

হযরত উবাদাহ (রাঃ)-এর আর একটি হাদীস দেখুন কেতাবুল কেরাত আরবী ৪২ পৃঃ। যুযউল কেরাত ১৫ পৃঃ। হাদীসটি দীর্ঘ বলে শুধু পৃঃ নং দেওয়া হল হাদীসটি সহীহ্।

দলিল নং-৩১

হাদীস নং-১৭

উবাদাহ (রাঃ) আর একটি হাদীস এ ব্যাপারে দেখুন কেতাবুল কেরাত বায়হাকী

আরবী দিল্লী ছাপা ৪৩ পৃঃ। হাদীসটি দীর্ঘ। হাদীসটি সম্পর্কে কেতাবুল কেরাতে লেখা হয়েছে **هَذَا إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ**।
অর্থাৎ এই হাদীসের সনদ সহীহ ও বর্ণনাকারীগণ সবাই বিশ্বস্ত। দেখুন ঐ কেতাব ঐ পৃঃ।

দলিল নং-৩২

হাদীস নং-১৮

হযরত উবাদাহ (রাঃ)-এর এ সম্পর্কে আরও একটা হাদীস। হাদীসটি দীর্ঘ। হাদীসটি সম্পর্কে বলা হয়েছে **هَذَا إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَرِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ**।
অর্থাৎ হাদীসটি হাসান (ভাল) ও বর্ণনাকারীগণ সবাই বিশ্বস্ত।

হাদীসটি দেখুন দারাকুতনী ১ম খঃ ১৬১ পৃঃ। বায়হাকী ২য় খঃ ১৬৫ পৃঃ।

□ এবার ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়া প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত ১১টি হাদীস, যা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) একজন প্রসিদ্ধ জলিলুল কদর সাহাবী। তিনি মুফতী, মুযতাহিদ, ফকিহ এবং কুরআনে হাফেজ ছিলেন।

দলিল নং-৩৩

হাদীস নং-১৯

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهُوَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فَيَنْفُسُكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ (الخ)

অর্থাৎ- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসুল (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি নামায পড়বে, আর তার ভিতরে সুরা ফাতেহা পড়বেনা, তার নামায অসম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ। খেদাজ অর্থ অকাল গর্ভপাত কৃত মৃত্যু বাচ্চা আবু হুরায়রা (রাঃ)কে বলা হল, আমরা ইমামের পিছনে থাকি তাওকি পড়া লাগবে? তিনি বললেন হ্যাঁ আস্তে আস্তে পড়। কেননা আমি রসুল (সঃ)কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন আমি নামায (সুরা ফাতেহা)কে আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে দুই ভাগে ভাগ করেছি। (শেষ পর্যন্ত) সহীহ মুসলিম ১ম খঃ ১৮৯ পৃঃ।

এ হাদীস থেকে বোঝা যায় সুরা ফাতেহা আল্লাহর নিকটে নামায। আল্লাহর নবীর এই সহীহ হাদীসখানা বহু হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর

নবীর এই সহীহ হাদীস খানা সম্পর্কে মাওঃ ওয়াক্কাস আলী সাহেব যেসব অযৌক্তিক প্রশ্ন করেছেন তার বিস্তারিত তথ্য বহুল আলোচনা আমি করেছি দেখুন সুরা ফাতেহা প্রসঙ্গে আমার লেখা **জবাবের জবাব** নামক পুস্তিকার ২০ থেকে ৩১ পৃঃ পর্যন্ত । (বইটি পাওয়া যায় বই প্রাপ্তি স্থানের সকল যায়গায়) ।

এবার দেখাযাক মুসলিম শরীফের এই সহীহ হাদীস খানার ব্যাখ্যায় শারেহীনে হাদীস ইমাম নববী (রহঃ) কি বলেছেন । তিনি বলেনঃ

দলিল নং-৩৪

قَالَ الْعُلَمَاءُ الْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ هُنَا الْفَاتِحَةُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ إِلَّا بِهَا كَقَوْلِهِ (ص) الْحَجَّ عَرَفَةَ فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وَجُوبِهَا بَعْنِهَا فِي الصَّلَاةِ .

অর্থাৎ- মুহাদ্দেসিনে কেরাম বলেন, এ জায়গায় সালাত শব্দের অর্থ হচ্ছে সুরা ফাতেহা আল্লাহ পাক সুরা ফাতেহাকে এই জন্য সালাত (নামায) বলেছেন যে, সুরা ফাতেহা ছাড়া কোনদিন কারুর নামায হয়না । যেমন রসুল (সঃ) বলেছেন হজ্জ হচ্ছে আরাফাত । অর্থাৎ- আরাফাতে অবস্থান ব্যতীত হজ্জ হয়না এই জন্য হজ্জকে আরাফাত বলেছেন । তদুপ সুরা ফাতেহা ছাড়া কারুর নামায হয়না বিধায় সুরা ফাতেহাকে নামায বলা হয় । এ থেকে প্রমাণ হয় যে, সুরা ফাতেহা নামাযের মধ্যে পড়া ফরজ । দেখুন, মুসলিম, শরাহ নববী ১ম খঃ ১৭০ পৃঃ । নাইলুল আওতার ২য় খঃ ২১৪ পৃঃ । তালিকুল মুমাজ্জাদ ১ম খঃ ১০৬ পৃঃ । শরাহ জুরকানী ১ম খঃ ১৭৬ পৃঃ ।

তাহলে এখানে বোঝা যায়, সুরা ফাতেহার সঙ্গে নামাযের এমন সম্পর্ক যে, আল্লাহ পাক সুরা ফাতেহাকে “নামায” বলে আখ্যায়িত করেছেন । এটা হাদীসে কুদসী যে, সুরা ফাতেহার এক নাম নামায । পাঠকগণ, সুরা ফাতেহা ছাড়া কারুর নামায হয়না, সে ইমাম হোক বা মুক্তাদী হোক-এর চেয়ে জ্বলন্ত প্রমাণ আর কি হতে পারে । আর আবু হুরায়রা (রাঃ) এর বর্ণিত এই হাদীসটিতে দেখুন আরো বলা হয়েছে- নামাযে আমার বান্দা যখন বলে আলহামদুলিল্লাহ জবাবে তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল ।

পাঠকগণ, এখানে কিন্তু একটু বোঝার চেষ্টা করতে হবে । এখানে ইমাম ও যেমন আল্লাহর বান্দা মুক্তাদিও কিন্তু তেমন আল্লাহর বান্দা । ইমাম আলহামদুলিল্লাহ বললেন, আল্লাহ তার জবাব দিলেন, আর তার পরিপ্রেক্ষিতে অফুরন্ত ছওয়াবের ভাগিদার হলেন শুধু ইমাম । কিন্তু তাঁর আর এক বান্দা চুপ

করে দাড়িয়ে থাকলেন সে কি পেলেন? আর জবাবের সম্পর্ক কিছু পড়ার সঙ্গে। কারণ আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা যখন বলে- আল্লাহ কিছু একথা বলেন নাই যে, আমার বান্দা যখন শোনে। হাদীসটি দেখুন সহীহ মুসলিম ১ম খ. ১৮৯ পৃঃ।

দলিল নং-৩৫

হাদীস নং-২০

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ فَقَالَ يَا فَارِسِي أَوْ يَا ابْنَ الْفَارِسِي اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ .

অর্থাৎ- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসুল (সঃ) বলেছেন, প্রত্যেক নামায যার মধ্যে সুরা ফাতেহা পড়া হয়না সে নামায অসম্পূর্ণ। বর্ণনাকারী বলেন, হে আবু হুরায়রা আমি ইমামের পিছনে কেরাত শুনতে পাই, তখনও কি সুরা ফাতেহা পড়ব? আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, হে ফারেসি-বা হে ফারেসির বেটা, আস্তে আস্তে পড়। দেখুন যুযু'ল কেরাত বোখারী ২৩ পৃঃ। কেতাবুল কেরাত, বায়হাকী ২৫ পৃঃ।

দলিল নং-৩৬

হাদীস নং-২১

হাদীসটি দীর্ঘ বিধায় উল্লেখযোগ্য স্থানটি তুলে ধরলাম।

قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ (رض) إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ قَالَ غَمَزَ أَبُو هُرَيْرَةَ بِيَدِي فَقَالَ يَا ابْنَ فَارِسِي اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ -

অর্থাৎ- আমি বললাম হে আবু হুরায়রা (রাঃ) নিশ্চয় আমি কখনো ইমামের পিছনে থাকি। তখন আবু হুরায়রা (রাঃ) আমার হাতে টিপ দিয়ে বললেন হে ফারেসির বেটা তুমি তা (সুরা ফাতেহা) মনে মনে পড়। কেতাবুল কেরাত ২২-২৩ পৃঃ। যুযু'ল কেরাত ৩ পৃঃ।

দলিল নং-৩৭

হাদীস নং-২২

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ صَلَّيْ صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ يَقُولُهَا ثَلَاثًا الْحَدِيثُ .

অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন নামায পড়ল আর

তাতে সুরা ফাতেহা পড়া হল না সে নামায অসম্পূর্ণ তিনবার বললেন। দেখুন সহীহ মুসলিম ১ম খঃ ১৭০ পৃঃ।

দলিল নং-৩৮

হাদীস নং-২৩

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَيُّمَا رَجُلٍ صَلَّيْ صَلَاةً بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ قَالَ قُلْتُ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْرَأَ مَعَ الْإِمَامِ قَالَ اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ .

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন রসুল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সুরা ফাতেহা ছাড়া কোন নামায পড়ল তার নামায অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ। পুরা হয় নাই। আমি বললাম আমি ইমামের সঙ্গে পড়ার শক্তি রাখিনা। তিনি বললেন আস্তে আস্তে পড়বে। কেতাবুল কেরাত ১৮ পৃঃ।

দলিল নং-৩৯

হাদীস নং-২৪

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ صَلَّيْ صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَكَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ قَالَ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ .

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন রসুল (সঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি কোন নামায পড়ল তাতে সুরা ফাতেহা পড়ে নাই ও নামায খেদাজ। তারপর আবার বললেন ও নামায খেদাজ অসম্পূর্ণ। আমি বললাম হে আবু হুরায়রা (রাঃ) যখন ইমাম জোরে কেরাত পড়ছে তখন আমি কি করব? তখন তিনি বললেন আস্তে পড়। কেতাবুল কেরাত ১৯পৃঃ।

দলিল নং-৪০

হাদীস নং-২৫

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَا تَجْزِي صَلَاةٌ لَا يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন যে, রসুল (সঃ) বলেছেন, যে নামাযে সুরা ফাতেহা পড়া হয় না সে নামায যথেষ্ট নয়। দারা কুতনী ১ম খঃ ১২২ পৃঃ। হাদীসের সনদ সহীহ। ইবনে খুযায়মা।

দলিল নং-৪১

হাদীস নং-২৬

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ
أُنَادِيَ فِي الْمَدِينَةِ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

অর্থ৷- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসুল (সঃ) আমাকে হুকুম দিয়েছেন যে, আমি যেন মদীনার বাজারে ঘোষণা দিয়ে দেই যে, কেরাতে ফাতেহা ছাড়া কোন ব্যক্তির নামায হয় না। দেখুন তিরমিযী ১ম খঃ ৭২ পৃঃ বায়হাকী ২য় খঃ ৩৭৫ পৃঃ।

দলিল নং-৪২

হাদীস নং-২৭

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ أَيَّمَا صَلَاةٍ لَا يَقْرَأُ
فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ .

অর্থ৷- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসুল (সঃ) বলেছেন, যে নামাযে সুরা ফাতেহা পড়া হয়নি সে নামায মুরদা, সে নামায মুরদা, সে নামায মুরদা। যুযউল কেরাত বোখারী ১৭-২১ পৃঃ।

দলিল নং-৪৩

হাদীস নং-২৮

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (ص) ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا
بِوَجْهِهِ فَقَالَ اتَّقَرُّوْْنَ خَلْفَ الْإِمَامِ بِشَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَقْرَأُ وَقَالَ
بَعْضُهُمْ لَا نَقْرَأُ فَقَالَ اقْرَؤُوا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

অর্থ৷- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রসুল (সঃ) নামায পড়িয়ে আমাদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা কি ইমামের পিছনে কিছু পড় ? কিছু লোক বললেন আমরা পড়ি। আর কিছু লোক বললেন আমরা পড়ি না। রসুল (সঃ) বললেন তোমরা সুরা ফাতেহা পড়বে। কেতাবুল কেরাত ৫১ পৃঃ।

দলিল নং-৪৪

হাদীস নং-২৯

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَا يَقْرَأُ
فِيهَا بِإِمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ ثَلَاثًا قُلْتُ يَا أَبَا
هُرَيْرَةَ كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا كُنْتُ مَعَ الْإِمَامِ وَهُوَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ وَبِكَ
يَا فَارِسِي اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ .

অর্থ৷- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসুল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন নামায পড়ল আর তাতে সুরা ফাতেহা পড়ল না তার নামায ক্ষতিগ্রস্ত,

তার নামায় ক্ষতিগ্রস্থ, তার নামায় ক্ষতিগ্রস্থ। অসম্পূর্ণ। আমি বললাম হে আবু হুরায়রা (রাঃ) যখন আমি ইমামের পিছনে থাকব আর ইমাম উচ্চ স্বরে কেরাত পড়বে, তখন আমি কি করব? আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন আফসোস, হে ফারেসি সুরা ফাতেহা আস্তে আস্তে পড়। যুযু'ল কেরাত ২৮ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে মা আয়শা সিদ্দিকা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস।

দলিল নং-৪৫

হাদীস নং-৩০

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِذَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ
অর্থাৎ- হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেন, রসুল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নামায় পড়ল আর তাতে সুরা ফাতেহা পড়ল না সে নামায় বেকার-পুরা হলনা। দেখুন, যুযু'ল কেরাত বোখারী ৩৮ পৃঃ।

দলিল নং-৪৬

হাদীস নং-৩১

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِذَاجٌ .

অর্থাৎ হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেন, আমি রসুল (সঃ)কে বলতে শুনেছি যে, প্রত্যেক ঐ নামায় যাতে সুরা ফাতেহা পড়া হয়না সে নামায় মুরদা। দেখুন মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা ১ম খঃ ৩৬০ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে হযরত আনাস (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীস।

দলিল নং-৪৭

হাদীস নং-৩২

عَنْ أَنَسٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ اتَّقَرُّوْْنَ فِي صَلَاتِكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ فَسَكُّوْا فَقَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ قَائِلٌ أَوْ قَالَ قَائِلُوْنَ إِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا وَلِيَقْرَأَ أَحَدُكُمْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ .

অর্থাৎ হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসুল (সঃ) সাহাবায়ে কেরামদের নামায় পড়ালেন। নামায় শেষে সাহাবীদের দিকে ফিরলেন এবং বললেন যখন ইমাম কেরাত পড়ে তখন তোমরাও কি নামায়ে কেরাত পড়? সাহাবাগণ চুপ থাকলেন। (এভাবে) তিন বার জিজ্ঞেস করলেন। তারপর একজন অথবা তার বেশি লোক বললেন হ্যাঁ আমরা অবশ্যই পড়ি। রসুল (সঃ) বললেন, এরকম

করবেনা। তোমাদের প্রত্যেকে শুধু সুরা ফাতেহা মনে মনে পড়বে। দেখুন বায়হাকী ২য় খঃ ১৬৬ পৃঃ। দারা কুতনী ১ম খঃ ১৪৯ পৃঃ। ইমাম বায়হাকী হাদীসটি সম্পর্কে বলেন-

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ -

অর্থাৎ- হাদীসটি আবু ইয়ালা, তাবারানী আওসাতের ভিতরে বর্ণনা করেছেন। এবং বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত বলেছেন। দেখুন মাযমাউয যাওয়ায়েদ ২য় খঃ ১১০ পৃঃ। হাদীসটির সকল বর্ণনাকারী বোখারী, মুসলিমের বর্ণনাকারী। দেখুন, বোখারী ১ম খঃ ৩৪ পৃঃ। মুসলিম ১ম খঃ ১৬৪ পৃঃ।

আবু কেলাবা (রহঃ) একজন প্রসিদ্ধ তাবেঈ। কেউ কেউ তাকে মুদাল্লাস (উস্তাদের নাম গোপনকারী) বলেছেন। কিন্তু তা সঠিক নয়। তিনি সেহাহ সেতাহর একজন প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারী। তিনি আনাস (রাঃ), মালেক বিন হুয়ায়রেস, ও সাবেত বিন যোহাক এর সাগরেদ ছিলেন। তাকরিব ১৯৭ পৃঃ। হাফেজ ইবনে আব্দিল বার বলেন, তিনি বিশ্বস্ত হওয়াতে ইজমা হয়েছে। ইমাম যাহাবী যেটা বলেছেন ওকথা ঠিক নয়। কারণ ইমাম যাহাবী পরবর্তীতে বলেছেন, আবু কেলাবার “আন” শব্দ দ্বারা বর্ণিত বহু হাদীস, বোখারী, মুসলিমের শর্তের উপরে সহীহ। (দেখুন তালখিস) বরং আননাবলাহ গ্রন্থের মধ্যে তাঁর “আন” শব্দ দ্বারা বর্ণিত হাদীসকে সহীহ বলা হয়েছে। দেখুন আননাবলা ৪র্থ খঃ ৪৭৪ পৃঃ। ইমাম যাহাবীর অনুসরণে ইমাম ইবনে হাযার ও তাঁকে মুদাল্লাস বলেছিলেন। তবে সেকথা তিনি পরবর্তীতে ফিরিয়ে নিয়েছেন। দেখুন ইবনে সিলাহ ২য় খঃ ৬৩৭ পৃঃ। অতএব আবু কেলাবা মুদাল্লাস সেটা প্রমাণিত হয়নি। আবু কেলাবার “আন” শব্দ দ্বারা বর্ণিত হাদীস যারা সহীহ বলেছেন তাঁরা হচ্ছেন ইমাম বোখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম ইবনে খুযায়মা, ইমাম ইবনে হিব্বান ইমাম তিরমিযী, ইমাম হাকেম, ইমাম বায়হাকী, ইমাম বাগাবী, ইমাম ইবনে হাযার সহ আরও অনেকে। তিনি কখনও মুদাল্লাস প্রমানিত হয়নি। হাফেজ ইবনে হিব্বান বলেন আবু কেলাবা এই হাদীসখানা হযরত আনাস (রাঃ) থেকে সরাসরি শুনেছেন। অতএব আবু কেলাবার “আন” শব্দ দ্বারা বর্ণিত হযরত আনাস (রাঃ) এর হাদীসটি নিঃসন্দেহে সহীহ।

দলিল নং-৪৮

হাদীস নং-৩৩

عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَتَقْرَءُونَ خَلْفِي وَأَنَا أَقْرَأُ فَلَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ لِيَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ سِرًّا .

অর্থাৎ- হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রসুল (সঃ) বলেছেন, আমি যখন পড়ি তখন তোমরা কি আমার পিছনে কেব্রাত পড় ? এরকম করবেনা। তোমাদের প্রত্যেকে সুরা ফাতেহা মনে মনে অর্থাৎ আস্তে পড়। দেখুন কানযুল উম্মাল হাশিয়া মুসনাদে আহমাদ ২য় খঃ ১৮৬ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে হযরত আবু কেলাবা (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীস
দলিল নং-৪৯ হাদীস নং-৩৪

عَنْ أَبِي قَلَابَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ لَعَلَّ أَحَدَكُمْ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ لَا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ لِيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

অর্থাৎ- হযরত আবু কেলাবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসুল (সঃ) বলেছেন যখন ইমাম কেব্রাত পড়ে তখন মনে হয় তোমরা প্রত্যেকে ইমামের পিছনে পড় ? একজন বললেন, অবশ্যই আমরা এরকম করি। তখন রসুল (সঃ) বললেন, এরকম করবেনা। কিন্তু প্রত্যেকে তোমরা ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়বে। কেতাবুল কেব্রাত ৫০ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন শোয়ায়েব (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীস।
দলিল নং-৫০ হাদীস নং-৩৫

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَتَقْرَأُونَ خَلْفِي قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) إِنَّا لَنَهْدُهُ هَذَا قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأَمْرِ الْقُرْآنِ .

অর্থাৎ- হযরত আমর বিন শোয়ায়েব তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রসুল (সঃ) সাহাবীদের সামনে বললেন, কি তোমরা আমার পিছনে কিছু পড় ? সাহাবীগণ বললেন অবশ্যই আমরা খুব জলদি পড়ি। তখন রসুল (সঃ) বললেন, সুরা ফাতেহা ছাড়া কিছুই পড়বে না। দেখুন যুযউল কেব্রাত ৮ পৃঃ। এই হাদীসটি ইমাম বায়হাকী কেতাবুল কেব্রাতের ৭৯ পৃষ্ঠায়ও বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির সকল বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত এবং জমহুরে মুহাদ্দেসদের নিকট এর সনদ সহীহ। হাফেজ ইবনুল কাইয়ুম (রহঃ) লি-
খেছেন- — الْجَمْعُ هَوْرٌ مُحَدَّثُونَ بِهِ অর্থাৎ- জমহুর এই হাদীস দ্বারা

দলিল গ্রহণ করেছেন। দেখুন তাহযিবুসসুনান ৬ষ্ঠ খঃ ৩৭৪ পৃঃ শায়খুল

وَأَمَّا أَيْمَةُ الْإِسْلَامِ - ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেন-

وَالْجَمْهُورُ الْعُلَمَاءِ فَيَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

- অর্থাৎ- আইম্মায়ে ইসলাম ও জমহুরে উলামার নিকট যদি আমার বিন শোয়ায়েব পর্যন্ত সনদ সহীহ হয় তাহলে তার বর্ণিত “আন আবিহী আন জাদ্দিহী” ওয়ালা হাদীস প্রমাণ নির্ভর দলিল। দেখুন মাযমুয়ায়ে ফাতোয়া ১৮তম খঃ ১৮ নং পৃঃ এ ব্যাপারে ইমাম যায়লয়ী (রহঃ) বলেন وَأَكْثَرُ النَّاسِ

يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ - অর্থাৎ- অধিকাংশ মুহাদ্দেসদের সিদ্ধান্ত আমার বিন শোয়ায়েবের “আন আবিহী আন যাদ্দিহী” ওয়ালা হাদীস দলিল হিসাবে গণ্য, আর আমরা ওটাকেই পছন্দ করি। দেখুন, মারেফুস সুনান ৩য় খঃ ৩১৫ পৃঃ। এরপর মুকাদ্দামা ইবনে সিলাহ এর ভিতরে লেখা হয়েছে وَالصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجَمْهُورُ الْمُحَدِّثِينَ

- অর্থাৎ- সঠিক কথা ওটাই যেটা জমহুরে মুহাদ্দেসিন বলেছেন যে, আমার বিন শোয়ায়েবের “আন আবিহী আনজাদ্দিহী” ওয়ালা হাদীস সহীহ। অতএব, আমার বিন শোয়ায়েবের বর্ণিত হাদীস সহীহ।

দলিল নং-৫১

হাদীস নং-৩৬

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ مُخَدَّجَةٌ مُخَدَّجَةٌ .

অর্থাৎ- হযরত আমার বিন শোয়ায়েব তার পিতা থেকে তিনি তাঁর (আমর বিন শোয়ায়েবের) দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রসুল (সঃ) বলেছেন, প্রত্যেক নামায যাতে সূরা ফাতেহা পড়া হয় না সে নামায বরবাদ, বরবাদ, বরবাদ। দেখুন যুযু দিল্লী ৩ পৃঃ।

দলিল নং-৫২

হাদীস নং-৩৭

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ إِذَا كُنْتَ مَعَ الْإِمَامِ فَالْيَقْرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ قَبْلَهُ إِذَا سَكَتَ .

অর্থাৎ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমার থেকে বর্ণিত। রসুল (সঃ) বলেছেন, যখন ইমামের সঙ্গে থাকবে তখন সাক্তার সময় সূরা ফাতিহা ইমামের আগে পড়ে

নেবে। কেতাবুর কেরাত ৫৪ পৃঃ। এই হাদীস থেকে বোঝা যায় (শোনার প্রশ্ন আছে বলে) ইমামের আগেও ইমামের নীরবতার সময় সুরা ফাতেহা পড়া যায়। যুযউল কিরাত ৫৪ পৃঃ।

সুরা ফাতেহা ইমামের আগে, পরে, সাথে, সব সময় পড়া যায়। দেখুন, আবু দাউদ ১ম খঃ ১২১ পৃঃ বায়হাকী ২য় খঃ ১৭১ পৃঃ। আমার দলিল নং ১২৭।

□ এ ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীস—
দলিল নং-৫৩ হাদীস নং-৩৮

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَتَقْرَأُونَ فِي صَلَاتِكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ فَلَا تَفْعَلُوا وَلِيَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ .

অর্থাৎ— হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রসুল (সঃ) (সাহাবীদেরকে সামনে নিয়ে) বলেন যখন ইমাম কেরাত পড়ে তখন তোমরা কি তোমাদের নামায়ে ইমামের পিছনে কেরাত পড় ? তোমরা এরকম করবেনা। তোমাদের ভিতরে প্রত্যেকে শুধু সুরা ফাতেহা আস্তে পড়বে। দেখুন কানযুল উম্মাল ৩য় খঃ ১৮৬ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীস —
দলিল নং-৫৪ হাদীস নং-৩৯

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ

অর্থাৎ— হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসুল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন নামায পড়ল এবং তার ভিতরে সুরা ফাতেহা পড়ল না, সে নামায অসম্পূর্ণ। কেতাবুল কেরাত ৩৩ পৃঃ।

দলিল নং-৫৫ হাদীস নং-৪০

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসুল(সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নামায়ে সুরা ফাতেহা পড়েনা, তার নামায হবে না। কেতাবুল কেরাত ৩৩ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীস—
দলিল নং-৫৬ হাদীস নং-৪১

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ (رض) عَنْ أَبِيهِ إِنَّ النَّبِيَّ

(ص) قَالَ اتَّقَرُّوْْنَ خَلْفِیْ قُلْنَا نَعْمَ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوْا
الْاِبْفَاتِحَةَ الْقُرْآنِ وَفِیْ رِوَاٰیَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

অর্থাৎ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবি কাতাদাহ (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসুল (সঃ) বলেছেন, কি তোমরা আমার পিছনে পড় ? আমরা বললাম, হ্যাঁ। রসুল (সঃ) বললেন, তোমরা আমার পিছনে সুরা ফাতেহা ছাড়া কিছুই পড়বে না। কেতাবুল কেরাত ৫৩ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীস

আবু সাঈদ খুদরী আল্লাহর নবীর এক হাজার একশত আশিটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাফেজ যাহাবী বলেন তিনি মুজাহীদদের ইমাম ছিলেন ও মদীনার মুফতী ছিলেন।

দলিল নং-৫৭

হাদীস নং-৪২

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) أَنَّهُ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ
اللَّهِ (ص) أَنْ نَقْرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ .

অর্থাৎ- আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রসুল (সঃ) আমাদের হুকুম দিয়েছেন যে, আমরা যেন প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতেহা পড়ি। মিসখুল খেতাম, শরাহ বুলুগুল মারাম ১ম খঃ ২১৮ পৃঃ। নাইলুল আওতার ২য়খঃ ২২০পৃঃ। ফতহুল বয়ান ৩য় খঃ ৪৮২ পৃঃ।

এই হাদীসে আল্লাহর নবী (সঃ) যে হুকুম দিয়েছেন সেটা “আম” হুকুম, তাই প্রত্যেক নামাযীর জন্য গণ্য। এই হাদীস থেকে ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়া সাহাবীদের ইজমা প্রমাণিত হয়। আবু সাঈদ খুদরী বলেন আমাদেরকে অর্থাৎ তামাম সাহাবীদেরকে।

দলিল নং-৫৮

হাদীস নং-৪৩

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) أَمَرَنَا نَبِيُّنَا (ص) أَنْ
نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ .

অর্থাৎ- আবু সাঈদ খুদরী বলেন, রসুল (সঃ) আমাদের হুকুম দিয়েছেন যে, আমরা (সাহাবীগণ) যেন সুরা ফাতেহা আর যেটা “আসান” সহজ সেটা পড়ি। ‘মুসনাদে আহমাদ ৩য় খঃ ২ পৃঃ। আবু দাউদ ১ম খঃ ১৮৮ পৃঃ। কেতাবুল কেরাত ১২ পৃঃ। যুয্ উল কেরাত ২ পৃঃ। তাফসীরে কুরতুবী ১ম খঃ ১২৩ পৃঃ। উক্ত হাদীসে যে “আসান” শব্দ এসেছে এর অর্থ সুরা ফাতেহা দেখুন,

আত্‌তাজুল জামেউ ১ম খঃ ১৭৫ পৃঃ। হানাফী ফেকাহ নূরুল আনোয়ারের ভিতরে এসেছে, এ আয়াত আম হওয়ায় মুক্তাদীর উপর কেরাত পড়া ওয়াজীব। দেখুন, নূরুল আনোয়ার ১৯৩-১৯৪ পৃঃ। হাফেজ ইবনে হাযার এ হাদীস সম্পর্কে বলেন—
 اسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرَوَاتُهُ ثِقَاتٌ .

অর্থাৎ— এ হাদীসের সনদ সহীহ এবং বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।

□ এ ব্যাপারে হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস —

দলিল নং-৫৯

হাদীস নং-৪৪

عَنْ يُّوسُفَ أَبِي عَنَبَسَةَ خَادِمِ أَبِي أُمَامَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ لَمْ يَقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَصَلَاتُهُ خَدَاجٌ .

অর্থাৎ আবু উমামাহ (রাঃ) এর গোলাম আবু আমবাসা বলেন, আমি আবু উমামাহ (রাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, রসুল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা না পড়ে তার নামায মুরদা। কেতাবুল কেরাত ৫৩ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে হযরত মেহরান (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীস।

দলিল নং-৬০

হাদীস নং-৪৫

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بَلَّغْنِي أَنْكَ تَقُولُ مَنْ لَمْ يَقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ أَمْ الْقُرْآنُ فَصَلَاتُهُ خَدَاجٌ قَالَ عَمْرُو صَدَقَ حَدَّثَنِي أَبِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ أَبِيهِ مِهْرَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأَمِّ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَصَلَاتُهُ خَدَاجٌ .

অর্থাৎ— আব্দুর রহমান বিন সাওয়ার বলেন, আমি একদা আমার বিন মায়মুনাহ বিন মেহরানের কাছে বসেছিলাম। তখন জনৈক কুফাবাসী আমার নিকট বললেন, হে আবু আব্দুল্লাহ, আমার নিকট একথা পৌঁছেছে যে আপনি নাকি বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়েনা তার নামায বরবাদ? আমার বললেন সত্য বলেছে কেননা, আমার পিতা মায়মুনাহ তার পিতা মেহরান থেকে বর্ণনা করেন যে, রসুল (সঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়েনা তার নামায বরবাদ। কেতাবুল কেরাত বায়হাকী ৫২ পৃঃ।

পাঠকগণ এ হাদীস ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার দলিল সূর্যের মত উজ্জ্বল। কেননা এ হাদীসে দুটি শব্দ উল্লেখ আছে। একটি ইমামের পিছনে অপরটি সুরা ফাতেহা।

□ এ ব্যাপারে এক সাহাবীর বর্ণিত মারফু হাদীস।

দলিল নং-৬১

হাদীস নং-৪৬

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ وَالْإِمَامُ يُقْرَأُ قَالُوا إِنَّا لَنَفْعَلُ فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا أَنْ يُقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ .

অর্থাৎ মোহাম্মাদ বিন আবি আয়শা রসুল (সঃ) এর একজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, রসুল (সঃ) বলেছেন, যখন ইমাম কেরাত পড়ে তখন মনে হয় তোমরা পড় ? সাহাবাগণ বললেন, অবশ্যই আমরা পড়ি। তখন রসুল (সঃ) বললেন, একরম করবে না। তবে তোমাদের প্রত্যেকেই সুরা ফাতেহা আন্তে পড়বে। দেখুন, সুনানে কুবরা বায়হাকী, ২য় খঃ ১৬৯ পৃঃ। মুসনাদে আহমাদ ৪র্থ খঃ ২৩৭ পৃঃ। দারাকুতনী ১ম খঃ ১২৯ পৃঃ। এ ব্যাপারে আল্লামা খলিল আহমাদ সাহারানপুরী সাহেব (হানাফী) লিখেছেন।

على ان الصحابة كلهم عدول فلا يضر الجهال باعيانهم.

অর্থাৎ- উম্মতের একথার উপর ইজমা হয়েছে যে সকল সাহাবী আদেল ছিলেন সুতরাং তাদের ভিতরে কিছু না মালুম হওয়া কোন ক্ষতি নাই। বিস্তারিত এ ব্যাপারে দেখুন, নাসবুর রায় ১ম খঃ ২৬৭ পৃঃ। উমদাতুল কারী (শরহ বোখারী) ১ম খঃ ৫৩ পৃঃ। এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী বলেন, হাদীসটির সকল বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। দেখুন মাজমাউজ জাওয়ায়েদ ২য় খঃ ১১১ পৃঃ।

আবু কেলাবা মোহাম্মাদ বিন আবি আয়শা থেকে সরাসরি শুনেছেন। দেখুন, তারিখে কবির বোখারী ১ম খঃ ২০৭ পৃঃ। হাদীসটির সকল বর্ণনাকারী সহীহ মুসলিমের বর্ণনাকারী। মোহাম্মাদ বিন আবি আয়শা সেকাহ (বিশ্বস্ত) তাবেঈ। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ), ও জাবের (রাঃ), ও অন্যান্য সাহাবীদের তিনি সাগরেদ ছিলেন। ইবনে হিব্বান ও ইবনে মুঈন বলেছেন তিনি বিশ্বস্ত ও সহীহ মুসলিমের রাবী (তাহযীব) ৯ম খঃ ২১৯ পৃঃ। অতএব তাঁর আন আনাহ শব্দ দ্বারা বর্ণিত হাদীস সহীহ। বিস্তারিত দেখুন, তাহকিকুল কালাম ১ম খঃ ৮৮ পৃঃ। হানাফী উলামাদের নিকট (ص) عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ

এ ধরনের বর্ণনা সহীহ্‌। দেখুন আসারুস্‌ সুনান ৫৮-৭২ পৃঃ।

অতএব এ হাদীসটি নিশ্চিত সহীহ্‌।

□ এ ব্যাপারে আরো এক সাহাবীর বর্ণিত মরফু হাদীস

দলিল নং-৬২

হাদীস নং-৪৭

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَنْ أَبِيهِ
وَكَانَ أَبُوهُ إِسِيرًا عِنْدَ النَّبِيِّ (ص) قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا (ص) يَقُولُ
كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فَهِيَ خِذَاجٌ لَمْ تُقْبَلْ .

অর্থাৎ- আব্দুল্লাহ বিন সাওয়াদ এক গ্রাম্য ব্যক্তি থেকে তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। আর তার পিতা রসূল (সঃ) এর কয়েদী ছিলেন। তিনি বলেন, আমি রসূল (সঃ) কে বলতে শুনেছি প্রত্যেক ঐ নামায যে নামাযে সুরা ফাতেহা পড়া হয়না সে নামায খেদাজ কবুল করা হয়না। কেতাবুল কেরাত বায়হাকী ৫৩ পৃঃ। এখানে খেদাজ শব্দের অর্থ আল্লাহর নবী (সঃ) কবুল হয় না করেছেন।

□ এ ব্যাপারে রেফায়াবিন রাফে (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীস

দলিল নং-৬৩

হাদীস নং-৪৮

رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَفِيهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَه إِذَا
اسْتَقْبَلْتَ الصَّلَاةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا
شِئْتَ وَفِي آخِرِهِ ثُمَّ اصْنَعْ ذَالِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ .

অর্থাৎ- রেফায়া বিন রাফে (রহঃ) থেকে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বর্ণনা করেছেন তার গ্রন্থ মুসনাদে। তার ভিতরে আছে যে রসূল (সঃ) ঐ নামাযীকে (যিনি নামায খারাপ করে পড়ছিলেন) বললেন, যখন তুমি নামাযের দিকে আসবে তখন আল্লাহ্ আকবার বলবে তারপর সুরা ফাতেহা পড়বে। তারপর যেটা করার করবে। হাদীসে আছে এ কাজ তুমি প্রত্যেক রাকাতে করবে।
দেখুন- বায়হাকী ২য় খঃ ৩৭৩-৩৭৪ পৃঃ। নাসবুর রায়াহ ২য় খঃ ১৪৭ পৃঃ

এই হাদীসখানা সম্পর্কে সৈয়দ আহমাদ হোসেন দেহলভী (হানাফী) (রহঃ) হাশিয়া বুলুগুল মারামে লিখেছেন-

দলিল নং-৬৪

وَفِي حَدِيثِ الْمُسَيِّ إِذَا قَالَ (ص) فِي تَعْلِيمِ رَكْعَةٍ اقْرَأْ بِأَمِّ

الْكِتَابِ ثُمَّ قَالَ وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا فَدَلَّ عَلَى
إِجَابِهَا فِي كُلِّ رُكْعَةٍ مِّنْ غَيْرِ فَرَّقٍ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ
وَبَيَّنَ إِسْرَارَ الْإِمَامِ وَجَهْرَهُ .

অর্থঃ- নামায খারাপ করে পড়া এক ব্যক্তিকে রাকাতের শিক্ষা দিতে যেয়ে
রসুল (সঃ) বললেন সুরা ফাতেহা পড়। তারপর বললেন এ কাজ তুমি সকল
রাকাতে কর। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতেহা পড়া
ফরজ, ইমাম হোক আর মুক্তাদী হোক, জোরের নামাযে হোক আর আস্তের
নামাযে হোক কোন পার্থক্য নাই। দেখুন হাশিয়া বুলুগল মারাম ১ম খঃ ৪৬ পৃঃ।

এই হাদীস খানার উপর ভিত্তি করে হাদীস সম্রাট ইবনে হিব্বান
এভাবে একটি বাব বেঁধেছেন।

দলিল নং-৬৫

بَابُ فَرَضِ الْمُصَلِّيِّ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ .

অর্থঃ- এ অধ্যায় নামাযীর প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতেহা পড়া ফরজ। দেখুন
তোহফাতুল আহওয়াজী ১ম খঃ ২৪৮ পৃঃ। সুবলুস সালাম ১ম খঃ ১৬১ পৃঃ।

এ প্রসঙ্গে আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের তালিকে তিরমিযীর ভিতরে লিখেছেন।

দলিল নং-৬৬

وَجَاءَتْ أَحَادِيثٌ صَحَّاحٌ مُّتَوَاتِرَةٌ أَنَّهُ لَصَلَاةٍ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ
بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَكُلِّ رُكْعَةٍ صَلَاةٌ وَكُلُّ مُصَلٍّ دَاخِلٌ تَحْتَ
هَذَا الْعُمُومِ الصَّرِيحِ إِمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا أَوْ مُنْفَرِدًا .

অর্থঃ- এ সম্পর্কে সহীহ এবং মুতাওয়াতিহ হাদীস সমূহে মওযুদ আছে যে, যে
ব্যক্তি সুরা ফাতেহা পড়বেনা তার নামায হবে না। আর নামাযের প্রত্যেক
রাকাত এবং প্রত্যেক নামাযী এই “আম” হুকুমের মধ্যে গণ্য। সে ইমাম হোক
বা মুক্তাদী হোক বা মুনফারাদ হোক। কেউই এর থেকে বাইরে নয়। দেখুন
তিরমিযী তালিক ২য় খঃ ১২৫ পৃঃ।

ইমাম তিরমিযী, তার তিরমিযী শরীফের ভিতরে আরও লিখেছেন-

দলিল নং-৬৭

وَأَحَادِيثٌ وَجُوبُ الْقِرَاءَةِ عَامَّةٌ أَيْضًا تَشْمُلُ الْإِمَامَ
وَالْمَأْمُومَ وَالْمُنْفَرِدَ .

অর্থাৎ- সুরা ফাতেহা পড়ার হাদীস “আম”, যাতে ইমাম, মুক্তাদী, মুনফারের সবাই शामिल। দেখুন তালিক ২য় খঃ ১২৬ পৃঃ।

পাঠকগণ, সুরা ফাতেহা ছাড়া কোন ব্যক্তির নামায় হয় না-এ হাদীস বোখারী মুসলিমের হাদীস। আর যে হাদীস বোখারী মুসলিমে এসেছে সে হাদীস সহীহ হওয়ার উপর এবং আমল করার উপর সমস্ত উম্মতের ইজমা হয়েছে। এটা আমার কথা নয়, বোখারী শরীফের ভূমিকায় (আরবী) আল্লামা সাহারান পুরী হানাফী দেওবন্দী সাহেব লিখেছেন -

وَاجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى صِحَّةِ هَذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ وَوَجُوبِ الْعَمَلِ بِأَحَادِيثِهِمَا .

অর্থাৎ- বোখারী মুসলিমের হাদীস সহীহ এবং ওয়াযেবুল আমল হওয়াতে সমস্ত উম্মতের ইজমা হয়েছে। দেখুন, বোখারী শরীফের ভূমিকার ৪নং পৃঃ।

পাঠকবন্দ, আল্লামা সাহারানপুরী সাহেব কে ছিলেন তা কিন্তু মাওলানা সাহেবের অজানা নাই। তিনি বলছেন বোখারীর হাদীস সহীহ হওয়াতে সকল উম্মত একমত এবং এর উপরে ইজমা হয়েছে। আল্লামা কান্দলভী সাহেবও বোখারীর মুকাদ্দামায় ঐ একই কথা লিখেছেন।

এব্যাপারে ইমাম কাস্তালানী

وَأَمَّا تَأْلِيفُهُ يَغْنَى الْبُخَارِيُّ فَإِنَّهَا سَارَتْ مَسِيرَ الشَّمْسِ وَدَارَتْ فِي الدُّنْيَا فَمَا جَدَّ فَضْلُهَا إِلَّا الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ وَأَجَلُهَا وَأَعْظَمُهَا الْجَامِعُ الصَّحِيحُ إِنْتَهَى .

অর্থাৎ- ইমাম বোখারীর লেখা সমূহ সূর্যের মত উজ্জ্বলতা লাভ করেছে এবং সারাদুনিয়ায় গ্রহণযোগ্য এবং পরস্পরে গৃহীত তার সম্মান এবং মর্যাদার অস্বীকারকারী ঐ ব্যক্তি হতে পারে যার উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করে সঠিক অনুভূতি বিকৃত করেছে। এবং তার সমস্ত লিখনির মধ্যে অতি উত্তম লেখা আল জামিউস সহীহ। অর্থাৎ বোখারী শরীফ।

এ ব্যাপারে সাযখ হাফেজ ইমামুদদীন ইবনে কাছির বলেন-

وَكِتَابُهُ الصَّحِيحُ يُسْتَسْقَى بِقِرَاتِهِ الْغَمَامُ وَاجْمَعُ عَلَى قَبُولِهِ وَصِحَّةِ مَا فِيهِ أَهْلُ الْإِسْلَامِ .

অর্থাৎ- ইমাম বোখারীর জামেউস সহীহ ঐ কেতাব যেটা পড়ে আল্লাহ তায়ালায় কাছে বৃষ্টির জন্য আবেদন করা হয়। এবং কেতাবটির গ্রহণযোগ্যতা

ও বিশুদ্ধতার উপর আহ্লে ইসলামদের ইজমা হয়েছে।

এরপর ইসলামী ফাউন্ডেশন প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ বোখারী শরীফ ১ম খন্ডের ছাব্বিশ পৃষ্ঠায় আছে যে, “সকল মুহাদ্দেস আলেমের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, সমস্ত হাদীস গ্রন্থের মধ্যে বোখারী শরীফের মর্যাদা সবার উর্ধ্বে এবং কোরআন মজীদের পরেই সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ গ্রন্থ”। দেখুন বাংলা বোখারী ইঃ ফাঃ ১ম খঃ ছাব্বিশ পৃঃ। এরপর আরও লেখা হয়েছে। সকল মুহাদ্দেস আলীমের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, সমস্ত হাদীস গ্রন্থের মধ্যে বোখারী শরীফের মর্যাদা সবার উর্ধ্বে এবং কোরআন মজীদের পরেই সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ গ্রন্থ। দেখুন, বাংলা বোখারী ইঃ ফাঃ ১ম খঃ ২৪ পৃঃ। আর মাওঃ ওয়াক্কাস আলী বলেন বোখারীর হাদীস যঈফ, মানা যাবে না। নাউয়ুবিল্লাহ। যাই হোক মাওঃ ওয়াক্কাস আলী সাহেব ইদানিং বলা শুরু করেছেন যে, বোখারীর হাদীস চলবেনা। দুনিয়ার সকল বরেণ্য ও বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দেসগণের উপরে টেকা মেরে মাওলানা সাহেব জনগণকে ধোঁকা দিচ্ছেন যে বোখারীর হাদীস মানা চলবেনা, বোখারীর হাদীস যঈফ। (এতে মাওলানা সাহেবের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে।)

একথার আরো জবাব দিয়েছেন ভারত বর্ষের আলেম কুল শিরোমনি শাহ্ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) আড়াই শত বৎসর পূর্বে, তার জগত বিখ্যাত কেতাব হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগার মধ্যে। তিনি লিখেছেন—

أَمَّا الصَّحِيحَانِ فَقَدْ اتَّفَقَ الْمُحَدِّثُونَ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ مَا فِيهِمَا مِنَ الْمُتَّصِلِ الْمَرْفُوعِ صَحِيحٌ بِالْقَطْعِ وَإِنَّهُمَا مُتَوَاتِرَانِ إِلَى مُصْتَفِيهِمَا وَأَنَّهُ كُلُّ مَنْ يَهْوَنُ أَمْرَهُمَا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ مُتَّبِعٌ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ .

অর্থাৎ— বোখারী মুসলিম সম্পর্কে সকল মুহাদ্দেসিন একমত যে, যা কিছু এই দুই কেতাবে মারফু, মুত্তাসিল, বর্ণিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ভাবে প্রমাণিত এবং যে ব্যক্তি বোখারী মুসলিমকে হেয় করবে সে ব্যক্তি ইমানদারদের বিপক্ষের রাস্তা অবলম্বন করবে এবং সে ব্যক্তি বেদায়াতী। দেখুন হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা ১৩৩ পৃঃ।

পাঠকগণের আর হয়ত বুঝতে বাকি রইলনা যে ভারতবর্ষ সহ তামাম দুনিয়ার মুহাদ্দেসগণ এক বাক্যে বলছেন বোখারী أَصَحُّ الْكُتُبِ সবচেয়ে বেশী বিশুদ্ধ হাদীসের কেতাব। আর মাওলানা সাহেব নিজের মতটা সহীহ হাদীস বোখারী থেকে প্রমাণ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার কারণে শেষ কৌশল

অবলম্বন করে জনগণকে বুঝানোর চেষ্টা করছেন যে বোখারীর হাদীস সঠিক নয়। বোখারীর কোন রাবী সম্পর্কে মাওঃ ওয়াক্কাস আলী সাহেব কোন বিরূপ মন্তব্য করে কিছু লিখলে তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়ার জন্য সকল মুসলিম ভাইদের সঙ্গে আমি আবদুস সাত্তার কালাবগীও ইনশাআল্লাহ সর্বদা প্রস্তুত থাকলাম।

যাই হোক পাঠকগণ, ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা না পড়লে যে মুক্তাদীর নামায হয়না সে বিষয়ে এ পর্যন্ত ৪৮টি হাদীস ও ১৯টির মত শারেহীনে হাদীস অর্থাৎ হাদীসগুলি সম্পর্কে মুহাদ্দেসিনে কেরামদের সঠিক মতামতগুলি ও পেশ করা হল। যাতে আপনারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে সুরা ফাতেহা ছাড়া মুক্তাদীর নামায হয়না।

✽ এবার আসুন মাওলানা সাহেব ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়া ছাড়া-মুক্তাদীর নামায হয়না, এব্যাপারে সাহাবীদের সহীহ আসারে হাদীস থেকে তার প্রমাণ।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) أَنَّهُ قَالَ اتَّبِعُوا أَثَارَنَا .

অর্থাৎ- আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন আমাদের আসার এর অনুসরণ কর ইতেসাম লিস্ সাতবী ১ম খঃ ৯১ পৃঃ।

□ প্রথমে হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার আসার বা মতামত।

দলিল নং-৬৮

আসার নং-১

عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكِ أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ (رض) عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ اقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قُلْتُ وَإِنْ كُنْتُ أَنْتَ قَالَ وَإِنْ كُنْتُ أَنَا قُلْتُ وَإِنْ جَهَرْتُ قَالَ وَإِنْ جَهَرْتُ .

অর্থাৎ- ইয়াযিদ বিন শারিক হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট ইমামের পিছনে কেরাত পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। ওমর (রাঃ) বললেন, সুরা ফাতেহা পড়। আমি বললাম আপনি যদি ইমাম হন? তিনি বললেন, যদিও আমি ইমাম হই। আমি বললাম যদি আপনি উচ্চ স্বরে পড়েন? তিনি বললেন যদিও আমি উচ্চ স্বরে পড়ি তখনও সুরা ফাতেহা পড়। এই আসারটি ইমাম বোখারী তার যুযু'ল কেরাতে ১৫ পৃঃ. এবং তারিখে কবিরের ২য় খঃ ৩৪০ পৃঃ, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বার ১ম খঃ ৩৭৩ পৃঃ, সুনানে দারাকুতনীর ১ম খঃ ৩১৭ পৃঃ, ইমাম বায়হাকী সুনানে কুব্রার ২য় খঃ ১৬৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

আসারটি সম্পর্কে ইমাম আবুল হাসান দারা কুতনী বলেন-

هَذَا إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرَوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ .

হাদীসটির সনদ সহীহ। এবং প্রত্যেক বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত। দেখুন দারা কুতনী ১২০ পৃঃ। ইমাম হাকেম ও আসারটিকে সহীহ বলেছেন। রেজালের পণ্ডিত ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবী ও আসারটিকে সহীহ বলেছেন। দেখুন তালখিস-আল মুস্তাদরাক।

দলিল নং-৬৯

আসার নং-২

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (رض) اِقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ قُلْتُ وَإِنْ قَرَأْتَ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ قَرَأْتُ .

অর্থাৎ- হযরত ওমর (রাঃ) এক প্রশ্নকারীকে বললেন, ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়। (প্রশ্নকারী বললেন) যদি আপনি পড়েন? তিনি বললেন যদিও আমি পড়ি। দেখুন, যুয়ুউল কেয়াত বোখারী ৫ পৃঃ।

দলিল নং-৭০

আসার নং-৩

عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ (رض) اِقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَإِنْ كُنْتُمْ خَلْفِي .

অর্থাৎ- ইয়াযিদ বিন শারিক বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে বললাম। আমি ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ব? ওমর (রাঃ) বললেন হ্যাঁ। আমি বললাম আমি যদি আপনার পিছনে হই? তিনি বললেন, যদিও তুমি আমার পিছনে হও তবুও তুমি সুরা ফাতেহা পড়বে। মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা ৩৭৩ পৃঃ।

দলিল নং-৭১

আসার নং-৪

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سَوَيْدٍ وَيَزِيدَ التَّيْمِيِّ (رض) قَالَا أَمَرَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ نَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ .

অর্থাৎ হারেস বিন সোয়ায়েদ এবং ইয়াজিদুত্ তাযমী বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) আমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন যে, আমরা যেন ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ি। কেতাযুল কেয়াত ৬০ পৃঃ।

এই বর্ণনাটি ইমাম দারা কুতনী ১ম খঃ ৩২২ পৃঃ। ইমাম হাকেম মুস্তাদরাকে ১ম খঃ ২৩৯ পৃঃ। বায়হাকী ২য় খঃ ১৬৮ পৃঃ সবাই বর্ণনাটিকে সহীহ বলেছেন।

দলিল নং-৭২

আসার নং-৫

عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكَ التَّمِيمِيِّ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) اقْرَأْ
وَرَاءَ الْإِمَامِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَإِنْ قَرَأْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
قَالَ وَإِنْ قَرَأْتَ .

অর্থাৎ ইয়াযিদ বিন শারিক তায়মি বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ) কে বলল-
াম, হে আমীরুল মু’মিনীন আমি ইমামের পিছনে পড়ব? তিনি বলেন হ্যাঁ।
তারপর প্রশ্ন করলেন হে আমীরুল মু’মিনীন আপনি যদি কেরাত জোরে পড়েন?
তিনি বললেন যদিও আমি কেরাত জোরে পড়ি। (সুরা ফাতেহা পড়) কেতাবুল
কেরাত ৫৯ পৃঃ।

দলিল নং-৭৩

আসার নং-৬

এ ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ) এর আর একটি আসার। দেখুন, আল-মুহাল্লা
ইবনে হাযম ৩য় খঃ ২৩৭ পৃঃ। এছাড়া ইমাম তিরমিযী বলেন, সুরা ফাতেহা
ছাড়া নামায হয়না এটা অধিকাংশ সাহাবীদের আমল مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ তাদের ভিতরে ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) একজন। দেখুন তিরমিযী
১ম খঃ ৩৪ পৃঃ।

এরপর ইমাম বাগাবী বলেন মুক্তাদীদের জন্য ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা
পড়া ইমাম এবং মুনফারেদের মত ফরয একথা হযরত ওমর (রাঃ) -এর।
দেখুন তাফসীরে মাযহারী ২য় খঃ ১১৮ পৃঃ। তাফসীরে খাজেন ২য় খঃ ৩৩১ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে হযরত আলী (রাঃ) এর আসার বা মতামত।

দলিল নং-৭৪

আসার নং-৭

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ اقْرَأْ فِي
صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
وَسُورَةِ وَفِي رِوَايَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَهَذَا الْإِسْنَادُ مِنْ أَصَحِّ
الْأَسَانِيدِ فِي الدُّنْيَا .

অর্থাৎ ওবায়দুল্লাহ বিন আবি রাফে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন।
তিনি বলেন যোহর এবং আসরের নামাযে ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা এবং
একটি সূরা পড় প্রত্যেক রাকাতে। আর এই আসারটির সনদ দুনিয়ার ভিতরে

সবচেয়ে বিশুদ্ধ। ইবনে আবি শায়বা ১ম খঃ ৩৭৩ পৃঃ। এই বর্ণনাটি ইমাম দারা কুতনী ১ম খঃ ৩২২ পৃষ্ঠায় এনেছেন। ইমাম হাকেম আল-মুস্তাদরাকে হাকিমের ১ম খঃ ২৩৯পৃঃ, বায়হাকী ২য় খঃ ১৮৬ পৃঃ। এবং সবাই বর্ণনাটিকে সহীহ বলেছেন।

দলিল নং-৭৫

আসার নং-৮

عَنْ عَلِيٍّ (رض) أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَنْ يَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي رَكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

অর্থাৎ হযরত আলী (রাঃ) বলতেন, ইমামের পিছনে প্রথম দুই রাকাতে সুরা ফাতেহা এবং আর একটি সুরা এবং শেষের দুই রাকাতে শুধু সুরা ফাতেহা পড়তে হবে। তবে বায়হাকীর ভিতরে যোহর ও আসরের কথা উল্লেখ আছে। দেখুন আল মুস্তাদরাক ১ম খঃ ৩৩৯ পৃঃ। বায়হাকী ২য় খঃ ১৬৮ পৃঃ। যুয ৮ পৃঃ।

দলিল নং-৭৬

আসার নং-৯

عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادَانَ عَلِيًّا (رض) كَانَ يَأْمُرُ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ .

অর্থাৎ- হাকাম এবং হাম্মাদ বলেন, হযরত আলী (রাঃ) ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার হুকুম দিতেন। মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা ১ম খঃ ৩৭৩ পৃঃ।

দলিল নং-৭৭

আসার নং-১০

قَالَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (رض) كُلُّ صَلَاةٍ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ .

অর্থাৎ- হযরত আলী (রাঃ) বলেন, যেকোন নামায যার মধ্যে সুরা ফাতেহা পড়া হয়না সে নামায খেদায় পুরা হয় না। কেতাবুল কেরাত ৩২ পৃঃ।

দলিল নং-৭৮

আসার নং-১১

وَقَدْ صَحَّتِ الرَّوَايَةُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (رض) وَأَنْهُمَا كَانَا يَأْمُرَانِ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ .

অর্থাৎ- ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সুরা ফাতেহা পড়া সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত। আর এরা দু'জনই ইমামের পিছনে (মুক্তাদীর) সুরা ফাতেহা পড়ার হুকুম দিতেন। আল-মুস্তাদরাক

১ম খঃ ২৩৯ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে হযরত উসমান (রাঃ) এর আসার বা মতামত।

দলিল নং-৭৯

আসার নং-১২

فَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجِبُ عَلَيْهِ (الْمُقْتَدِي) قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ كَلَامًا وَالْمُنْفَرِدِ
قَالَ الْبُغْوَى كَذَا رَوَى عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَمَعَاذٍ .

অর্থঃ- ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, মুক্তাদীর জন্য সূরা ফাতেহা পড়া ইমাম এবং মুনফারদের জন্য ফরয। ইমাম বাগাবী বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) হযরত উসমান (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হযরত মায়াজ (রাঃ) থেকেও বর্ণিত। দেখুন খায়েন ২য় খঃ ৩৩১ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর আসার বা মতামত।

দলিল নং-৮০

আসার নং-১৩

قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَح) قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَإِنْ تَرَكَهَا فِي
رَكْعَةٍ بَطُلَتْ صَلَاتُهُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْأَسْفَرَايْنِيُّ وَهَذَا الْقَوْلُ مُجْمَعٌ
عَلَيْهِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ قَالَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ .

অর্থঃ- ইমাম শাফেঈ (রাঃ) বলেন, সূরা ফাতেহা প্রত্যেক রাকাতে পড়া ফরয। যদি কোন রাকাতে সূরা ফাতেহা পড়া নামাযী ছেড়ে দেয় তাহলে তার নামায বাতিল হবে। শায়খ আবু হামেদ আসফারইনী বলেন, এই কথার উপর সমস্ত সাহাবাগণের ইজমা হয়েছে। এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)ও এই কথাই বলেছেন। দেখুন, তাফসীরে কবীর, ১ম খঃ ২১৬ পৃঃ।

পাঠকগণ, হযরত আবু বকর (রাঃ) ওমর (রাঃ) উসমান (রাঃ) ও আলী (রাঃ) এই চার খলিফা থেকে ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়ার ১৩টি সহীহ দলিল পেলেন। মুফতী গোলাম সাহেব তার বইয়ের ৩৪ পৃষ্ঠায় চার খলিফার আমল সম্পর্কে ১টি আসার এনেছেন- আব্দুর রাজ্জাক থেকে যে ৪ খলিফা ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়তে নিষেধ করেছেন মুফতী সাহেব ১টি মাত্র আসার এনেছেন আর আমি তাদের থেকে ১৩টির মত আসার এনেছি, সেগুলি সহীহ আর মুফতী সাহেবের আসারটি যে সহীহ নয় তার প্রমাণ যথাস্থানে ইনশা আল্লাহ পাবেন।

□ এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ বদরী সাহাবী হযরত ওবায় বিন কা' আব (রাঃ) এর আসার বা মতামত।

দলিল নং-৮১

আসার নং-১৪

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ الْبُكَائِيُّ عَنْ أَبِي فَرَوَةَ عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ (رح) عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ (رض) أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ .

অর্থাৎ- আবু মুগিরা (রহঃ) বলেন যে, হযরত উবায় বিন কা'আব (রাঃ) ইমামের পিছনে কেরাত পড়তেন। যুযু'উল কেরাত ৮ পৃঃ। কেতাবুল কেরাত ৬২ পৃঃ। এই আসারটি হাসান সহীহ। আসারটি বর্ণনাকারীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় (১) মালেক বিন ইসমাঈল সেহাহ সেন্তাহর বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী এবং একজন আবেদ দেখুন তাকরিব। (২) জিয়াদ বিন আব্দুল্লাহ। সহীহ বোখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীস বর্ণনাকারী এবং জমহুরে মুহাদ্দেসদের নিকট সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত। দেখুন, ইবনে খালকান, রেজালের পণ্ডিত ইমাম যাহাবী তাকে বিশ্বস্ত বলার পর বলেছেন, তার ক্রটি যারা ধরেছেন ওটা মরদুদ। দেখুন লেসানুল মিয়ান ২য় খঃ ১৫৯পৃঃ। (৩) আবু ফরু মুসলিম বিন সালেমুন নাহ্দী বোখারী মুসলিমের হাদীস বর্ণনাকারী। ইবনে মঈন বলেন তিনি বিশ্বস্ত, আবু হাতেম বলেন সালেহুল হাদীস। দেখুন- কেতাবুস সেকাত ৫ম খঃ ৩৯৫ পৃঃ। (৪) আবু মুগীরা সহীহ মুসলিমের বর্ণনাকারী এবং বিশ্বস্ত। অতএব আসারটি নিশ্চিত সহীহ।

وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو بِنِ كَعْبٍ (رح) বলেন

অর্থাৎ হযরত ওমর (রাঃ) ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার পক্ষে ছিলেন। একই ভাবেই হযরত ওবায়বিন কা'আবের ফতোয়া ওমরের মত। দেখুন যুযু'উল কেরাত, বোখারী ৫ পৃঃ।

দলিল নং-৮২

আসার নং-১৫

عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ (رض) أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ .

অর্থাৎ বিখ্যাত তাবেঈ আবু মুগীরা বলেন, উবায় বিন কা'আব (রাঃ) ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়তেন। কেতাবুল কেরাত ৬২ পৃঃ। যুযুঃ বোখারী ৮পৃঃ।

দলিল নং-৮৩

আসার নং-১৬

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبِي بِنِ كَعْبٍ (رض) أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ نَعَمْ .

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ বিন আবি হুজাইল বলেন, আমি হযরত উবায় বিন কা'আবের নিকট প্রশ্ন করলাম, আমি কি ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ব ? তিনি বলেন, পড়বে। দেখুন বায়হাকী ২য় খঃ ১৬৯পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) এর আসার বা মতামত।

দলিল নং-৮৪

আসার নং-১৭

سَيَّلُ ابْنُ عُمَرَ (رض) عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ مَا كَانُوا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ .

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে ইমামের পিছনে কেবল পড়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল। তিনি বললেন, সাহাবায়ে কেবলমগণ, ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা আস্তে পড়া খারাপ জানতেন না (যুযঃ-দিল্লী ৭ পৃঃ।)

দলিল নং-৮৫

আসার নং-১৮

عَنْ أَبِي الْعَلِيَّةِ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ (رض) بِمَكَّةَ أَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنِّي لَا سَتَجِي مِنْ رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ أَنْ أَصَلِّي صَلَاةً لَا أَقْرَأُ فِيهَا وَلَوْ بِأَمِّ الْكِتَابِ .

অর্থাৎ- আবিল আলীয়া বলেন, আমি মক্কা মুকাররামায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) কে প্রশ্ন করেছিলাম যে আমি নামাযের মধ্যে পড়ব কি না। তিনি বললেন, এই ঘর বাইতুল্লাহর প্রভু থেকে আমি লজ্জিত যে, আমি কোন নামায পড়ব আর তার ভিতরে কিছু পড়ব না যদিও সেটা সুরা ফাতেহা হয়। দেখুন, বায়হাকী ২য় খঃ ১৬১ পৃঃ।

□ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এর আর একটি আসার।

দলিল নং-৮৬

আসার নং-১৯

আসারটি দেখুন আল মুহাল্লা ইবনে হাযাম ৩য় খঃ ২৩৭ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর আসার বা মতামত।

দলিল নং-৮৭

আসার নং-২০

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ إِقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

অর্থাৎ- আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়। দেখুন, শরাহ মাআনিল আসার ১ম খঃ ২০৬ পৃঃ। সুনানে কুবরা বায়হাকী ৯৬ পৃঃ। ইমাম বায়হাকী বলেন,

এ অর্থাৎ- এ আসারে হাদীসটির সনদ সহীহ। এর উপর কোন ময়লা নাই। দেখুন- কেতাবুল কেরাত, বায়হাকী ১৯৮ পৃঃ। এ আসারটির বর্ণনা কারীগণ সবাই সহীহ মুসলিমের বর্ণনাকারী। এবং ইমাম মুসলিমের শর্তের উপর আসারটি সহীহ।

দলিল নং-৮৮

আসার নং-২১

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ جَهْرًا أَوْ لَمْ يَجْهَرْ.
অর্থাৎ- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়, তাই ইমাম জোরে পড়ুক বা আস্তে পড়ুক। কেতাবুল কেরাত ৬৪ পৃঃ।

দলিল নং-৮৯

আসার নং-২২

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ لَا تَدْعُ أَنْ تَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ خَلْفَ الْإِمَامِ جَهْرًا أَوْ لَمْ يَجْهَرْ.
অর্থাৎ- ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রত্যেক রাকাতে ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়া ছাড়বেনা, ইমাম জোরে পড়ুক বা জোরে না পড়ুক। দেখুন ইবনে আবি শায়বা ১ম খঃ ৩৭৩ পৃঃ।

দলিল নং-৯০

আসার নং-২৩

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ لَا تَدْعُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ جَهْرًا أَوْ لَمْ يَجْهَرْ.
অর্থাৎ- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়া ছেড়ে দিওনা। তাই ইমাম বড় করে কেরাত পড়ুক বা আস্তে করে পড়ুক। কেতাবুল কেরাত ৬৪ পৃঃ।

দলিল নং-৯১

আসার নং-২৪

عَنْ حَنْسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ (رض) يَقُولُ اقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ خَلْفَ الْإِمَامِ.
অর্থাৎ- হানাস্ বলেন আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, ইমামের পিছনে প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতেহা পড়। কেতাবুল কেরাত, বায়হাকী ৬৪ পৃঃ।

দলিল নং-৯২

আসার নং-২৫

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ لَا بُدَّ أَنْ يَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ جَهْرًا أَوْ لَمْ يَجْهَرْ.
অর্থাৎ- ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়া বাধ্য। ইমাম জোরে পড়ুক বা আস্তে পড়ুক। কেতাবুল কেরাত, বায়হাকী ৬৪ পৃঃ।

অর্থাৎ- ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়া জরুরী, ইমাম জোরে কেরাত করে বা আস্তে কেরাত করে। আল-মুহাল্লা ইবনে হায়ম ৩য় খঃ ২৩৭ পৃঃ

এ সকল বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস যিনি রসূল(সাঃ)-এর চাচাত ভাই এবং রসূল (সঃ)-এর জীবদ্দশায় কোরআন জমা করেছিলেন। তিনি ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়া ফরয এবং জরুরী মনে করতেন।

এ ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর আসার বা মতামত।

দলিল নং-৯৩

আসার নং-২৬

وَقَالَ أَبُو مَرْيَمَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ (رض) يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ

অর্থাৎ - আবু মারিয়াম বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়তে শুনেছি। যুবউল কেরাত ৫-৮ পৃ।

এই আসারটির বর্ণনাকারী আবু মারিয়াম আব্দুল্লাহ বিন যিয়াদিল আসাদী। ইনি সহীহ বোখারীর বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী। দেখুন তাকরীব। আর একজন বর্ণনাকারী আস্‌আস বিন আবিস্‌ সাসা আল মাহ্‌রবী। ইনি সিহাহ সিত্তাহর বর্ণনাকারী রাবী এবং বিশ্বস্ত। দেখুন-তাকরীব। অতএব আসারে হাদীসটি সহীহ।

দলিল নং-৯৪

আসার নং-২৭

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادِ الْأَسَدِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) خَلْفَ الْإِمَامِ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ .

অর্থাৎ- আব্দুল্লাহ বিন জিয়াদিল আসাদী বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর পাশে দাঁড়িয়ে ইমামের পিছনে নামায পড়েছি। আমি তাঁকে যোহর এবং আসরের নামাযে (সুরা ফাতেহা) পড়তে শুনেছি। দেখুন, বায়হাকী ২য় খঃ ১৬৯ পৃঃ।

দলিল নং-৯৫

আসার নং-২৮

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي رَكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ .

অর্থাৎ- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) আসরের নামাযে ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা এবং আরও একটা সুরা পড়েছেন। দেখুন ইবনে আবি শায়বা ১ম খঃ ৩৭৩ পৃঃ।

পাঠকগণ, ইবনে মাসউদ (রাঃ) একজন প্রসিদ্ধ ফকিহ ও বদরী সাহাবী। তিনি খাদেমে রসুলও ছিলেন। তাঁর থেকে বর্ণিত সহীহ আসারগুলি আমি এখানে এনেছি। তিনি যে, ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়তেন তার প্রমাণ আপনারা পেলেন। কিন্তু মুফতী গোলাম রহমান সাহেব তাঁর উদ্বৃতি দিয়ে ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা না পড়ার কিছু কথা এনেছেন, তহাবীর উদ্বৃতি দিয়ে তিনি লিখেছেন তার বইয়ে ৩৭ পৃষ্ঠায় ইমাম তহাবী হাদীসটি বর্ণনা করার পর মন্তব্য করেন যে, হাদীসটির সনদ সহীহ।

পাঠকবৃন্দ তহাবীর ভিতরে যে সকল হাদীস আনা হয়েছে সব কিন্তু সঠিক নয়, কারণ ইমাম তহাবী নিজেই স্বীকার করে বলেছেন যে, আমার এই কেতাবের মধ্যে অনেক ত্রুটি বিদ্যুতি আছে। দেখুন, তহাবীর শেষ পাতা। অতএব তহাবীর ভিতরে যেসব কথা রয়েছে তা যাচাই বাছাই ছাড়া গ্রহণযোগ্য নয়। এহেন একটি কেতাবের উদ্বৃতি দিয়ে মুফতী সাহেব ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর উক্তি এনেছেন। এর পর তাঁর আর একটি উক্তি এনে মুফতী সাহেব তার বই এর ৩৮ পৃষ্ঠায় স্বীকার করেছেন যে, এ হাদীসে আবু হামজা কুফী যঈফ। আমি আবারও আপানাদের স্মরণ করাতে চাই যে, হানাফী আলে-মগণ ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা না পড়ার যত দলিল প্রদর্শন করবেন তার হয় কোন ভিত্তি নাই মনগড়া, আর না হয় সেটা সহীহ নয় যঈফ। (একটা না একটা কিছু হবেই।) যেমনটি বলেছেন আল্লামা আব্দুল হাই লাখনৌবী (রহঃ)। আর এ কথার প্রতিবাদ করার মত হিম্মত আজ পর্যন্ত কোন মাযহাবী আলেমদের হয়নাই।

পাঠকগণ, আর একটা বিষয় এখানে লক্ষণীয় এ ব্যাপারে হানাফী আলেমগণ যত দলিল দেবেন যেমন মুফতি গোলাম রহমান সাহেব দিয়েছেন তা যেমন সহীহ সূত্রে বর্ণিত নয়, তেমন ইমামের পিছনে কেব্রাতের কথা বলা হয়েছে তাতে সুরা ফাতেহার নাম গন্ধও নাই। তার বইটি দেখলে বুঝতে পারবেন— যেখানে ইমামের পিছনে কেব্রাত নিষেধের কথা এসেছে সেটা সুরা ফাতেহা নয় অন্য কেব্রাতের কথা বলা হয়েছে। প্রমাণ : মুসলিম শরীফে এসেছে, এক ব্যক্তি ইমামের পিছনে কেব্রাত পড়ছিলেন سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ তখন রসুল (সঃ) বিরক্তিবোধ করে মানা করলেন। দেখুন মুসলিম ১ম খঃ ১৭২ পৃঃ। আবু দাউদের ভিতরে এসেছে রসুল (সঃ) বললেন فَلَا تَقْرَأُ অর্থাৎ— আমার পিছনে কোরআন

থেকে কিছুই পড়বে না, তবে কোরআনের মাকে পড়। অর্থাৎ সুরা ফাতেহা পড়বে। দেখুন, আবু দাউদ ১ম খঃ ১১৯ পৃঃ। অতএব যেখানে এসেছে ইমামের পিছনে কেরাত না পড়ার কথা সেটা সুরা ফাতেহা নয়, অন্য কেরাতের কথা। হে আল্লাহ, সবাইকে সঠিক জিনিসটা বোঝার ও স্বীকার করে নেওয়ার তৌফিক দাও। আমীন।

□ এ ব্যাপারে হযরত ওবাদাহ (রাঃ) এর আসার বা মতামত।

দলিল নং-৯৬

আসার নং-২৯

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ (رَضِ) يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ عِبَادَةُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

অর্থাৎ- মাহমুদ বিন রবী বলেন, আমি ইমামের পিছনে উবাদাহ (রাঃ)কে কেরাত পড়তে শুনেছি (এ ব্যাপারে উবাদাহ (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করলে) উবাদা (রাঃ) বললেন, সুরা ফাতেহা ছাড়া নামায হয় না। দেখুন- কৈতুল কেরাত ৪৬ পৃঃ।

এখানে উবাদাহ (রাঃ) যে কেরাত পড়ছিলেন, সে কেরাত যে কেরাতে ফাতেহা সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অতএব বোঝা গেল ইমামের পিছনে যে কেরাত পড়ার কথা হাদীসে পাওয়া যায় ওটা হচ্ছে কেরাতুল ফাতেহা। দেখুন, আমার দলিল নং ৪১, ৭০, ১১২।

দলিল নং-৯৭

আসার নং-৩০

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ صَلَّيْتُ صَلَاةً وَالِي جَنْبِي عِبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمَّا فَرَعْنَا قُلْتُ أَبَا الْوَلِيدِ أَلَمْ أَسْمَعْكَ قَرَأْتَ بِفَاتِحَةِ الْقُرْآنِ قَالَ أَجَلُ إِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِهَا .

অর্থাৎ- মাহমুদ বিন রবি বলেন, আমরা জামাতের সঙ্গে নামায পড়ছিলাম আর আমার পাশে উবাদাহ (রাঃ) দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি তাকে সুরা ফাতেহা পড়তে শুনেছি। যখন আমরা নামায থেকে ফারেগ হলাম, তখন আমি উবাদাহ (রাঃ)কে বললাম, আমি কি তোমাকে ফাতেহাতিল কোরআন (ইমামের পিছনে) পড়তে শুনি নাই? উবাদাহ (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ, কেননা সুরা ফাতেহা ছাড়া নামায হয়না। বায়হাকী ২য় খঃ ১৬৮ পৃঃ। মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা ১ম খঃ ৩৭৫ পৃঃ।

দলিল নং-৯৮

আসার নং-৩১

وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ قَالَ أَرَى أَنْ يَعُودَ لِصَلَاتِهِ وَإِنْ ذَكَرَ ذَلِكَ وَهُوَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَلَا أَرَى إِلَّا أَنْ يَعُودَ لِصَلَاتِهِ .

অর্থাৎ- (মাহমুদ বিন রবি বলেন,) আমি উবাদাহ (রাঃ) এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম যিনি কেরাতে (ফাতেহা) পড়তে ভুলে গেছেন। তিনি কি করবে? উবাদাহ (রাঃ) বললেন ঐ ব্যক্তি নামায যেন আবার পড়ে। যদি তার ২য় রাকাতে স্মরণ হয় তখনও সে যেন নামায আবার পড়ে। কারণ সুরা ফাতেহা ছাড়া কারুর নামায হবেনা। যুযউল কেরাত, দিল্লী ৩ পৃঃ।

উক্ত আসারে হাদীসগুলি থেকে বোঝা যায়, বিশিষ্ট বদরী সাহাবী হযরত উবাদাহ (রাঃ) নিজেই যেমন ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়তেন তদ্রূপ অন্যকেও পড়ার নির্দেশ দিতেন।

□ এ ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আ'মর (রাঃ) এর আসার বা মতামত।

দলিল নং-৯৯

আসার নং-৩২

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ .

অর্থাৎ- মুজাহীদ বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন আমরকে যোহর ও আসরে ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়তে শুনেছি। শরাহ্ মাআনিল আসার ১০ খঃ ২১ পৃঃ। ইবনে আবি শায়বা ১ম খঃ ৩৭৩ পৃঃ। এই আসারটি সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী বলেন : هَذَا إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ অর্থাৎ- এই আসারটির সনদ সহীহ। আসারটির বর্ণনা কারীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। (১) আবু বকর বিন কুতায়বা-ইমাম হাকেম তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন। দেখুন, আল মুসতাদরাক ১ম খঃ ১৬০ পৃঃ। ইমাম ইবনে হিব্বান তাঁকে কেতাবুস্ সেকাতে বয়ান করেছেন। দেখুন- কেতাবুস্ সেকাত ৮ম খঃ ১৫২ পৃঃ। (২) আবু দাউদ তায়ালিসি সহীহ মুসলিমের বর্ণনাকারী এবং জমহুরে মুহাদ্দেস তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন। (৩) শোবা তিনি প্রসিদ্ধ ইমাম এবং সেহা সেত্তাহর বুনিয়াদী বর্ণনাকারী। রেজালের পণ্ডিত হাফেজ ইবনে হাযার বলেন, তিনি বিশ্বস্ত দেখুন (তাকরীব) (৪) হুসাইন বিন আব্দুর রহমান সেহা সেত্তাহর হাদীস বর্ণনাকারী ও বিশ্বস্ত। হাফেজ ইবনে হাযার বলেন তিনি তফসীরে এবং এলমে বিশ্বস্ত। দেখুন, তাকরীব। অতএব আসারটি সহীহ।

দলিল নং-১০০

আসার নং-৩৩

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ .

অর্থাৎ- হযরত মুজাহীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) কে ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়তে শুনেছি। দেখুন, ইবনে আবি

শায়বা ১ম খঃ ৩৭৩ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর আসার বা মতামত-
দলিল নং-১০১ আসার নং-৩৪

قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ (رض) كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا كُنْتُ مَعَ الْإِمَامِ وَهُوَ
يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ وَبِكَ يَفَارِسِي أَقْرَأُ بِهَا فِي نَفْسِكَ .

অর্থাৎ- (আবু সায়েব বলেন) আমি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কে বললাম
আমি যখন ইমামের পিছনে থাকব এবং ইমাম জোরে কেরাত পড়বে তখন
আমি কি করব? আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, হে ফারেসী তোমার উপর
আফসোস (তুমি এই কথাটুকু বোঝনা?) সুরা ফাতেহা ইমামের পিছনে আস্তে
পড়বে। যুযঃ ১০ পৃঃ, কেতাবুল কেরাত ১৯ পৃঃ।

দলিল নং-১০২ আসার নং-৩৫
قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ (رض) إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا خَلْفَ الْإِمَامِ وَأَنَا أَسْمَعُ
قِرَاءَتَهُ فَقَالَ يَا بَنَ الْفَارِسِي أَقْرَأُ بِهَا فِي نَفْسِكَ .

অর্থাৎ (আব্দুর রহমান বিন ইয়াকুব বলেন) আমি বললাম, হে আবু হুরায়রা
(রাঃ) আমি কখনও ইমামের পিছনে থাকি আর ইমামের কেরাতও শুনতে পাই।
তিনি বললেন, হে ফারেসীর বেটা, সুরা ফাতেহা আস্তে পড়। দেখুন-কেতাবুল
কেরাত ২২ পৃঃ।

দলিল নং-১০৩ আসার নং-৩৬
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَأَقْرَأُ بِهَا
وَأَسْبِقُهُ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ آمِينَ مَنْ وَافَقَ ذَلِكَ
قَمَزَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُمْ .

অর্থাৎ- আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, ইমাম যখন সুরা ফাতেহা পড়ে তখন তুমিও
সুরা ফাতেহা তার সাথে সাথে পড় এবং আগে শেষ কর। কেননা ইমাম যখন
অলাদুদ্বলীন বলে, তখন ফেরেস্তারা আমীন বলে। আর যার আমীন তাদের
আমীনের সঙ্গে একত্রিত হবে সেটা কবুল হওয়ার জন্য সহায়ক হবে।

দেখুন, যুযউল কেরাত, বোখারী (দিল্লী) ২৬-৩০ পৃঃ।

এই আসারটির সকল বর্ণনাকারী সহীহ মুসলিমের বর্ণনাকারী। তার মধ্যে
আবু সাবেত মুহাম্মাদ বিন ওবায়দুল্লাহ আল মাদানী সহীহ বোখারীর বিশ্বস্ত

বর্ণনাকারী ও হাদীসের হাফেজ। দেখুন, তাহযিবুত তাহযীব। অতএব, আসারটি সহীহ।

দলিল নং-১০৪

আসার নং-৩৭

وَهُوَ يَأْمُرُ بِالْقُرْآنِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ فِيمَا خَافَتْ .

অর্থাৎ- আবু হুরায়রা (রাঃ) জোরে এবং আস্তুর সকল নামাযে ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার হুকুম দিতেন। দেখুন, মুয়ালিমুস্ সুনান ১ম খঃ ৩৯২ পৃঃ। এ সকল আসারগুলি দ্বারা বোঝা যায় যে, আবু হুরায়রা (রাঃ) জোরের এবং আস্তুর নামাযে মুক্তাদীদের জন্য সুরা ফাতেহা পড়া আবশ্যিক মনে করতেন।

□ এ ব্যাপারে হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রাঃ) এর আসার বা মতামত।

দলিল নং-১০৫

আসার নং-৩৮

وَكَاثَتْ عَائِشَةُ (رَضَ) تَأْمُرُ بِالْقُرْآنِ خَلْفَ الْإِمَامِ .

অর্থাৎ- হযরত আয়েশা (রাঃ) ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার হুকুম দিতেন। কেতাবুল কেরাত ৫ পৃঃ

□ এ ব্যাপারে আবু হুরায়রা ও মা আয়শা (রাঃ) এর আসার বা মতামত।

দলিল নং-১০৬

আসার নং-৩৯

أَنَّهُمَا كَانَا يَرِيَانِ الْقُرْآنَ خَلْفَ الْإِمَامِ .

অর্থাৎ- আবু হুরায়রা (রাঃ) ও মা, আয়শা (রাঃ) এঁরা দুজনই ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার পক্ষপাতী। কেতাবুল কেরাত ৬৬ পৃঃ।

দলিল নং-১০৭

আসার নং-৪০

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضَ) وَعَائِشَةَ (رَضَ) أَنَّهُمَا كَانَا يَأْمُرَانِ بِالْقُرْآنِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي رَكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَشَيْءٍ مِّنَ الْقُرْآنِ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ يَقْرَأُ فِي الْآخِرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

অর্থাৎ- আবু হুরায়রা (রাঃ) ও মা আয়শা (রাঃ) যোহর ও আসরের নামাযে ইমামের পিছনে প্রথম দুই রাকাতে সুরা ফাতেহা এবং কোরআন থেকে কিছু পড়ার হুকুম দিতেন। এবং মা, আয়শা (রাঃ) বলতেন, শেষের দুই রাকাতে শুধু সুরা ফাতেহা পড়বে। দেখুন বায়হাকী ২য় খঃ ১৭১ পৃঃ। কেতাবুল কেরাত ৬৬ পৃঃ।

আবু হুরায়রা ও মা, আয়শা (রাঃ) এর আসারে হাদীসটি থেকে বোঝা যায়, তাঁরা কোরআন মাজীদ ও সুরা ফাতেহা যেন পৃথক করে ফেলেছেন।

অর্থাৎ কোরআনের কেরাত এক জিনিস আর সুরা ফাতেহা যেন ভিন্ন জিনিস।

✱ অপরদিকে আল্লাহ বলেন :

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ .

অর্থাৎ- হে মুহাম্মাদ (সঃ) আমি আপনাকে দান করেছি ৭টি আয়াত ফাতেহা এবং দান করেছি কোরআনে আজিম। এ আয়াতটিতেও বোঝা যায় আল্লাহ পাক যেন কোরআন থেকে সুরা ফাতেহাকে পৃথক করেছেন। ✱ ওদিকে আল্লাহ পাক সুরা ফাতেহাকে বাদ দিয়ে বলেছেন ذَٰلِكَ الْكِتَابُ এই কেতাব।

لَا رَيْبَ فِيهِ এর ভিতরে কোন সন্দেহ নাই। এতেও বোঝা যায় সুরা ফাতেহা যেন কোরআন থেকে পৃথক জিনিস। ✱ অপরদিকে রসুল (সঃ) বলেছেন, আমি যখন নামাযে সশব্দে কেরাত পড়ি তখন কোরআন থেকে তোমরা কিছুই পড়বে না কিন্তু কোরআনের মা সুরা ফাতেহাকে পড়বে। আবু দাউদ ১ম খঃ ১১৯ পৃঃ। এতেও বোঝা যায় সুরা ফাতেহা এক জিনিস আর কোরআন যেন ভিন্ন জিনিস। এখানে কোরআন থেকে সুরা ফাতেহাকে পৃথক করে সুরা ফাতেহার অপরিসীম গুরুত্ব প্রকাশ করা হয়েছে। ✱ ওদিকে আল্লাহর রসুল (সঃ) স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন যে, সুরা ফাতেহার এক নাম নামায। মুসলিম ১ম খঃ ১৮৯ পৃঃ। এই জন্য তিনি আরও বলেছেন, সুরা ফাতেহা ছাড়া কোন ব্যক্তির নামায হয় না, সে ব্যক্তি ইমাম হোক, মুক্তাদী হোক আর মুনফারেদ হোক। এরই ধারাবাহিকতায় আবু হুরায়রা (রাঃ) ও মা আয়শা (রাঃ) বলেছেন যে, তুমি প্রথম দুই রাকাতে সুরা ফাতেহা এবং কোরআন থেকে কিছু পড়বে। এখানে সকল বর্ণনার দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় সুরা ফাতেহার অপরিসীম গুরুত্বটা কত বেশী। আমিও কিন্তু সুরা ফাতেহার অপরিসীম গুরুত্বটা বোঝানোর জন্য দলিল ভিত্তিক বর্ণনাগুলি তুলে ধরেছি মাত্র। সুরা ফাতেহা কোরআনের অংশ নয় সেটা কিন্তু মাওলানা সাহেব আমার বোঝানোর উদ্দেশ্য নয়। অবশ্যই সূরা ফাতেহা কুরআনের অংশ। হে আল্লাহ তুমি সূরা ফাতেহার গুরুত্বটা সব ভাইকে বোঝার তৌফিক দাও। আমীন।

□ এ ব্যাপারে হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামানের আসার বা মতামত।

দলিল নং-১০৮

আসার নং-৪১

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (رض) اِقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ قُلْتُ وَإِنْ قَرَأْتَ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ قَرَأْتَ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبِي بْنُ كَعْبٍ وَحَدِيثُهُ بَنُ الْيَمَانِ وَعَبْدَةُ.

অর্থাৎ- হযরত ওমর (রাঃ) প্রশ্ন কারীকে হুকুমের মত বললেন, ইমামের পিছনে

সুরা ফাতেহা পড়। আমি বললাম যদি আপনি পড়তে থাকেন ? ওমর (রাঃ) বললেন, যদিও আমি পড়তে থাকি। আর উবায়বিন কা'আব, হুযাইফা বিন ইয়ামান এবং উবাদাহ (রাঃ)ও এভাবেই বলেছেন। দেখুন, যুযউল কেরাত ৮ পৃ।

□ এ ব্যাপারে হযরত হিসাম বিন আমের (রাঃ) এর আসার বা মতামত।

দলিল নং-১০৯

আসার নং-৪২

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ أَنَّ هِشَامَ بْنَ عَمْرِو (رض) قَرَأَ فَقِيلَ لَهُ اتَّقِرْ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ إِنَّا لَنَفْعُلُ .

অর্থাৎ- হুমায়েদ বিন হিলাল বলেন, হিসাম বিন আমের (রাঃ) একদা ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়লেন। তখন বলা হল আপনি ইমামের পিছনে পড়েন ? হিসাম বিন আমের বললেন, আমরা (সাহাবীগণ) অবশ্যই (ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা) পড়ি।

সুনানে কুবরা বায়হাকী ২য় খঃ ১৭০ পৃ। এখানে হযরত হিসাম বিন আমের থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে সকল সাহাবায়ে কেরামগণ ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়তেন।

□ এ ব্যাপারে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এর আসার বা মতামত।

দলিল নং-১১০

আসার নং-৪৩

عَنْ أَبِي نَصْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِي (رض) عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

অর্থাৎ আবু নসর বলেন, আমি হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এর নিকট ইমামের পিছনে কেরাত পড়া সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ইমামের পিছনে শুধু সুরা ফাতেহা পড়। দেখুন, বায়হাকী ২য় খঃ ১৭০ পৃ।

এ আসারে হাদীসটির সমস্ত বর্ণনাকারী সহীহ মুসলিমের হাদীস বর্ণনাকারী। মাত্র একজন বর্ণনাকারী সহীহ মুসলিমের বর্ণনাকারী নয় তবে তাকে জমহুরে মুহাদ্দেসগণ বিশ্বস্ত বলেছেন। এবং রেজালের পণ্ডিত ইবনে হাযার তাকে (ছুদুক) সত্যবাদী বলেছেন। দেখুন (তাকরিব)

□ এ ব্যাপারে হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) এর আসার বা মতামত।

হযরত জাবের একজন প্রসিদ্ধ জলিলুল কদর সাহাবী ও হাফেজ। ইমাম যাহাবী বলেন ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আনসারী ফকীহ এবং মদীনার মুফতী। দেখুন, তাযকিরাতুল হুফায ১ম খঃ ২৩ পৃ।

দলিল নং-১১১

আসার নং-৪৪

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رض) قَالَ يَقْرَأُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ فِي الْأُولَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي آخَرَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

অর্থাৎ- হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, ইমাম এবং মুক্তাদী প্রথম দুই রাকাতে যেন সুরা ফাতেহা এবং একটি সুরা এবং শেষের দুই রাকাতে যেন শুধু সুরা ফাতেহা পড়ে। কেতাবুল কেরাত ৬৭ পৃঃ।

দলিল নং-১১২

আসার নং-৪৫

عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي رَكْعَتَيْنِ الْأُولَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْآخَرَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

অর্থাৎ- হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা (সাহাবাগণ) ইমামের পিছনে যোহরের প্রথম দুই রাকাতে সুরা ফাতেহা এবং আর একটি সুরা এবং শেষের দুই রাকাতে শুধু সুরা ফাতেহা পড়তাম। বায়হাকী ২য় খঃ ১৭০ পৃঃ। ইবনে মাজাহ ১ম খঃ ৬১ পৃঃ। কেতাবুল কেরাত ৬৭ পৃঃ।

এই আসারটি সম্পর্কে ইবনে মাজার হাশীয়ায় লেখা হয়েছে- هَذَا إِسْنَادُهُ

অর্থাৎ- এ হাদীসের সনদ সহীহ এবং বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। দেখুন- ইবনে মাজাহ ৬১ পৃঃ। এ আসারটির সকল বর্ণনাকারীগণ বোখারী মুসলিমের হাদীস বর্ণনাকারী রাবী। সাঈদ বিন আমের জমহুরে মুহাদ্দেসিনের নিকট বিশ্বস্ত। ইমাম ইহাইয়া বিন মুঈন বলেন, সে বিশ্বস্ত। দেখুন দারেমী ১২৭ ও ৩৯৫ পৃঃ।

মুফতী গোলাম রহমান সাহেব, হযরত জাবের (রাঃ)-এর একটি আসার তার বিতর্কের অবসান নামক বইতে এনেছেন। কিন্তু সে বর্ণনাটি একেবারে যঈফ। কারণ আসারটির ভিতর একজন বর্ণনাকারী ইহাইয়া বিন সালাম জমহুরে মুহাদ্দেসিনের নিকট যঈফ। দেখুন, আল ইসতেযকার ২য় খঃ ১৯২ পৃঃ। এছাড়া ইমাম হাকেম, তহাবী, দারাকুতনী, ইবনে হাযার, হাইসামী, ইমাম যাহাবী, এরা সবাই তার ক্রটিগুলি একের পর এক তুলে ধরেছেন। অতএব হযরত জাবের (রাঃ)-এর নামে যে আসারটি মুফতী গোলাম রহমান সাহেব তার বইতে তুলে ধরেছেন তা দলিলের অযোগ্য।

দলিল নং-১১৩

আসার নং-৪৬

قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (رض) لَا يُجْزِيهِ إِلَّا بِأَمِّ الْقُرْآنِ .

অর্থাৎ- হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, সুরা ফাতেহা ছাড়া নামায জায়েজ বা যথেষ্ট হয়না। যুয-৪ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে হযরত আবুদ দারদাহ (রাঃ) আসার বা মতামত।

দলিল নং-১১৪

আসার নং-৪৭

عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ لَا تَتْرُكُ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ جَهْرًا أَوْ لَمْ يَجْهَرْ .

অর্থাৎ- হাস্‌সান বিন আতিয়া থেকে বর্ণিত। হযরত আবুদ দারদাহ (রাঃ) বলেন, ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়া ছেড়ে দিয়না তাই ইমাম জোরে পড়ুক বা আস্তে। কেতাবুল কেরাত ৬৮ পৃঃ।

দলিল নং-১১৫

আসার নং-৪৮

عَنْ أَبِي دَرْدَاءٍ (رض) قَالَ لَوْ أَدْرَكْتُ الْإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ لَا حُبَبْتُ أَنْ أَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

অর্থাৎ- হযরত আবুদ দারদাহ (রাঃ) বলেন, যদি আমি ইমামকে রুকু অবস্থায় পাই, তাহলে আমি পছন্দ করি যে, সুরা ফাতেহাটা পড়ে নেই। দেখুন কেতাবুল কেরাত ৬৮ পৃঃ।

হযরত আবুদ দারদাহ (রাঃ) এর আসারের ভিতরে “وهو راکع” “অহুয়া রাকেউন” শব্দ থাকার কারণে বোঝা যায়- সুরা ফাতেহার গুরুত্ব এত বেশী যে তিনি রুকু পেলেও সুরা ফাতেহা ছাড়া রাকাত গণ্য করতে অস্বীকার করছেন।

পাঠকগণ, মুফতী গোলাম রহমান সাহেব হযরত আবু দারদাহ (রাঃ) এর উদ্ধৃতি দিয়ে একটি হাদীস তাঁর বই এর ভিতরে এনেছেন যে, রসুল (সঃ) ইমামের কেরাত মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট মনে করতেন। আবার নিজেই স্বীকার করে বলেছেন, তার বই এর ২৮ পৃষ্ঠায় হাদীসটির শেষের অংশটি ভুল।

□ এ ব্যাপারে হযরত আনাস (রাঃ) এর আসার বা মতামত।

দলিল নং-১১৬

আসার নং-৪৯

عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ .

অর্থাৎ- সাবেত বলেন, হযরত আনাস (রাঃ) আমাদেরকে সবসময় ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার হুকুম দিতেন।

দেখুন, সুনানে কুবরা বায়হাকী ২য় খঃ ১৭০ পৃঃ।

হযরত আনাস (রাঃ) প্রসিদ্ধ জলিলুল কদর সাহাবী এবং ফকিহ ছিলেন রেজালের পণ্ডিত ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মুহাদ্দেস এবং খতীব ছিলেন এবং খাদেমে রসুল (সঃ) ছিলেন। তিনি রসুল (সঃ) এর ২ হাজার ২ শত ৮৬টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই আসারটির সনদ হাসান (ভাল)। আসারটির বর্ণনা কারীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। (১) আবু আবদুল্লাহ আল হাফেজ সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত। দেখুন, তারিখে বাগদাদ ৫ম খঃ ৩৭৩ পৃঃ। (২) মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব তিনি বিশ্বস্ত হওয়ার উপর ইজমা প্রমাণিত। রেজালের পণ্ডিত ইমাম যাহাবী বলেন তিনি একজন ইমাম, বিশ্বস্ত ও মুহাদ্দেস। দেখুন, তায়কিরাতুল হুফফায় ৩য় খঃ ৮৬০ পৃঃ। (৩) মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সাগানী। তিনি সহীহ মুসলিমের বর্ণনাকারী। রেজালের পণ্ডিত ইমাম ইবনে হাযার বলেন, তিনি বিশ্বস্ত। দেখুন, তাকরিব ৪৬৭ পৃঃ। (৪) আহমাদ বিন সাঈদ, আদদারেমী। তিনি বোখারী মুসলিমের হাদীস বর্ণনাকারী। হাফেজ ইবনে হাযার বলেন, তিনি বিশ্বস্ত, (তাকরিব)। (৫) নযর ইবনে সুমায়েল তিনি সিহাহ সেত্তাহর বর্ণনাকারী রাবী। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি বিশ্বস্ত, ইমাম ও সুন্নতের হেফাযাতকারী। আল কাশেফ ৩য় খঃ ১৭৯ পৃঃ। (৬) আওয়াম বিন হামযা সত্যবাদী। দেখুন (তাকরীব) ৪৩৩ পৃঃ। (৭) সাবেত আল বানানী, ইনিও সিহাহ সেত্তাহর হাদীস বর্ণনাকারী এবং বিশ্বস্ত। দেখুন, (তাকরীব) ১৩২ পৃঃ, অতএব এ আসারটি নিশ্চিত সহীহ।

□ এ ব্যাপারে হযরত ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) এর আসার বা মতামত।

দলিল নং-১১৭

আসার নং-৫০

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) قَالَ لَأَتَزَكِّيْ صَلَاةَ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطُهُورٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَرَاءَ الْإِمَامِ أَوْ غَيْرِ الْإِمَامِ .

অর্থাৎ- হযরত ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) বলেন, কোন মুসলিমের নামায, ওজু, ও রুকু ও সেজদা ও সুরা ফাতেহা ছাড়া পাক পবিত্র হয় না, ইমামের পিছনে হোক অথবা ইমামের পিছনে না হোক। দেখুন, কেতাবুল কেরাত ৬৮ পৃঃ। এই আসারে হাদীস খানা ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়া যে প্রত্যেকের উপর ফরজ তার অকাউ দলিল হিসাবে বর্ণিত।

দলিল নং-১১৮

আসার নং-৫১

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) أَنَّهُ قَالَ لَا يَجُوزُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অর্থাৎ- ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) বলেন, সুরা ফাতেহা ছাড়া নামায জায়েজ নাই। বায়হাকী ২য় খঃ ১৬২ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল (রাঃ) এর আসার বা মতামত ।

দলিল নং-১১৯

আসার নং-৫২

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ (رض) أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ
الْإِمَامِ فِي الْأَوَّلَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الْآخِرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ .

অর্থাৎ- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রাঃ) ইমামের পিছনে যোহর এবং আসরের প্রথম দুই রাকাতে সুরা ফাতেহা এবং তার সাথে আরও দুটি সুরা পড়তেন এবং শেষের দুই রাকাতে শুধু সুরা ফাতেহা পড়তেন । যুযউল কেরাত ৮ পৃঃ ।

□ এ ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) এর আসার বা মতামত ।

দলিল নং-১২০

আসার নং-৫৩

وَقَالَ مُجَاهِدٌ (رح) إِذَا لَمْ يَقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ أَعَادَ الصَّلَاةَ
وَكَذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ .

অর্থাৎ- মুজাহীদ (রহঃ) বলেন, যখন ইমামের পিছনে কেউ সুরা ফাতেহা না পড়ে তখন সে যেন নামায আবার পড়ে, এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়েরও এই কথা বলেন । দেখুন, যুযউল কেরাত ৬ পৃঃ ।

□ এ ব্যাপারে মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ) এর আসার বা মতামত ।

দলিল নং-১২১

আসার নং-৫৪

سَأَلَ رَجُلٌ مَعَاذِبِنَ جَبَلٍ (رض) عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ
فَقَالَ إِذَا قَرَأَ فَأَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

অর্থাৎ- এক ব্যক্তি মুয়াযবিন যাবাল (রাঃ) এর নিকট ইমামের পিছনে কেরাত পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন । তিনি বলেন, সুরা ফাতেহা পড় । দেখুন, মুয়ালেমুত্ তানযিল ২য় খঃ ৩৩১ পৃঃ । বায়হাকী ২য় খঃ ১৬৯ পৃঃ ।

□ এ ব্যাপারে হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) এর সাক্ষ্য ।

দলিল নং-১২২

আসার নং-৫৫

وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا يُجْزِي صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

অর্থাৎ- হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমরা সাহাবায়ে কেরামগণ বলতাম, কোন নামায সুরা ফাতেহা ছাড়া জায়েজ হয়না । ইবনে আবি শায়বা ১ম খঃ ৩৬১ পৃঃ ।

□ এ ব্যাপারে ইমাম সুবকী (রহঃ) এর সাক্ষ্য-

দলিল নং-১২৩

وَقَدْ رُوِيَتْ أَثَارٌ كَثِيرَةٌ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي السِّرِّيَّةِ وَالْجَهْرِيَّةِ مَعًا عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ .

অর্থাৎ- সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈগণ থেকে ‘সেররী’ এবং যাহরী নামায়ে ইমামের পিছনে (সুরা ফাতেহা) পড়ার অসংখ্য আসার বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, ফতোয়ায়ে সুবকী ১৪৮ পৃঃ।

পাঠকগণ, এ সমস্ত রসুল (সঃ) এর হাতে গড়া সাহাবী, যাদের ভিতরে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবীগণও রয়েছেন তাদের আসারে হাদীস দ্বারা ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার প্রমাণ নিশ্চিত হয়ে গেছে। সাহাবায়ে কেরামগণ রসুল (সঃ) এর অনুসরণার্থে ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়তেন এবং অন্যদেরকেও ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার হুকুম দিতেন। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তাদের অনুসরণের মাধ্যমে মৃত্যুবরণ করান। আমীন।

❀ এবার আসুন মাওলনা সাহেব ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পাঠ ছাড়া যে মুক্তাদীর নামায হয়না। সে বিষয় তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈ হতে তার প্রমাণ-

ইমাম বোখারী (রহঃ) বলেন, হাসান বসরী, সাঈদ বিন যুবায়ের মায়মুনা বিন মেহরান এবং অগনিত তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন, ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার পক্ষে সে নামায জোরের হোক অথবা আস্তের হোক। দেখুন, যুযউল কেরাত বোখারী ৫ম পৃঃ। তাওযিহুল কালাম ১ম খঃ ৫৩ পৃঃ। বিস্তারিত বয়ান সামনে আসছে ইনশায়াল্লাহ্।

□ ইমাম হাসান বসরী (রহঃ) এর ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার ফতোয়া।

দলিল নং-১২৪

ফতোয়া নং-১

عَنِ الْحَسَنِ (رح) أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِكَ .

অর্থাৎ- ইমাম হাসান বসরী (রহঃ) বলতেন, প্রত্যেক নামাযের প্রত্যেক রাকাতে ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা আস্তে পড়। দেখুন, বায়হাকী ২য় খঃ ১৭১ পৃঃ ইবনে আবি শায়বা ১ম খঃ ৩৭৩ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে ইমাম মাকহুল (রহঃ) এর ফতোয়া নং-২

দলিল নং-১২৫, ফতোয়া নং-২

قَالَ مَكْحُولٌ (رَح) اقْرَأْ بِهَا يَغْنَى بِالْفَاتِحَةِ فِيمَا جَهَرَ بِهِ
الْإِمَامُ إِذَا قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسَكَتَ سِرًّا وَإِنْ لَمْ يَسْكُتْ
اقْرَأْ بِهَا قَبْلَهُ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ لَا تَتْرُكُهَا عَلَى حَالٍ .

অর্থাৎ- ইমাম মাকহুল (রহঃ) বলেন, যখন ইমাম জোরের নামাযে সুরা ফাতেহা পড়ার পর চুপ থাকে তখন তুমি সুরা ফাতেহা আন্তে আন্তে পড়ে নাও। আর যদি ইমাম না থাকে তাহলে তুমি ইমামের সাথে পড় বা আগে পড় বা পরে পড়। পড়বেই, কোন অবস্থাতে ছাড়বে না। দেখুন, আবু দাউদ ১ম খঃ ১২১ পৃঃ। বায়হাকী ২য় খঃ ১৭১ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে হযরত হাম্মাদ (ওস্তাদ ইমাম আবু হানিফা রঃ) এর ফতোয়া।

দলিল নং-১২৬

ফতোয়া নং-৩

وَقَالَ خَلَّالٌ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي الْمَغِيرَةِ قَالَ سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ
الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الْأَوَّلَى وَالْعَصْرِ فَقَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَقْرَأُ
فَقُلْتُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ فَقَالَ أَنْ تَقْرَأَ .

অর্থাৎ- হাজ্জালা বিন আবি মুগিরা (রহঃ) বলেন যে, আমি হযরত হাম্মাদকে যোহর ও আসরে ইমামের পিছনে কেরাত পড়া সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, সাঈদ বিন যুবায়ের ইমামের পিছনে পড়তেন। আমি বললাম, আপনার কি এটা পছন্দ হয়? হাম্মাদ বললেন, আমি এটা পছন্দ করি। তুমি ইমামের পিছনে পড়। দেখুন, যুযঃ (বোখারী ৫ পৃঃ)

□ এ ব্যাপারে হযরত সাঈদ বিন যুবায়ের (রহঃ) এর ফতোয়া

দলিল নং-১২৭

ফতোয়া নং-৪

قَالَ ابْنُ خُشَيْمٍ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ
كُنْتُ تَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ .

অর্থাৎ- আব্দুল্লাহ বিন উসমান বিন খুশায়েম বলেন, আমি হযরত সাঈদ বিন যুবায়েরকে জিজ্ঞাসা করি যে, আমি কি ইমামের পিছনে পড়ব? তিনি বললেন, অবশ্যই পড়বে। যদিও তুমি ইমামের কেরাত শুনতে পাও। যুযঃ বোখারী ৬ ও ২৯ পৃঃ। কেতাবুল কেরাত ৬৯ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে হযরত রজাবিন হাই'অত (রহঃ) এর ফতোয়া

দলিল নং-১২৮

ফতোয়া নং-৫

عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيَوَةَ (رض) أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَجْهَرٌ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ فَلَا بُدَّ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

অর্থাৎ- রজা বিন হাই'অত (রহঃ) বলতেন, যদি ইমামের পিছনে হও, আর ইমাম জোরে কেরাত করে বা আস্তে সকল অবস্থায় সুরা ফাতেহা পড়া জরুরী। দেখুন, আল মুহাল্লা ৩য় খঃ ৩৮৮ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে হযরত ওরওয়া বিন যুবায়ের (রহঃ) এর ফতোয়া

দলিল নং-১২৯

ফতোয়া নং-৬

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ (رض) عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ يَا ابْنَتِي اقْرَأِي فِي سَكْتَةِ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةُ الْإِبْفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

অর্থাৎ- হিশাম তার পিতা ওরওয়া হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ওরওয়া বলেন, হে আমার বেটা, ইমামের সাক্তার (নীর্বতার) সময় সুরা ফাতেহা পড়। কেননা সুরা ফাতেহা ছাড়া কোন নামাজ পূর্ণ হয় না। কেতাবুল কেরাত ৭০ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে ইমাম আবু সালমা বিন আব্দুর রহমান (রহঃ) এর ফতোয়া।

দলিল নং-১৩০

ফতোয়া নং-৭

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ لِلْإِمَامِ سَكَّتَانِ فَاغْتَنِمُوا الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

অর্থাৎ- হযরত আবু সালমা বলেন, ইমামের জন্য দুটি সাক্তা সুতরাং এর মধ্যে সুরা ফাতেহা পড়া গণিমত বোঝ। যুযঃ বোখারী ৩০ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে হযরত আতা (রহঃ) এর ফতোয়া।

দলিল নং-১৩১

ফতোয়া নং-৮

عَنْ عَطَاءٍ (رح) قَالَ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يَجْهَرُ فَلْيُبَادِرْ بِقِرَاءَةِ أَمِ الْقُرْآنِ أَوْ لِيَقْرَأَ بَعْدَ مَا يَسْكُتُ فَإِذَا قَرَأَ فَلْيَنْصِتْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى .

অর্থাৎ- হযরত আতা (রহঃ) বলেন, যখন ইমাম উচ্চ স্বরে কেরাত পাঠ করে তখন মুক্তাদীর উচিত সুরা ফাতেহা পড়া জলদী করে অথবা ইমামের সাক্তার (১) সময় পড়ে নিবে। সুতরাং ইমাম যখন পড়ে তখন চুপ থাকবে যেমন আল্লাহ তায়াল বলেছেন। দেখুন, যুযঃ বোখারী ১৪ পৃঃ। কেতাবুল কেরাত বায়হাকী

৮৭ পৃঃ। হযরত আতা (রহঃ) এর কথায় বোঝা যায় ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা যে কোন সময় পড়া যায় তবে শোনার প্রশ্ন আছে বলে জলদী পড়তে হবে অথবা সাক্তার সময় পড়তে হবে।

দলিল নং-১৩২

ফতোয়া নং-৯

وَقَالَ عَطَاءٌ (رح) كَانُوا يَرَوْنَ عَلَى الْمَأْمُومِ الْقِرَاءَةَ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ وَفِيمَا يُسِرُّ .

অর্থাৎ- হযরত আতা (রহঃ) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেরঈনগণ জোরের এবং আস্তের উভয় নামায়ে মুক্তাদীর জন্য (সুরা ফাতেহা) পড়ার পক্ষে ছিলেন। গাইসুল গাম্মাম, হাশিয়া ইমামুল কালাম ১ ৫৬ পৃঃ।

(১) ইমামের দুটি সাক্তার কথা হাদীসে পাওয়া যায়। একটি হল তাকবিরে তাহরিমার পর, অপরটি সম্পর্কে কোন কোন হাদীসে এসেছে সুরা ফাতেহার শেষে আমীন বলার পরে। আর কোন কোন হাদীসে এসেছে সুরা ফাতেহা শেষ করে অন্য কেরাত পড়ার শেষে যেয়ে সাক্তা করা। কিন্তু অধিকাংশ গায়ের মুকাল্লেদ আহলে হাদীস ভাইদের মধ্যে দেখাযায়, সুরা ফাতেহার একটি একটি আয়াত যখন থেমে থেমে পড়ার বিধান হাদীসে পাওয়া যায় তখন থামা বা বিরতির মধ্যে ঐ আয়াতটি পড়ে নেয়াটাই পছন্দ করেছেন। দলিলঃ

যুযউল কেরাতের ভিতরে এসেছে-

عن ابى هريرة (رض) قال اذا قرأ الامام بام القرآن فاقراً بها واسبقه فانه اذا قال والضالين قالت الملائكة امين من وافق ذلك فمن ان يستجيب لهم

অর্থাৎ- ইমাম যখন সুরা ফাতেহা পড়ে তখন তুমিও সুরা ফাতেহা তার সাথে সাথে পড় এবং আগে শেষ কর। কেননা ইমাম যখন অলাদ্বল্লীন বলে তখন ফেরেস্তারা আমীন বলে। যার আমীন তাদের আমীনের সঙ্গে একত্রিত হবে তার সেটা কবুল হওয়ার জন্য সহায়ক হবে। আমার দলিল নং ১০৫।

হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগার ভিতরে এসেছে-

فان جهر الامام لم يقرأ الا عند اسكاته وان خافت فله الخيرة فان قرأ الفاتحة فليقرأ الفاتحة قراءة لا يشوش على الامام وهذا اولى الاقوال عندي .

অর্থাৎ- যদি ইমাম জোরে কেরাত পড়ে তাহলে মুক্তাদী ইমামের সাক্তার সময় সময় পিছনে পিছনে সুরা ফাতেহা পড়বে। আর যদি সে আস্তে পড়ে তাহলে মুক্তাদীর ইচ্ছা যখন পারে পড়বে। আমার দলিল নং ১৭২।

কেতাবুল কেরাত বায়হাকীর ভিতরে এসেছে-

فان لم يمكن قرأ معه بفاتحة الكتاب اذا قرأ بها واسرع القراءة ثم استمع .

অর্থাৎ ইমাম আওয়াযী বলেন, যদি ইমামের সাক্তার সময় পড়া সম্ভব না হয়, তাহলে তার পড়ার সাথে সাথে জলদী জলদী পড়বে এবং শুনবে। আমার দলিল নং ১৪১। এখানে ইমামের পড়ার সাথে সাথে ও যখন মুক্তাদীর পড়ার অনুমতি আছে তখন ফাঁকে ফাঁকে ইমামের নীরবতার সময় পড়াটাও হাদীস সম্মত।

আবু দাউদ ও বাহয়হাকীর ভিতরে এসেছে-

قال مكحول اقرأ بها ايئني بالفاتحة فيما جهر به الامام اذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرا وان لم يسكت اقرأ بها قبله ومعه وبعده لا تتركها على حال .

অর্থাৎ- ইমাম মাকহুল বলেন, ইমাম যখন জেহরী নামায়ে সূরা ফাতেহা পড়ে চুপ থাকে তখন তুমি সূরা ফাতেহা আস্তে আস্তে পড়বে আর যদি ইমাম সাক্তা না করে বা না থামে তাহলে তুমি তার আগেও পড়তে পার, সাথে সাথেও পড়তে পার, পরেও পড়তে পার কোন অবস্থায় ছাড়বেনা। আমার দলিল নং ১২৭।

মোয়ালেমুস সুনান এস্তে এসেছে- সূরা ফাতেহা পড়ার হুকুম প্রত্যেক অবস্থায় দেওয়া হয়েছে। যদি সম্ভব হয় ইমামের বিরতির সময় পড়। নতুবা ইমামের সঙ্গে অবশ্যই পড়বে। আমার দলিল নং ১৫৯।

এসকল দলিলের দৃষ্টিকোন থেকে বোঝা যায় যে সূরা ফাতেহা সকল অবস্থাতে মুক্তাদীদের পড়ার অবকাশ আছে। আর সূরা ফাতেহার একটা একটা আয়াত পড়ার পর যদি ইমাম বিরতি দেন বা সাক্তা করেন তাহলে ইমামের সাক্তা করার হাদীসও মানা হল এবং সূরা ফাতেহার একটি একটি আয়াত আলাদা আলাদা করে পড়ারও বিধান মানা হল এবং মুক্তাদীদের সূরা ফাতেহা পড়ারও সুযোগ হল ও শোনারও সওয়াব হল। এজন্য অধিকাংশ গায়ের মুকাল্লিদ মুসলিমরা (আহলে হাদীসগণ) এই পদ্ধতিটা অবলম্বন করেন। আর যারা ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়তে নিষেধ করেন তাদের মুখে আবার কেমন করে সাক্তার হাদীসের কথা শোভা পায়? পাঠকবৃন্দ এপদ্ধতি ছাড়াও গায়ের মুকাল্লিদ মুসলিমদের মধ্যে কিছু কিছু ইমাম আবার সূরা ফাতেহা পড়ার শেষে সাক্তা বা নীরবতা পালন করে মুক্তাদীদের সূরা ফাতেহা পড়ার সুযোগ করে দেন। আমার দলিল নং ১৪১। আবার কিছু কিছু ইমাম সূরা ফাতেহার পর অন্য একটি সূরা পড়ে সর্বশেষে সাক্তা বা নীরবতা পালন করে মুক্তাদীদের সূরা ফাতেহা পড়ার সুযোগ করেদেন। তবে হাদীসের খেলাফ কোন গায়ের মুকাল্লিদ হানাফীদের মত না পড়ার দলে নাই।।

□ এ ব্যাপারে হযরত মুজাহীদ (রহঃ) এর ফতোয়া।

দলিল নং-১৩৩

ফতোয়া নং-১০

قَالَ مُجَاهِدٌ إِذَا لَمْ يَقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَكَذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ .

অর্থাৎ- ইমাম মুজাহীদ (রঃ) বলেন, যখন কোন মুক্তাদী ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা না পড়বে তখন নামায যেন সে আবার পড়ে নেয়। আর হযরত আব্দুল্লাহ বিন যোবায়েরেরও এই ফতোয়া। দেখুন, যুযঃ বোখারী ৬ পৃঃ।

দলিল নং-১৩৪

ফতোয়া নং-১১

عَنْ مُجَاهِدٍ إِذَا نَسِيَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ لَا تَعْتَدُ تِلْكَ الرُّكْعَةَ .

অর্থাৎ- ইমাম মুজাহীদ (রহঃ) বলেন, যখন কোন নামাযী সূরা ফাতেহা পড়া ভুলে যায় তাহলে সে নামাযী ঐ রাকাতকে যেন রাকাত বলে গণ্য না করে। যুযঃ-৮ পৃঃ।

দলিল নং-১৩৫

ফতোয়া নং-১২

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ تِلْكَ الرُّكْعَةَ .

অর্থাৎ- ইমাম মুজাহীদ বলেন, নামাযী যে রাকাতে সূরা ফাতেহা পড়বেনা সে রাকাতকে যেন রাকাত বলে গণ্য না করে। ইবনে আবি শায়বা ১ম খঃ ৩৬১ ও ৩৭২ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে কাশেম বিন মুহাম্মাদ বিন আবু বকর (রাঃ) এর ফতোয়া।

দলিল নং-১৩৬

ফতোয়া নং-১৩

وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ كَانَ رِجَالُ أَيْمَةِ يَقْرَءُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ.

অর্থাৎ- কাশেম বিন মুহাম্মাদ বলেন, বড় বড় ইমামগণ ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়তেন। যুযঃ বোখারী দিল্লি ৫ পৃঃ। বায়হাকী ২য় খঃ ১৬১ পৃঃ। পাঠকগণ, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর নাতি পোতাদের বড় বড় ইমাম হচ্ছেন খোদ সাহাবা তাবৈঈগণ।

□ এ ব্যাপারে ইমাম সা'বী (রহঃ) এর ফতোয়া।

দলিল নং-১৩৭

ফতোয়া নং-১৪

عَنْ شُعْبَةَ (رح) قَالَ اقْرَأْ أَوْفَى رِوَايَةٍ وَكَيْفَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي خَمْسِينَ يَقُولُ الصَّلَاةَ كُلَّهَا .

অর্থাৎ- ইমাম সা'বী (রহঃ) বলেন, ইমামের পিছনে সকল নামাযে (সুরা ফাতেহা) পড়। বায়হাকী ২য় খঃ ১৭৩ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে সাঈদ বিন মুসাইয়েব (রহঃ) এর ফতোয়া।

দলিল নং-১৩৮

ফতোয়া নং-১৫

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ يَقْرَأُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

অর্থাৎ- সাঈদবিন মুসাইয়েব বলেন, যোহর এবং আসরে ইমাম এবং মুক্তাদী উভয়ই যেন সুরা ফাতেহা পড়ে। ইবনে আবি শায়বা ১ম খঃ ৩৭৪ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে ইমাম আওয়ায়ী (রঃ) এর ফতোয়া।

দলিল নং-১৩৯

ফতোয়া নং-১৬

كَانَ الْأَوْزَاعِيُّ (رح) يَقُولُ حَقٌّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَسْكُتَ سَكْتَةً بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى اسْتِفْتَاخَ الصَّلَاةِ وَسَكْتَةً بَعْدَ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ لِيَقْرَأَ مَنْ خَلْفَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ قَرَأَ مَعَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِذَا قَرَأَ بِهَا وَأَسْرَعَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ اسْتَمَعَ .

অর্থাৎ- ইমাম আওয়ায়ী (রহঃ) বলতেন, ইমামের উপর দুটি সাক্তা অপরিহার্য (এক) প্রথম তাকবীরের পর (২য়) ফাতেহা পড়ার পর। তাতে (সাক্তার মধ্যে) মুক্তাদী সুরা ফাতেহা পড়ে নেবে। যদি মুক্তাদীর সুরা ফাতেহা পড়া সম্ভব না হয়, তাহলে ইমামের সঙ্গে সঙ্গে পড়ে নেবে। তবে যখন সে পড়বে তখন

মুক্তাদী জলদী জলদী পড়বে এবং শুনবে। কেতাবুল কেরাত ৭১ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে আমার বিন মায়মুন বিন মেহরান (রহঃ) এর ফতোয়া।

দলিল নং-১৪০

ফতোয়া নং-১৭

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مَهْرَانَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بَلَّغْنِي إِنَّكَ تَقُولُ مَنْ لَمْ يَقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ بِإِمِّ الْقُرْآنِ فَصَلَاتُهُ خِدَاجٌ قَالَ عَمْرُو صَدَقَ-

অর্থাৎ- আবদুর রহমান বিন সাওয়ার বলেন, আমি একদা আমার বিন মায়মুনা বিন মেহরান (রহঃ) এর কাছে বসে ছিলাম তখন জনৈক কুফাবাসী আমারকে বললেন, হে আবু আব্দুল্লাহ, আমার নিকট এক ব্যক্তি একথা বলেছে যে, আপনি নাকি বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়েনা তার নামায বরবাদ? আমার বললেন সত্য বলেছে। অর্থাৎ আমি এভাবেই বলি, দেখুন কেতাবুল কেরাত ৫২ পৃঃ

এ পর্যন্ত বিখ্যাত বিখ্যাত তাবে-তাবেঈনের ফতোয়া শুনালাম এরপর তাবে তাবেঈদের ভিতর আরও কিছু বিদ্বানের মতা মত শুনুন।

□ এ ব্যাপারে হযরত ওবায়দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ (রহঃ)

দলিল নং-১৪১

عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتَيْبَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ .

অর্থাৎ- হযরত হুসাইন বলেন আমি ওবায়দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন উতবাহ (রহঃ) এর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে নামায পড়াকালীন শুনলাম তিনি ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ছেন। দেখুন, বায়হাকী ২য় খঃ ১৬৯ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে হযরত নাফে বিন যোবায়ের (রহঃ)-

দলিল নং-১৪২

عَنْ يَزِيدِ بْنِ رُوْمَانَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ بْنَ مُطْعِمٍ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ .

অর্থাৎ- ইয়াযিদ বিন রুম্মান বলেন, যখন ইমাম উচ্চ স্বরে কেরাত পড়তেন, তখন নাফেবিন যুবায়ের ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়তেন। কেতাবুল কেরাত ১০০ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে হযরত হাকাম (রহঃ)।

দলিল নং-১৪৩

عَنِ الْحَكَمِ قَالَ أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِي الْأَوَّلَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْآخَرَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অর্থাৎ- ইমাম হাকাম বলেন, যখন ইমাম উচ্চ স্বরে কেরাত না পড়ে তখন তুমি প্রথম দু'রাকাতে সুরা ফাতেহা এবং আর একটি সুরা পড়। আর শেষের দু'রাকাতে শুধু সুরা ফাতেহা পড়।

ইবনে আবি শায়বা ১ম খঃ ৩৭৪ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে ইমাম ইবনে শিহাব (যুহুরী) (রহঃ)

দলিল নং-১৪৪

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ .

অর্থাৎ- যখন ইমাম জোরে পড়তেন না তখন ইমাম ইবনে শিহাব ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়তেন। কেতাবুল কেরাত ১০০ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে আবুল মালিহ্ ইবনে উসামাহ্ (রহঃ)

দলিল নং-১৪৫

عن يحيى بن ابي اسحاق قال صليت المغرب والحكم بن ايوب امامنا وابو مليح الى جنب ابن اسامة فسمعتهم يقرأ بفاتحة الكتاب .

অর্থাৎ- ইহাইয়া বিন আবি ইসহাক বলেন, আমি একদা মাগরিবের নামায পড়ার সময় হাকাম বিন আইযুব আমাদের ইমাম ছিলেন। আর আমি আবু মালিহ্ বিন উসামাহ্ (রহঃ) এর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তাকে আমি সুরা ফাতেহা পড়তে শুনেছি। ইবনে আবু শায়বা ১মঃ ৩৭৫ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে ইমাম বোখারী (রহঃ)।

দলিল নং-১৪৬

وَمَا لَا أَحْصَى مِنَ التَّابِعِينَ وَاهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ وَإِنْ جَهَرَ .

অর্থাৎ- অসংখ্য তাবেঈন এবং তাবেতাবেঈন, যাদের গণনা করা সম্ভব নয়, তারা সবাই বলেন, মুক্তাদী ইমামের পিছনে (সুরা ফাতেহা) যেন অবশ্যই পড়ে, যদিও ইমাম উচ্চস্বরে কেরাত পড়ে। দেখুন কেতাবুল কেরাত বায়হাকী ৭১ পৃঃ। আল্লাহ্ আকবর।

❁ এবার আসুন মাওলানা সাহেব, ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়া আইন্বায়ে মুজতাহেদীন জমহুরে সালফ ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ও অন্যান্য আইন্বায়ে মুজতাহেদীনের থেকে তার প্রমাণ : -

□ এ প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিযী বলেন-

দলিল নং ১৪৭

فَرَأَى أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَاسْحَاقُ .

অর্থাৎ- বহু আহলে ইলম সাহাবায়ে কেরাম তাবেঈন এবং তাদের পরবর্তী আহলে ইলম ইমামের পিছনে কেরাত (ফাতেহা) পড়ার পক্ষপাতি । ইমাম মালেক ইমাম ইবনে মুবারক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ ও ইমাম ইসহাক, সবাই ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার পক্ষপাতি ছিলেন । দেখুন, তিরমিযী ১ম খন্ডঃ ৪২ পৃঃ ।

□ রেজালের পণ্ডিত হাফেজ ইবনে আবদীল বার ইসতেসকারের ভিতরে লিখেছেন ।

দলিল নং-১৪৮

وَقَالَ آخَرُونَ لَا يَتْرُكُ أَحَدٌ مِنَ الْمَأْمُومِينَ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ إِمَامِهِ فِي مَا سَرَّ وَفِي مَا جَهَرَ .

অর্থাৎ আরও বহু বিদ্বানগণ বলেছেন, মুক্তাদীদের মধ্যে ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়া যেন কেউ না ছাড়ে । তাই ইমাম নামায আস্তে পড়ুক আর জোরে পড়ুক । দেখুন, তাহকিকুল কালাম ১ম খঃ ১৪ পৃঃ ।

□ এ ব্যাপারে তাফসীরে মাযহারীর ভিতরে এসেছে

দলিল নং ১৪৯

وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ لَا يَصِحُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ كُلِّمَا مِ وَالْمُنْفَرِدِ .

অর্থাৎ ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল প্রমুখ বলেন, সুরা ফাতেহা ছাড়া (মুক্তাদীর) নামায সহীহ হয়না, যেমন ইমাম ও মুনফারেদের নামায সুরা ফাতেহা ছাড়া সহীহ হয় না । (দেখুন-তফসীরে মাযহারী ১ম খঃ ১১৮ পৃঃ ।

□ জমহুরে মুহাদ্দিসের নিকট সূরা ফাতেহা পড়া ছাড়া কারুর নামায শুদ্ধ হয়না।

দলিল নং-১৫০

أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا تَجْزِي الصَّلَاةُ بِدُونِهَا وَهُوَ قَوْلُ
بِقِيَّةِ الْأَيْمَةِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَصْحَابُهُمْ وَجَمَهُورُ الْعُلَمَاءِ

অর্থাৎ নামাযে সূরা ফাতেহা পড়া নির্ধারিত। ফাতেহা ছাড়া কারুর নামায সঠিক হয়না। আর একথা হচ্ছে, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ও তাদের অন্যান্য সাথীদের এবং জমহুরে মুহাদ্দিসিনের।

দেখুন- ইবনে কাসির ১ম খঃ ১২ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে ইমাম বোখারী ও ইমাম দারা কুতনী (রহঃ)।

দলিল নং-১৫১

وَقَدْ رَوَى النَّاسُ فِي قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ خَلْفَ الْإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
أَحَادِيثَ كَثِيرَةً أَعْظَمُهُمْ فِي ذَلِكَ إِحْتِبَالًا الدَّارُ قُطْنِي وَقَدْ جَمَعَ
الْبُخَارِيُّ فِي ذَلِكَ جُزْءً.

অর্থাৎ লোকেরা (মুহাদ্দেসগণ) মুজাদ্দীদের জন্য ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়ার ব্যাপারে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন, খাস করে ইমাম বোখারী ও ইমাম দারাকুতনী (আহ্কামুল কোরআন ২য় খঃ ৮১৬ পৃঃ।)

□ এ ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক (রহঃ)

দলিল নং-১৫২

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ أَنَا أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ
وَالنَّاسُ يَقْرَأُونَ إِلَّا قَوْمٌ مِّنَ الْكُوفِيِّينَ.

অর্থাৎ- হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক বলেন, আমি ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়ি, অন্য সবাইও পড়েন। কিন্তু কুফার একটি কওম পড়েনা। দেখুন, তিরমিযী ৪২ পৃঃ। হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক একজন তবে তাবেঈ ও প্রসিদ্ধ মুহাদ্দেস এবং ইমার আবু হানিফা (রহঃ) এর ছাত্র। তার কথায় বোঝা যায় যে শুধু কুফার একটি গ্রুপ ছাড়া সমস্ত লোক ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়ার কথা বলতেন, এবং আমলও করতেন।

পাঠকগণ কুফার সেই গ্রুপটির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছেন মাওঃ ওয়াক্কাস আলী সাহেব ও মুফতী গোলাম রহমান সাহেবানরা। এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর সিদ্ধান্ত সামনে আসছে ইনশাআল্লাহ।

□ এ ব্যাপারে হাফেজ ইবনে হাযম (রহঃ) বলেন-

দলিল নং-১৫৩

وَقَرَأَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ فَرَضُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ أَمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا
أَوْ مُفْرَدًا وَالْفَرَضُ وَالَّتَطَوُّعُ سَوَاءٌ وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ سَوَاءٌ أَيْضًا .

অর্থাৎ- সূরা ফাতেহা পড়া ফরয প্রত্যেক নামাযে প্রত্যেক রাকাতে ইমাম হোক বা মুক্তাদী হোক একাকী হোক, নামায ফরজ হোক, বা নফল হোক, পুরুষ হোক বা মহিলা হোক, সবার জন্য একই রকম। দেখুন, উমদাতুল কারী শরাহ বোখারী ৩য় খঃ ৬৪ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)।

দলিল নং-১৫৪

وَاخْتَارَ أَحْمَدُ (رَح) مَعَ هَذَا الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَأَنْ لَا يَتْرُكَ الرَّجُلُ
فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَأَنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ

অর্থাৎ-ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়া পছন্দ করেছেন এবং বলেছেন, কোন লোক যেন সূরা ফাতেহা পড়া না ছাড়ে, যদিও সে ইমামের পিছনে থাকে। দেখুন, তিরমিযী ১ম খঃ ৪২ পৃঃ।

পাঠকগণ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ১০ লক্ষ হাদীসের হাফেজ ছিলেন, আর সে হাদীসগুলি তাঁকে বহু দেশ ঘুরে ঘুরে অবর্ণনীয় শ্রমের বিনিময়ে সংগ্রহ করতেও হয়েছে। এভাবে হাদীস সংগ্রহের পিছনে তিনি যে কত বৎসরকে বৎসর লাগিয়েছেন তা চিন্তা করা যায় না। তিনি অজস্র হাদীস মত্বন করে এ বিষয় স্থির নিশ্চিত হয়ে ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়তেন এবং সবার উদ্দেশ্যে বলতেন, “যদিও কেউ ইমামের পিছনে থাকে”। আর মাওঃ ওয়াক্কাস আলী সাহেব ১০ বৎসর ফেকাহ পড়ে আর এক বৎসর দাওরায়ে হাদীস পড়ে বলছেন, ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়বে না। কোথায় ইমাম মালেক, কোথায় ইমাম বোখারী, কোথায় ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল প্রমুখ শ্রেষ্ঠ মোহাদ্দেস ও বিদ্বানগণ আর কোথায় মুফতি গোলাম রহমান ও মা-ওলানা ওয়াক্কাস আলী এখন কার কথা মানবেন সে বিচারের ভার আপনাদের উপরে রইল।

□ এবার আসুন সূরা ফাতেহা পড়া তিন মাযহাবের ইমামদের নিকটে যে প্রত্যেক মুসল্লীর উপর ফরজ তার প্রমাণ-

দলিল নং-১৫৫

فَقَدْ اتَّفَقَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ فِي جَمِيعِ رَكَعَاتِ
الصَّلَاةِ فَرَضٌ بِحَيْثُ لَوْ تَرَكَهَا الْمُصَلِّي عَامِدًا فِي رَكَعَةٍ بَطُلَتِ
الصَّلَاةُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ مَفْرُوضَةً أَوْ غَيْرَ
مَفْرُوضَةٍ لَوْ تَرَكَهَا سَهْوًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِالرَّكَعَةِ الَّتِي تَرَكَهَا فِيهَا .

অর্থাৎ আইশ্মায়ে সালাসা (শাফেঈ মালেকী, হাম্বলী) এই হুকুমের উপর একমত যে, সুরা ফাতেহা নামাযের প্রত্যেক রাকাতে পড়া ফরজ। যদি কোন মুসল্লী ইচ্ছাকৃত ভাবে ছেড়ে দেয় তাহলে সে নামায বাতিল। এই হুকুম ফরজ নামাযে হোক বা অন্য নামাজে হোক একই রকম। আর যদি ভুলে ছেড়ে দেয় তাহলে যে রাকাতে সুরা ফাতেহা ছুটে গেছে সেটা যেন দ্বিতীয়বার পড়ে নেয়। সুবহান্নাল্লাহ। দেখুন, কেতাবুল ফেকহে আলল মাযহাবে আরবাহ ১ম খঃ ২২৯ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে ইমাম গজ্জালী (রহঃ) এর সিদ্ধান্ত।

দলিল নং-১৫৬

إِنَّ الْغَزَالَیَّ قَالَ فِی الْاَحْیَاءِ اِنَّ الْمَامُومَ یَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ .

অর্থাৎ- ইমাম গজ্জালী (রহঃ) ইয়াহইয়া উল উলুম গ্রন্থে বলেন, নিশ্চয় মুক্তাদী সুরা ফাতেহা পড়বে। দেখুন, ইয়াহইয়া উল উলুম ১ম খঃ ১৯১ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে ইমাম খাতাবী (রহঃ)

দলিল নং-১৫৭

وَأَمَّا قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ مَأْمُورُ بِهَا فِي كُلِّ حَالٍ إِنْ أَمَكَّنَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي سَكَّتَيْنِ فَعَلْ وَإِلَّا قَرَأَ مَعَهُ .

অর্থাৎ- সুরা ফাতেহা পড়ার হুকুম প্রত্যেক অবস্থায় দেয়া হয়েছে। যদি সম্ভব হয় ইমামের সাক্ষার সময় পড়, নতুবা ইমামের সঙ্গে অবশ্যই পড়বে। দেখুন, মুয়ালেমুস সুনান। ১ম খঃ ৩৯৪ পৃঃ।

প্রিয় পাঠকগণ, মহানবী (সঃ) এর সহীহ হাদীস ও তাঁর যুগান্তকারী আদর্শে উজ্জীবিত সাহাবাদের আসার, আর সাহাবায়ে কেরামদের উজ্জ্বল আদর্শের একনিষ্ঠ অনুসারী তাবেঈদের ফতোয়া ও তাঁদের মহান আদর্শে অনুপ্রানিত তাবে তাবেঈনের মতামত এবং এদেরই সুযোগ্য উত্তরসূরী আইশ্মায়ে সালাসা, জমহুরে সালাফ ও খাল-ফদের সিদ্ধান্ত সমূহের উদ্ধৃতি একের পর এক দেখলেন। ওই সকল স্মরণীয় বরণীয় মনীষীদের নিকট ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়া যে কত জরুরী তাও দেখেছেন এবং ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা ছাড়া যে মুক্তাদীর নামায হয়না, সে ব্যাপারেও তাদের সুচিন্তিত মতামত পেয়েছেন। তাতে ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার দলিল আকাশের নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল হয়ে গেছে।

এবার যদি এটাও প্রমাণ হয়ে যায় যে, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) এবং অন্যান্য উলামায়ে আহনাফ, মাশায়েখে

হানাফিয়া, আওলিয়ায়ে কেরাম, এবং জামাতে সুফিয়াদের নিকট ও মুক্তাদীদের ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়তে হবে, তাহলে দুনিয়ার প্রত্যেক মুমিন মুসলিম এবং ন্যায় বিচার পন্থী লোকদে সত্যকে অস্বীকার করার আর মনে হয় কোন সুযোগ থাকবে না। তাই আমি তাদের উক্তিগুলিও একের পর এক তুলে ধরছি। আল্লাহ সহায়।

❁ এবার আসুন মাওলানা সাহেব (আপনার ঘরের খবর নিন) ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সুরা ফাতেহা পড়া ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ইমাম মোহাম্মাদ (রহঃ) এবং অন্যান্য ওলামায়ে আহনাফ মাশায়েখে হানাফীয়া আওলিয়ায়ে হানাফীয়া ও জামায়া'তে সুফিয়াদের থেকে তার প্রমাণপঞ্জী।

□ এ ব্যাপারে প্রথমে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও ইমাম মোহাম্মাদ (রহঃ)।

দলিল নং- ১৫৮

وَلَا يَبِيْ حَنِيفَةً (رح) وَمَحَمَّدٌ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا عَدَمٌ وَجُوبُهَا عَلَى الْمَأْمُومِ بَلْ وَلَا تَسْنُ وَهَذَا قَوْلُهُمَا الْقَدِيمُ ادْخَلَهُ مُحَمَّدٌ فِي تَصَانِيفِهِ الْقَدِيمَةِ وَأَنْتَشَرَتْ النُّسخُ إِلَى الْأَطْرَافِ وَثَانِيَهُمَا اسْتِحْصَانُهَا عَلَى سَبِيلِ الْاِجْتِنَابِ
অর্থঃ- ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও ইমাম মুহাম্মাদের (রহঃ) এই মসলায় দুটি কওল রয়েছে। একটি হল, মুক্তাদীর জন্য সুরা ফাতেহা পড়া না ওয়াযেব, না সুন্নাত। আর এটা তাদের প্রথম সিদ্ধান্ত। ইমাম মোহাম্মাদ তাঁর প্রথম লেখনীর ভিতরে ঐ উক্তিটি অর্থঃ প্রথম মতটি তুলে ধরেছিলেন আর সেই লেখনীগুলি বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এইজন্য তাঁদের প্রথম সিদ্ধান্তটি বেশী প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি হল, মুক্তাদীর জন্য ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়া সতর্কতা মূলক ভাবে উত্তম। দেখুন, গাইসুল গাম্মাম, হাশিয়া ইমামুল কালাম ১৫৬ পৃঃ

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর ওস্তাদ হযরত আতা (জলিলুল কদর তাবেঈ) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ জোরের এবং আস্তুর নামায়ে মুক্তাদীর জন্য সুরা ফাতেহা পড়ার পক্ষপাতি ছিলেন। (দেখুন, আমার ১৩৪নং দলিল) রসুল (সঃ) এর বহু সহীহ হাদীসে ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়া অকাউ প্রমাণ আছে এবং ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর ওস্তাদ আতা (রহঃ) থেকেও এ ব্যাপারে সঠিক ভাবে প্রমাণিত। এসব সহীহ দলিলের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মোহাম্মাদ প্রথম সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে (সতর্কতামূলক পড়া) দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের দিকে ফিরে এসেছিলেন। আর আইন্মায়ে মুজতাহেদীনের এটাই নীতি ছিল যে, যখন নিজের সিদ্ধান্ত বা ফতোয়া হাদীসের

বিপক্ষে জানতে পারতেন, তখনই সেটা ছেড়ে দিয়ে সহীহ হাদীস অনুযায়ী ফতোয়া বা সিদ্ধান্ত ঘুরিয়ে দিতেন। আর এটা তাদের পক্ষে এজন্য সম্ভব হতো যে তাঁদের (ইমামদের) কোন প্রচলিত মাযহাব ছিলনা। সহীহ হাদীসই ছিল তাঁদের মাযহাব। প্রচলিত মাযহাব পরবর্তীতে তাঁদের নামে তৈরী করা মাযহাব। এজন্য ইমাম আবু হানিফা (রঃ) প্রথম সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন এবং বলেছেন—

إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي إِنْ تَوَجَّهَ لَكُمْ دَلِيلٌ فَقُولُوا بِهِ.

অর্থ— সহীহ হাদীস আমার মাযহাব। যদি তোমরা কোন দলিল, কোরআন ও হাদীস থেকে পাও তাহলে ওটার উপর আমার মাযহাব বলে আমল করবে।
দেখুন, দূররে মুখতার মায়া রদ্দুল মুখতার ১ম খঃ ৫০ পৃঃ।

ইমাম সাহেব আরও বলেছেন—

إِذَا قُلْتُ قَوْلًا وَكِتَابُ اللَّهِ يُخَالِفُهُ فَاتْرَكُوا قَوْلِي بِكِتَابِ اللَّهِ وَقِيلَ إِذَا كَانَ خَبَرُ الرَّسُولِ يُخَالِفُهُ قَالَ أَتْرَكُوا قَوْلِي بِخَبَرِ الرَّسُولِ (ص) فَقِيلَ إِذَا كَانَ قَوْلُ الصَّحَابَةِ يُخَالِفُهُ قَالَ أَتْرَكُوا قَوْلِي بِقَوْلِ الصَّحَابَةِ.

অর্থ— যখন আমার কথাগুলি কোরআন মাজীদেবর খেলাফ হবে, তখন আমার কথা ছেড়ে দিবে। এরপর বলা হয়েছে, আপনার কথা যদি হাদীসের খেলাপ হয়, তখন কি করব? ইমাম সাহেব বললেন, আমার কথা ছেড়ে দিবে। তারপর বলা হয়েছে আপনার কথা যদি সাহাবাদের কথার খেলাপ হয়? তখন বললেন, তখনও আমার কথা ছেড়ে দিবে। দেখুন, ইকদুল যিদ ৫৩ পৃঃ। অতএব দেখা যায় যেহেতু ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার বহু সহীহ হাদীস বর্ণিত রয়েছে সেহেতু তাঁর অসিয়াত—

إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي

অর্থ— সহীহ হাদীস আমার মাযহাব। এই কথার উপর তার আমল এবং শেষ ফতোয়া হচ্ছে, মুক্তাদী ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়বে। আর এটা নিয়ম যে, সব সময় শেষের ফতোয়াটি গ্রহণযোগ্য হয়, যদি সেটা সঠিক ভাবে প্রমাণিত হয়। ইমাম আব্দুল ওহাব সারানী (রহঃ) ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর এই উক্তি إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي (সহীহ হাদীস আমার মাযহাব) এ সম্পর্কে মিয়ানে কুবরার ভিতরে লিখেছেন।

فَإِنَّ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ حَقِيقَةٌ هُوَ مَا قَالَهُ وَلَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ إِلَى أَنْ مَاتَ .

অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর আসল মাযহাব ওটাই, যেটা তিনি বলেছেন, (যে সহীহ হাদীস আমার মাযহাব) এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত একথা আর তিনি ফিরান নাই। দেখুন দূররে মুখতার ১ম খঃ ৫০পৃঃ।

হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত কেতাব দূররে মুখতারের ভিতরে আরও লেখা হয়েছে। অর্থাৎ- **وَأَنَّ الْمَرَجُوعَ عَنْهُ لَيْسَ قَوْلًا لَهُ**।

তিনি ফিরে এসেছেন, সে কথা আর তাঁর কথা নয়। দেখুন দূররে মুখতার ৫০পৃঃ। ঐ কেতাবের ঐ পৃষ্ঠায় আরও লেখা হয়েছে **إِنَّ مَارْجِعَ عَنْهُ**,

অর্থাৎ- **الْمُجْتَهِدُ لَا يَجُوزُ الْأَخْذُ بِهِ**।

তিনি ফিরে এসেছেন, সেই কথা নেওয়া এবং তা দিয়ে দলিল দেওয়া, তার উপর আমল করা জায়েজ নেই।

অতএব, ইমাম সাহেবের প্রথম কওল ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়া জায়েজ নেই সেটা তিনি “রুখু” করে (ফিরায়ে নিয়ে) ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার পক্ষে যে বহু সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেই সহীহ হাদীসের পক্ষ অবলম্বন করে বলেছেন, ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা সতর্কতামূলক ভাবে অবশ্যই পড়বে।

□ এ ব্যাপারে ইমাম নববী (রহঃ)

দলিল নং-১৫৯. **لَكِنَّ تَسْتَحِبُّ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ تَجِبُ**

অর্থাৎ- ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর নিকট ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়া এক বর্ণনায় মুসতাহাব আর এক বর্ণনায় ওয়াযিব। দেখুন, শরাহ মাহযাব মিশরী ছাফা ৩য় খঃ ৩২৭ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে হানাফী ফেকাহ উসুল শাশীর ভিতরে লেখা হয়েছে-

দলিল নং-১৬০. **وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَاجِبَةٌ بِحُكْمِ الْخَبَرِ**

অর্থাৎ- হাদীসের দৃষ্টিতে সুরা ফাতেহা পড়া ওয়াযিব। দেখুন, উসুল শাশী ৮ম খঃ ১০১ পৃঃ।

□ এবার শুনুন জামে রমুজ নামক হানাফী ফেকাহ এর সিদ্ধান্ত।

দলিল নং-১৬১. **أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ (رَح) لَا بَأْسَ بِهِ**

অর্থাৎ- ইমাম আবু হানিফা ও মোহাম্মাদ (রহঃ) এর নিকট ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ায় কোন অসুবিধা নাই। দেখুন, জামে রমুজ ১ম খঃ ৭৬ পৃঃ।

মিসখুল খেতাম ১ম খঃ ২১৯ পৃঃ।

□ এব্যাপারে হানাফীদের বিখ্যাত ফেকাহ হেদায়ায় ভিতরে লেখা

হয়েছে—

দলিল নং- ১৬২ - وَيُسْتَحْسَنُ عَلَى سَبِيلِ الْإِحْتِيَاظِ

অর্থাৎ- ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়া সতর্কতামূলক মুস্তাহসান বা উত্তম।
দেখুন, হেদায়া ১ম খঃ ১০১ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) বলেন—

দলিল নং- ১৬৩

فَإِنْ قَرَأْتَهَا فَرِيضَةً وَهِيَ رُكْنٌ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهَا -

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই নামাযে সূরা ফাতেহা পড়া ফরয এবং নামাযে রুকন সূরা ফাতেহা নামাযে না পড়লে নামায বাতিল। (দেখুন, গুনিয়াতুত তালেবিন)

□ এ ব্যাপারে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমিরী (হানাফী) (রহঃ) বলেন -

দলিল নং- ১৬৪

وَاخْتَارَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْقِرَاءَةَ لِلْمُقْتَدَى خَلْفَ الْأَمَامِ فِي صَلَاةِ الْمُخَافَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ الْأَوَّلُ.

অর্থাৎ- আমাদের অনেক ফুকাহায়ে হানাফী সকল নামাযে মুক্তাদীর জন্য ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়া আস্তের নামাযে পছন্দ করেছেন। আর ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর প্রথম সিদ্ধান্ত এটাই ছিল। দেখুন, ফসলুল খেতাব ২৯৮ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের বড় মোহাদ্দেস ইমাম আল্লামা আইনী (রহঃ) বলেন—

দলিল নং-১৬৫

بَعْضُ أَصْحَابِنَا اسْتَحْسَنُوا ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْإِحْتِيَاظِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ.

অর্থাৎ- আমাদের অনেক ফুকাহায়ে হানাফী সকল নামাযে মুক্তাদীর জন্য ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়া মুস্তাহসান বা উত্তম জানতেন। দেখুন, উমদাতুল কারী, শরাহ বোখারী ৩য় খঃ ২৯ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে বাদশা আলমগীরের ওস্তাদ মোল্লাজিওন (হানাফী) (রহঃ) বলেন -

দলিল নং-১৬৬

فَإِنْ رَأَيْتَ الطَّائِفَةَ الصُّوفِيَّةَ وَالْمَشَائِخِيزِينَ الْحَنْفِيَّةَ تَرَاهُمْ يَسْتَحْسِنُونَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ لِلْمُؤْتَمِّ كَمَا اسْتَحْسَنَهُ مُحَمَّدٌ أَيْضًا إِجْتِيَاطًا فِيمَا رَوَى عَنْهُ.

অর্থাৎ- সুফী কেরামদের জামাত এবং মাশায়েখে হানাফীয়া (হানাফী মাযহাবের বড় বড় বুজুর্গ) দের যদি দেখ তাহলে তোমরা জানতে পারবে এসব বুজুর্গানো দীন ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়া মুক্তাদীদের জন্য “মস্তাহ সান” উত্তম জানতেন। দেখুন, তফসীরে আহমাদী ২৮১ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে শায়খুল ইসলাম আল্লামা আব্দুর রহীম সাহেব হানাফী মাযহাবের হওয়া সত্ত্বেও ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর প্রথম কওল ছেড়ে দিয়ে শেষের কওল অনুযায়ী ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার পক্ষে ছিলেন।

প্রচলিত হানাফী মাযহাবে আছে, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়বে তার মুখে কেয়ামতের দিন আগুন দেওয়া হবে। এই কথার প্রতিবাদে তিনি বলেন-

দলিল নং-১৬৭

لَوْ كَانَ فِي فَمِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَمْرَةٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُقَالَ لَا صَلَاةَ لَكَ
অর্থাৎ- কেয়ামতের দিন যদি সুরা ফাতেহা পড়ার কারণে মুখে আগুন নিতে হয় তাতে আমি রাজী। কিন্তু কেয়ামতের দিন সুরা ফাতেহা না পড়ার কারণে যদি আল্লাহ বলেন তোমার নামায হয় নাই একথা শুনতে আমি রাজী নই। সুবহানাল্লাহ। দেখুন, মিসখুল খেতাম ১ম খঃ ২১৯ পৃঃ। ইমামুল কালাম ৬০ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভীর পিতা শাহ আব্দুর রহীম দেহলভী (হানাফী) (রহঃ)

দলিল নং- ১৬৮

دراقتداً سورت فاتحة می خواندند و دار جنازة نیز.

অর্থাৎ- শাহ আঃ রহীম সাহেব ইমামের একতেন্দার সময় সুরা ফাতেহা পড়তেন এবং নামাযে জানাজায়ও পড়তেন। দেখুন- আন ফাসুল অরেফিন। ৬৯ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে হযরত নিয়ামউদ্দীন আওলিয়া (রহঃ)

আল্লামা আবদুল হাই নদভী তিনি নূযহাতুল খাওয়াতির গ্রন্থে নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, হানাফী মাযহাব অনুসরণ করার সত্ত্বেও তিনি (নিয়াম উদ্দীন আওলিয়া) ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়তেন এবং সবাইকে পড়তে বলতেন। কোন এক মুরিদ তাঁকে বললেন, হাদীসে নাকি বর্ণিত আছে যে, ইমামের পিছনে পড়লে তার মুখে আগুন হবে? জবাবে আওলিয়া বলেন,

দলিল নং-১৬৯

صَحَّ عَنْهُ (ص) لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
فَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ مُشْعِرٌ بِالْوَعِيدِ وَالثَّانِي بَطْلَانُ الصَّلَاةِ
لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ وَإِنِّي أَحَبُّ أَنْ أَتَحَمَّلَ الْوَعِيدَ وَلَا
أَسْتَطِيعُ أَنْ تُبْطَلَ صَلَاتِي .

অর্থাৎ- রসুল (সঃ) এর সহীহ হাদীসে এসেছে যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পড়বেনা তার নামায হবেনা। তো এখানে প্রথমে “ওয়াইদ” সাস্তি দ্বিতীয় সূরা ফাতেহা না পড়ায় নামায বাতিল। সুতরাং আমি ওয়াইদ (শাস্তি) সহ্য করতে পারব কিন্তু সূরা ফাতেহা না পড়ার কারণে তোমার নামায বাতিল এটা কেয়ামতের দিন আমি সহ্য করতে পারব না। দেখুন, নুযহাতুল খওয়াতির ২য় খঃ ১২৬ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে ভারত গুরু শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (হানাফী) (রহঃ) বলেন।

দলিল নং- ১৭০

فَإِنْ جَهَرَ الْأَمَامُ لَمْ يَقْرَأْ إِلَّا عِنْدَ اسْكَاتِهِ وَإِنْ خَافَتْ فَلَهُ الْخَيْرَةُ فَإِنْ قَرَأَ
الْفَاتِحَةَ فَلْيَقْرَأْ الْفَاتِحَةَ قِرَاءَةً لَا يَشْوِشُ عَلَى الْأَمَامِ وَهَذَا أَوَّلُ الْأَقْوَالِ عِنْدِي .

অর্থাৎ- যদি ইমাম জোরে কেরাত পড়ে তাহলে মুক্তাদী ইমামের সাক্তার সময় পড়বে। আর যদি ইমাম আস্তে কেরাত করে তাহলে মুক্তাদী যখন খুশি পড়বে তার ইচ্ছা। সূরা ফাতেহার ব্যাপারে এ পদ্ধতিটা অনুসরণ করা উচিত। যাতে ইমামের কেরাতে অসুবিধা না হয়। অর্থাৎ আস্তে আস্তে পড়বে আর ইমামের পিছনে পড়াটাই আমার কাছে উত্তম। দেখুন, হুজাতুল্লাহিল বালেগা। ২য় খঃ ৯ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে আল্লামা আবদুল হাই লাখনৌবী দেওবন্দী (হানাফী) রহঃ-

আল্লামা আঃ হাই (রঃ) এ ব্যাপারে একটা কেতাব লিখেছেন “ইমামুল কালাম।” সেখানে তিনি লিখেছেন আস্তের নামাযে ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়া উত্তম এবং জোরের নামাযে সাক্তার সময় পড়ায় কোন ক্ষতি নাই। তিনি আরও লিখেছেন-

দলিল নং-১৭১

أَنَّ مُحَمَّدًا لَمَّا جَوَزَ الْقِرَاءَةَ فِي السِّرِّيَّةِ وَاسْتَحْسَنَهَا لَا بُدَّ أَنْ يَجُوزَ
الْقِرَاءَةَ فِي الْجَهْرِيَّةِ فِي سَكَاتٍ عِنْدَ وَجْدَانِهَا لِعِذَمِ الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ .

অর্থাৎ নিশ্চয় ইমাম মোহাম্মাদ যখন আস্তের নামাযে মুক্তাদীর জন্য সুরা ফাতেহা পড়া জায়েজ এবং উত্তম বলেছেন তখন অবশ্যই জোরের নামাযে ইমামের সাক্তার সময় পড়া আর আস্তের নামাযে পড়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। জাব্বাকাল্লাহ। দেখুন, ইমামুল কলাম ১৫৬ পৃঃ।

মুফতী গোলাম রহমান সাহেব তার বইয়ের অবতরনিকার ৭ পৃষ্ঠার ১৬ লাইনে লিখেছেন- হক্ক (সত্য) অত্র অঞ্চলে উলামায়ে দেওবন্দ নামে প্রকাশ পেয়েছে। তাই আমি উলামায়ে দেওবন্দের যারা প্রথম কাতারের বিদ্বান তাদের উক্তিগুলি একের পর এক তুলে ধরলাম।

□ এ ব্যাপারে আল্লামা রশীদ আহমাদ গাংগুহী দেওবন্দী (হানাফী) (রহঃ)

لَاتَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

অর্থাৎ সুরা ফাতেহা ছাড়া অন্য কিছুই পড়বে না। কেননা যে ব্যক্তি নামাযে সুরা ফাতেহা পড়বে না তার নামায হবেনা। হাদীসের এই অংশটুকু লেখার পর লিখেছেন—

अगर सक्तत मी असकु یرہ لو تو رخصت هی

অর্থাৎ- ইমামের সাক্ষার সময় যদি সুরা ফাতেহা পড় তাহলে অসুবিধা নাই।

দেখুন, সাবিলুর রশাদ ২০, ২১ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে ভারতের বোখারী নামে ভূষিত আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমিরী দেওবন্দী (হানাফী) (রঃ) -

حُكْمُهَا هَهُنَا اَيَّ لِلْمُقْتَدِي هُوَ الْاَبَاحَةُ لَا غَيْرُ. ११७-नं दलिल

অর্থাৎ- মুক্তাদীর জন্য সুরা ফাতেহা পড়া (মুবাহ্) বৈধ, অন্য কিছু বৈধ নয়।

দেখুন, ফসলুল খেতাব ১১৮, ২৭৮ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে উপমহাদেশের খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আল্লামা জাফর আহমদ উসমানী দেওবন্দী (রহঃ) তিনি লিখেছেন-

দলিল নং- ১৭৪

جولوک سکتات امام کی رعایت کرکی سورہ فاتحہ خلف الامام

پہر سکی - اسکو کسی نی ناجائز اور حرام نہی کھا اسی طرح

سری نمازومی بهی قرأت فاتحة خلف الامام هسته هسته

جائزہ کی امام سی منازعت اور تشویش نہ ہو - فاران

کرایہ ۱۱۶۰ سہ۔

আমরাতো তাই বলি যে মুক্তাদী ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা আস্তে আস্তে পড়বে যাতে ইমামের কেরাতে কোন পেরেশান বা ঝগড়া না হয়। যাব্বাকাল্লাহ আল্লামা জাফর আহমদ ওসমানী (রহঃ)।

□ এ ব্যাপারে বাংলাদেশে হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত পণ্ডিত আল্লাম শামসুল হক ফরিদপুরী (সদর সাহেব হুজুর রহঃ) তিনি তার ওসিয়াতনামায় লিখেছেন—

দলিল নং— ১৭৫

যদি কোন হানাফী মাযহাবের লোক জোরে আমীন বলে এবং ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়ে তাহলে তার হানাফিয়াত টুটিয়া যাইবে না বরং আরও মজবুত হইবে। দেখুন তার ওসিয়াতনামায় ৭ নং ওসিয়াত।

□ এ ব্যাপারে হানাফীদের সমস্ত দলিল সম্পর্কে আল্লাম আব্দুল হাই লাখনৌবী দেওবন্দী হানাফী (রহঃ) এর শেষ সিদ্ধান্ত। তিনি তার তালিকুল মুমাজ্জাদ নামক গ্রন্থে লিখেছেন—

দলিল নং—১৭৬

لَمْ يَرِدْ فِي حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ صَحِيحٍ النَّهْيُ عَنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَكُلُّ مَا ذَكَرُوهُ مَرْفُوعًا فِيهِ أَمَّا لَا أَصْلَ لَهُ وَأَمَّا لَا يَصِحُّ.

অর্থাৎ— কোন মারফু সহীহ হাদীসে ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা না পড়ার কথা বর্ণিত হয় নাই। আর এ সম্পর্কে উলামায়ে হানাফীগণ যত দলিল উল্লেখ করেন, তা হয় তার কোন ভিত্তি নাই, মনগড়া, আর না হয় সেটা সহীহ নয়। দেখুন, তালিকুল মুমাজ্জাদ ১০১ পৃঃ।

পাঠকবৃন্দ, এ অধ্যায়ে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ইমাম মোহাম্মাদ (রঃ) প্রমুখ হানাফী ফকীহ সহ উপমহাদেশের বিখ্যাত বিখ্যাত হানাফী বিদ্বানগণের। সুচিন্তিত মতামতগুলি একের পর এক তুলে ধরলাম। তারা যে উপমহাদেশের হানাফী মাযহাবের জগত বিখ্যাত পণ্ডিত সে কথা মুফতী গোলাম রহমান সাহেব ও মাওঃ ওয়াক্কাস আলী সাহেবের অজানা নাই। এজন্য তাদের সম্পর্কে আর কিছু লেখার প্রয়োজন মনে করিনা।

যাই হোক, সম্মানিত পাঠকবৃন্দদেরকে এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবগত করাতে চাই। সেটা হল এই যে, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর শাগরেদ ইমাম ইবনে মোবারক বলেন, আমি ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়ি, লোকেরাও পড়েন। কিন্তু কুফার একটি গ্রন্থ পড়েন না। তিরমিযি ১ম খঃ ৪২ পৃঃ। আমার দলিল নং ১৫৪ দেখুন।

ইমাম আবু হানিফার অনুসারী কুফার শুধুমাত্র একটি গ্রুপ ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা না পড়াটা পছন্দ করেছেন। দলিল -

وَأَهْلُ الْكُوفَةِ إِنَّمَا اخْتَارُوا تَرْكَ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَطْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُجِزُوا .

অর্থাৎ- আহলে কুফা (হানাফীগণ) ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা না পড়াটা শুধু পছন্দ করেছেন মাত্র। এটা বলেন নাই যে, পড়া জায়েজ নেই বা পড়া যাবে না। দেখুন, তালিকুল মুমাজ্জাদ ৯৫ পৃঃ।

কেউ বলেছেন না পড়ার চেয়ে পড়াটা উত্তম। আমার দলিল নং- ১৬৭- ১৬৮- ১৭২। কেউ বলেছেন, সাক্তার সময় পড়ায় কোন ক্ষতি নাই। আমার দলিল নং-১৭৩- ১৭৪। কেউ বলেছেন, যদি কেউ ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ে ফেলে, তাহলে তার নামায আর ফিরে পড়তে হবে না। দেখুন ফতোয়ায়ে সুরকী ১ম খন্ড, ১৪৮ পৃঃ। তারা না পড়াটা শুধু পছন্দ করেছেন মাত্র। কেউ কিন্তু ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়ার অসংখ্য সহীহ হাদীস ও আসারে হাদীস থাকার কারণে বিরোধিতা করার মত ধৃষ্টতা দেখান নাই। আমার এই বইটি সম্পূর্ণ পড়লে সেটা পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারবেন। কিন্তু মুফতী গোলাম রহমান সাহেব আর মাওঃ ওয়াক্কাস আলী সাহেব দলীয় স্বার্থ টিকিয়ে রাখার জন্য বা মায়হাবী ধাধায় পড়ে নিজেরাও সহীহ হাদীসের উপর আমল করছেন না উপরন্তু আল্লাহর নবীর সহীহ হাদীসগুলির উপর অন্য কাউকে আমল করতেও দিচ্ছেন না। তারপর হাদীসগুলির উপর কুঠাঘাত হানার মত ধৃষ্টতাও দেখাচ্ছেন। এসব পরবর্তী যুগের আলেমদের হঠকারিতা সম্পর্কে আল্লাহ সবই অবগত আছেন।

পাঠকগণ, হাদীস কোরআন এতোদিন সাধারণ লোকে বুঝত না, তাই অন্ধ ভাবে এই সকল আলেমদের অনুসরণ করত। আলহামদু লিল্লাহ এখন হাদীস কোরআন বাংলায় অনুবাদ হয়ে গেছে। সাধারণ লোক বর্তমানে তাদের দলীয় গোঁড়ামীর হঠকারিতা ইনশাআল্লাহ ধরে ফেলতে সক্ষম হবেন বলে আমি আশা করি। হে আল্লাহ, তুমি সাধারণ মানুষ যারা হাদীস কোরআন বোঝার জন্য তাদের কাছে যায় তুমি তাদেরকে হেফাজত করো। আমীন!

এবার কোটি কোটি মানুষের ইহলৌকিক জীবনের শেষ প্রাপ্য

‘নামায’ জানাজাটাও সুরা ফাতেহা ছাড়া হয় না তার অকাট্য প্রমাণ।

যেমন ভাবে অন্যান্য নামাজের জন্য সুরা ফাতেহা পড়া প্রত্যেকের উপর ফরজ তেমন ভাবে জানাজা নামাযেও প্রত্যেকের উপর সুরা ফাতেহা পড়া জরুরী; যার কারণে রসুল (সঃ) এবং সাহাবায়ে কেবলমাত্র জানাজা নামাযে সুরা ফাতেহা সর্বদাই পড়তেন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, পূর্বের হাদীসগুলিতে সুরা ফাতেহার ব্যাপারে প্রত্যেক নামাযকে গণ্য করা হয়েছে। হাদীসে এসেছে كُلُّ صَلَاةٍ অর্থাৎ প্রত্যেক নামায, কোন নামাজকে পৃথক করা হয় নাই। আমার দলিল নান্নার ৩৫, ৫১, ৭৯। আর জানাজাটা যখন একটা নামায (বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ) তখন আমার পূর্বের দেওয়া ১৭৬ টি দলিল জানাজা নামাযের জন্যও কিন্তু প্রযোজ্য হবে। তার পরেও জানাজা নামাযের কথা উল্লেখ করে আরও ৩৬টি দলিল।

❀ প্রথমে আসুন মাওলানা সাহেব, এ ব্যাপারে রসুল (সঃ) এর সহীহ হাদীসগুলির দিকে ও হাদীসগুলি সম্পর্কে শারেহিনে হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যাগুলির দিকে।

দলিল নং-১৭৭

(১)

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ (رض) قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقَالَ لَتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ.

অর্থাৎ তালহা বিন আব্দুল্লাহ বিন আউফ (রাঃ) বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) পিছনে এক জানাজা নামায পড়ি। দেখলাম তিনি সুরা ফাতেহা পড়লেন, এবং নামায শেষে বললেন, আমি সুরা ফাতেহা এই জন্য পড়েছি যে তোমরা জেনে রাখ সুরা ফাতেহা জানাজায় পড়া সুন্নাত। বোখারী ১ম খঃ ১৭৮ পৃঃ বায়হাকী ৪র্থ খঃ ৩৮-৩৯ পৃঃ, আবু দাউদ ২য় খঃ ৪৫৫ পৃঃ। তিরমিযী ১ম খঃ ১২২ পৃঃ। কেতাবুল উম্ম ১ম খঃ ২৩৯ পৃঃ। ইবনে মাযাহ ১০৮ পৃঃ, মেশকাত ১৪৫ পৃঃ, যাদুল মাযাদ ১ম খঃ হাদীস নং ১২৪৭। মেশকাত নুর মোঃ আজমী ৪র্থ খঃ, হাদীস নং-১৫৬৫-১৫৮৩।

উল্লেখিত হাদীসের মধ্যে لَتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ থাকার কারণে হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত পণ্ডিত আল্লামা আইনী (রহঃ) এর সিদ্ধান্ত শুনুন।

দলিল নং-১৭৮

(২)

أَيُّ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ سُنَّةٌ .

অর্থাৎ- জানাজা নামাযে সুরা ফাতেহা পড়া সুন্নত। দেখুন উমদাতুল কারী ৮ম খঃ, ১৭০ পৃ।

এরপর আর একজন হানাফী বিদ্বান আল্লামা মোল্লা আলী কারী হানাফী (রহঃ) হাদীসটির ভিতরে **انها لتعلموا** থাকার কারণে বলেন-

দলিল নং-১৭৯

(৩)

لَتَعْلَمُوا أَنَّهَا أَيُّ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ .

অর্থাৎ লিতায়াল্লামু আনুহা এর অর্থ হচ্ছে জানাজা নামাযে সুরা ফাতেহা পড়া। দেখুন, মেরকাত ২য় খঃ ৩৫৫ পৃঃ।

হাদীসটির ভিতরে **انها** থাকার কারণে বিখ্যাত মোহাদ্দেস ইমাম কস্তালানী (রহঃ) এর সিদ্ধান্ত -

দলিল নং-১৮০

(৪)

وَقَالَ الْقُسْطَلَانِيُّ إِنَّهَا أَيُّ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الْجَنَازَةِ سُنَّةٌ .

অর্থাৎ আল্লামা কাস্তালানী বলেন, জানাজা নামাযে সুরা ফাতেহা পড়া সুন্নাত (মেরআত ২য় খঃ ৪৭৭ পৃঃ।

নাসাঈ শরীফে হাদীসটির ভিতরে আরও কিছু শব্দ বর্ণিত হয়েছে-

দলিল নং-১৮১

(৫)

فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَجَهَرَ حَتَّى اسْمَعْنَا فَلَمَّا فَرَغَ اخَذَتْ بِيَدِهِ فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ سُنَّةٌ وَحَقٌّ .

অর্থাৎ- আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস জানাজা নামাযে সুরা ফাতেহা এবং আরও একটি সুরা জোরে পড়লেন এবং আমাদের শোনালেন (তলহাবিন আব্দুল্লাহ বলেন) যখন তিনি নামায থেকে ফারেগ হলেন আমি তখন তার হাত ধরে এ বিষয় প্রশ্ন করি। তিনি বললেন এটা সুন্নত এবং হক্ক। নাসাঈ ১ম খঃ ১৮১পৃঃ।

দলিল নং-১৮২

(৬)

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَيَقْرَأُ

بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي تَكْبِيرَةِ الْأُولَى .

অর্থাৎ- হযরত যাবের (রাঃ) বলেন, রসুল (সঃ) আমাদের জানাজা নামাযে চার তাকবির বলতেন এবং প্রথম তাকবিরে সূরা ফাতেহা পড়তেন।

আল মুস্তাদরাক ১ম খঃ ৩৫৮ পৃঃ। বায়হাকী (ছাফা ইউসুফী) ৪র্থ খঃ ৩৯ পৃঃ।

দলিল নং-১৮৩

(৭)

عَنْ أُمِّ عَفِيفٍ النَّهْدِيَّةِ (رض) قَالَتْ أَمَرَنَا النَّبِيُّ (ص) أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى مَيِّتِنَا .

অর্থাৎ- উম্মে আফিফ নাহ্দিয়াহ্ (রাঃ) বলেন, রসুল (সঃ) আমাদের হুকুম দিয়েছেন আমরা যেন মাইয়েতের উপর (জানাজা নামাযে) সূরা ফাতেহা পড়ি।

তোহফাতুল আহওয়াজ ২য় খঃ ১৪২ পৃঃ। উমদাতুলকারী (মিসরী ছাপা) ৮ম খঃ ১৪০ পৃঃ

দলিল নং-১৮৪

(৮)

عَنْ أُمِّ شَرِيكِ الْأَنْصَارِيِّ (رض) قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ نَقْرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

অর্থাৎ- উম্মে শারিক আনছারী (রাঃ) বলেন, রসুল (সঃ) আমাদের হুকুম দিয়েছেন আমরা যেন জানাজা নামাযে সূরা ফাতেহা পড়ি। ইবনে মাযাহ-১৪০ পৃঃ।

দলিল নং-১৮৫

(৯)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (رض) قَالَ أَلَسُنَةُ فِي صَلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأَمِّ الْقُرْآنِ مُحَافَةً .

অর্থাৎ- হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) বলেন, জানাজা নামাযে সুন্নাত তরিকা হল জানাজা পড়নেওয়ালা প্রথম তাকবীরের মধ্যে যেন সূরা ফাতেহা আস্তে পড়ে।

নাসাসি ১ম খঃ ১০২ পৃঃ উমদাতুল কারী ৮ম খঃ ১৪০ পৃঃ

দলিল নং-১৮৬

(১০)

أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (رض) قَالَ أَلَسُنَةُ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبَّرَ ثُمَّ يَقْرَأَ بِأَمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ يُخْلَصُ الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ وَلَا يَقْرَأُ إِلَّا فِي الْأُولَى قَالَ الْحَافِظُ أَبُو حَجْرٍ فِي الْفَتْحِ رِسْنَادُهُ صَحِيحٌ .

অর্থাৎ আবদুর রাজ্জাক ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেছেন, জানাজা নামাযের সুন্নাত তরিকা হচ্ছে এই যে (জানাজা পড়েনওয়ালা) আল্লাহ্ আকবার বলবে, তারপর সুরা ফাতেহা পড়বে, তারপর মাইয়েতের জন্য দোয়া করবে। আর সুরা ফাতেহা প্রথম তাকবীরের ভিতরে পড়বে।

হাফেজ ইবনে হাযার ফতহুল বারীর ভিতরে লিখেছেন, এ হাদীসের ‘সনদ’ সহীহ। ফতহুল বারী ৩য় খঃ ১৫৮ পৃঃ, উমদাতুর রেয়ায়া ১ম খঃ ২৫৩ পৃঃ, তালিকুল মুমাজ্জাদ ১৬৯ পৃঃ।

দলিল নং-১৮৭

(১১)

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ (رض) مِنَ السُّنَّةِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

অর্থাৎ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, জানাজা নামাযে সুরা ফাতেহা পড়া সুন্নাত। তিরমিযী ১ম খঃ ১২৬ পৃঃ।

সাহাবীদের السنة বলা রসুলের মারফু হাদীস বুঝায়, এটা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত। দেখুন, উমদাতুল ক্বারী, শরাহ বুখারী ৮ম খন্ড, ১৪০ পৃঃ

قَالَ الْحَاكِمُ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ مِنَ السُّنَّةِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ .

অর্থাৎ ইমাম হাকেম আল-মুস্তাদরাকে হাকিমের ভিতরে বলেন, সমস্ত মুহাদ্দেসের একথার উপর ইজমা হয়েছে যে সাহাবীদের من السنة (অর্থাৎ এ কাজ সুন্নাত) বলা সেটা হচ্ছে সহীহ মারফু হাদীস। দেখুন, হাশিয়া বুলুগুল মারাম ১১৩ পৃঃ। আল মুস্তাদরাক ১ম খঃ ৩৫৮ পৃঃ ইমাম শাফীঈ কেতাবুল উম্মএর মধ্যে এনেছেন-

وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ (ص) لَا يَقُولُونَ بِالسُّنَّةِ وَالْحَقُّ إِلَّا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ (ص).

অর্থাৎ- সাহাবায়ে কেরাম সুন্নত এবং হক এ সমস্ত রসুলের সুন্নত না হলে ব্যবহার করতেন না বা বলতেন না। দেখুন, কেতাবুল উম্ম ১ম খঃ ২৪০ পৃঃ।

وَهَكَذَا قَوْلُ الصَّحَابِيِّ مِنْ السُّنَّةِ كَذَا فَإِلَّا صَحَّ أَنَّهُ مُسْنَدٌ مَرْفُوعٌ .

অর্থাৎ- সাহাবীদের السُّنَّةِ “এটা সুন্নাত” বলা ওটা সবচেয়ে সহীহ মারফু হাদীস। দেখুন আল কেফায়া ৪২১ পৃঃ।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ, উপরের হাদীসগুলি আপনারা দেখেছেন। কোন কোন

হাদীসে বলা হচ্ছে রসুল (সঃ) জানাজা নামাযে সুরা ফাতেহা পড়তেন। কোন কোন হাদীসে বলা হচ্ছে, রসুল (সঃ) জানাজা নামাযে সুরা ফাতেহা পড়তে হুকুম করেছেন। আবার কোন কোন হাদীসে বলা হচ্ছে সুরা ফাতেহা জানাজায় পড়া রসুল (সঃ) এর সুন্নাত এবং হক। তারপর হযরত জাবের (রাঃ) এর হাদীসে বলা হচ্ছে كَانَ رَسُولُ (কানা রসুলুল্লাহ) (সঃ) “কানা” শব্দ মাজি ইস্তেমরারী (পূর্বে কোন কাজ সব সময় করা হত এমন শব্দের আগে ‘কানা’ ব্যবহার হয়।) অর্থাৎ হযরত জাবের (রাঃ) এর হাদীসে স্পষ্ট হয়েছে যে, জানাজা নামাযে রসুল (সঃ) সব সময় সুরা ফাতেহা পড়তেন। সুরা ফাতেহা ছাড়া জানাজা হয় না এটা রসুল (সঃ) এর জীবন্ত সুন্নাত। জানাজায় সুরা ফাতেহাকে দোয়া বলে যাঁরা না পড়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন বা মাকরুহ বলেছেন, তারা কি বুঝাতে চাচ্ছেন, রসুল (সঃ) এ ব্যাপারে কম বুঝতেন? “নাউযুবিল্লাহ”! অথচ জানাজাটা একটা নামায। আর রসুল (সঃ) বলেন, প্রত্যেক ঐ নামাজ যে নামাযে সুরা ফাতেহা পড়া হয়না সে নামায কবুল হয়না। কেতাবুল কেরাত, বায়হাকী ৫০ পৃঃ, সে নামায যথেষ্ট নয়। দারা কুতনী ১ম খঃ, ১২৩ পৃঃ, সে নামাযকে নামায বলা যায়না ফতহুন বয়ান। সে নামায বাতিল নামায মোয়ালেমুস সুন্নান শরাহ আবু দাউদ ১ম খঃ ৩৮৮ পৃঃ।

অতএব, জানাজা নামাযে সুরা ফাতেহা না পড়লে কোটি কোটি মুসলিমের জীবনের শেষ নামাযটি হবে কিনা এবার পাঠকগণের উপর বিচারের ভার রইল।

✽ এবার আসুন মাওলানা সাহেব, জানাজা নামাযে সুরা ফাতেহা পড়া সম্পর্কে সাহাবীদের আসারে হাদীস ও তাঁদের সঠিক মতামত সহ তাবেঈন তাবে- তাবেঈন, ও আইন্মায়ে মুজতাহেদীন এ ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেদিকে।

দলিল নং-১৮৮

(১২)

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ (رض) قَالَ قَرَأَ الَّذِي صَلَّى عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ .

অর্থাৎ- হযরত ফুজালা বিন আবি উমাইয়াহ (রাঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরের জানাজা পড়িয়ে ছিলেন তাঁরা (জানাজা নামাযে) সুরা ফাতেহা পড়েছিলেন। ইমাম বোখারী তার তারিখের কেতাবে এটা বর্ণনা করেছেন। দেখুন, আল মুনতাকা মা’আ শরহে নাইলুল আওতার ৪র্থ খঃ ৬৫ পৃঃ উমদাতুল কারী শরাহ বোখারী ৮ম খঃ ১৪১ পৃঃ।

وصلی علیہ عمر ابو বকর (রাঃ)-এর জানাজা হযরত ওমর পড়িয়েছিলেন এবং وصلی علیہ صهیب ওমর (রাঃ)-এর জানাজা সুহায়েব পড়িয়েছিলেন। দেখুন- সেফাতুস সালাত ১ম খঃ ১০১ ও ১১২ পৃঃ

দলিল নং- ১৮৯

(১৩)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَبْنِ الْعَاصِ (رض) أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْأُولَى عَلَى الْجَنَازَةِ وَبَلَّغْنَا ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَسَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص)

অর্থাৎ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) নামাযে জানাজায় প্রথম তাকবিরের পর সুরা ফাতেহা পড়তেন। আর একথা আমাদের নিকট আবু বকর সিদ্দিক, সাহাল বিন হুনায়েফ এবং অন্যান্য সাহাবীদের থেকে পৌছেছে। কেতাবুল উম্ম ১ম খঃ ২৪০ পৃঃ।

দলিল নং- ১৯০

(১৪)

عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ السَّبَّاقِ قَالَ صَلَّى بِنَا سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ (رض) عَلَى جَنَازَةٍ فَلَمَّا كَبَّرَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى قَرَأَ بِأَمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى أَسْمَعَ مَنْ خَلْفَهُ .

অর্থাৎ- আবদুল্লাহ বিন সাবাক বলেন, এক জানাজায় সাহাল বিন হুনায়েফ (রাঃ) আমাদের নামায পড়ালেন। তিনি প্রথম তাকবীরের পর সুরা ফাতেহা জোরে পড়লেন। সেটা মুক্তাদীরা শুনতে পেলেন। বায়হাকী ৪র্থ খঃ ৩৯ পৃঃ দারাকুতনী ১ম খঃ ১৫১ পৃঃ।

দলিল নং- ১৯১

(১৫)

وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ (رض) يَقْرَأُ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

অর্থাৎ- সাঈদবিন মানসুর এবং ইবনে মুনজের বর্ণনা করেছেন যে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) জানাজা নামাযে সুরা ফাতেহা পড়তেন। (ছাপা ইউসুফি) তালিকুল মুমাজ্জাদ ১৬৯ পৃঃ। উমদাতুল কারী ৮ম খঃ ১৪০ পৃঃ।

দলিল নং- ১৯২

(১৬)

وَرَوَيْنَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ .

অর্থাৎ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রাঃ) জানাজা নামায়ে সুরা ফাতেহা পড়তেন, দেখুন, বায়হাকী ৪র্থ খঃ ৩৯ পৃঃ।

দলিল নং- ১৯৩

(১৭)

عَنْ مُجَاهِدٍ (رح) قَالَ سَأَلْتُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ صَحَابِيًّا فَقَالُوا يَقْرَأُ .

অর্থাৎ- হযরত মুজাহীদ (রহঃ) বলেন, আমি ১৮ জন সাহাবীর নিকট জানাজা নামায়ে সুরা ফাতেহা পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। সবাই পড়ার কথা বলেছেন। তালিকুল মুমাজ্জাদ ১৬৯ পৃঃ।

দলিল নং- ১৯৪

(১৮)

وَرَوَى عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ (رض) وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ (رض) أَنَّهُمَا كَانَا يَقْرَأْنَ عَلَيْهَا بِالْفَاتِحَةِ .

অর্থাৎ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) এবং উসমান বিন হুনায়েফ (রাঃ) জানাজা নামায়ে সুরা ফাতেহা পড়তেন। উমদাতুল কারী শরাহ বোখারী ৮ম খঃ ১৪০ পৃঃ।

দলিল নং- ১৯৫

(১৯)

وَرَوَى عَنْ أَبِي دَرْدَاءٍ (رض) وَأَنْسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّهُمَا كَانُوا يَقْرَأُونَ بِالْفَاتِحَةِ .

অর্থাৎ- হযরত আবু দারদা (রাঃ) হযরত আনাস (রাঃ), হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) সব সময় জানাজা নামায়ে সুরা ফাতেহা পড়তেন। দেখুন, উমদাতুল কারী শরাহ বোখারী ৮ম খঃ ১৪১ পৃঃ।

দলিল নং- ১৯৬

(২০)

وَرَوَى أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْعَرَبَانَ الْخَذَّاءِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (رض) عَلَى الْجَنَازَةِ فَقُلْتُ كَيْفَ صَنَعْتَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

অর্থাৎ- আবু ইরবানাল খাজ্জায়ী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ) এর ছেলে হাসান (রাঃ) এর পিছনে জানাজা নামায পড়ি। নামায শেষে আমি বলি আপনি কি করলেন? তিনি বললেন, আমি সুরা ফাতেহা পড়েছি। উমদাতুল কারী শরাহ বোখারী ৮ম খঃ ১৪১ পৃঃ।

দলিল নং- ১৯৭

(২১)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ (رح) أَنَّ الْمُسَوْرَ بْنَ مَخْرَمَةَ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ فِي تَكْبِيرَةِ الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةِ قَصِيرَةٍ رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ .

অর্থঃ- মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আ'তা (রহঃ) বলেন, মেসওয়ার ইবনে মাখর-মাহু জানাজা নামায পড়ালেন। তিনি প্রথম তাকবীরে সুরা ফাতেহা ও একটি ছোট সুরা জোরে পড়লেন। আল মুহাল্লা, ইবনে হাযম ৫ম খঃ ১২৯ পৃঃ। নাসবুর রায় ২য় খঃ ২৭১ পৃঃ হাশিয়া বোখারী ১ম খঃ ১৭৮ পৃঃ।

দলিল নং- ১৯৮

(২২)

وَقَالَ الْحَسَنُ (رح) يَقْرَأُ عَلَى الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

অর্থঃ- হাসান বসরী (রহঃ) বলেন বাচ্চাদের জানাজায়ও সুরা ফাতেহা পড়বে। বোখারী ১ম খঃ ১৭৮ পৃঃ।

দলিল নং- ১৯৯

(২৩)

وَعِنْدَ مَكْحُولٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ فِي الْأُولَى .

অর্থঃ- ইমাম মাকহুল, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদের নিকট জানাজার নামাযে সুরা ফাতেহা প্রথম তাকবীরের মধ্যে পড়বে। হাশিয়া বোখারী ১ম খঃ ১৭৮ পৃঃ।

দলিল নং- ২০০

(২৪)

وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) وَالْحَسَنِ (رض) بِنِ عَلِيٍّ (رض) وَابْنِ الزُّبَيْرِ (رض) وَالْمُسَوْرَ بْنَ مَخْرَمَةَ (رح) وَابْنِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) وَأَحْمَدُ (رح) وَاسْحَاقُ (رح).

অর্থঃ- ইবনে মুনজের জানাজা নামাযে সুরা ফাতেহা পড়া আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হাসান বিন আলী (রাঃ), আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রাঃ) মেছওয়ার বিন মাখরাম (রহঃ) ইমাম শাফেঈ (রহঃ), ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইমাম ইসহাক (রহঃ) থেকে নিয়েছেন। দেখুন- মেরয়াত ২য় খঃ ৪৭৭ পৃঃ হাশিয়া বোখারী ১ম খঃ ১৭৮ পৃঃ।

দলিল নং- ২০১

(২৫)

عَنِ الضُّحَاكِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي أُمَامَةَ .

অর্থাৎ - জানাজা নামায়ে সূরা ফাতেহা পড়া সম্পর্কে হযরত জোহাক বিন কায়েসের কথা আবু উমামাহর কথার মত। দেখুন কেতাবুল উম্ম ১ম খঃ ২৪০ পৃঃ।

দলিল নং- ২০২

(২৬)

وَفِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ لِلْمَرْبِيِّ وَبَلَّغْنَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَغَيْرِهِ
مِنَ الصَّحَابَةِ كَانُوا يَقْرَأُونَ بِأَمْرِ الْقُرْآنِ عَلَيْهَا

অর্থাৎ - ইমাম মায়নি (রহঃ) এর এক কেতাব ‘আল জানায়েয’ এর ভিতরে রয়েছে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবাগণ সম্পর্কে একথা পৌছেছে যে, তাঁরা জানাজা নামায়ে সূরা ফাতেহা পড়তেন। দেখুন উমদাতুল কারী ৮ম খঃ ১৪১ পৃঃ।

দলিল নং- ২০৩

(২৭)

وَمِمَّنْ كَانَ يَقْرَأُ أَيْضًا مِنَ الصَّحَابَةِ أَبُو هُرَيْرَةَ (رض) أَبُو
الدَّرْدَاءِ (رض) وَأَنْسَرُ بْنُ مَالِكٍ (رض) وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
بْنِ الْعَاصِ (رض) وَمِنْ التَّابِعِينَ سَعِيدُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ (رح)
وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ (رح) وَمَجَاهِدٌ (رح) وَالزَّهْرِيُّ (رح) -

অর্থাৎ- সাহাবীদের ভিতর আবু হুরায়রা (রাঃ), আবুদ দারদা (রাঃ), আনাস বিন মালেক (রাঃ) আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রাঃ)। তাবেঈদের ভিতরে সাঈদ বিন মুসায়েব (রহঃ) হাসান বসরী (রহঃ), মুজাহীদ (রহঃ), জুহরী (রহঃ)। জানাযা নামায়ে সূরা ফাতেহা পড়তেন। দেখুন, মেরয়াত ২য় খঃ ৪৭৭ পৃঃ।

পাঠকগণ, এ পর্যন্ত সাহাবা, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন; আইন্মায়ে মুজতাহেদীনের আমল ও সিদ্ধান্ত গুলি একের পর এক দেখলেন। তাঁরা নিজেরা জানাযায় সূরা ফাতেহা পড়তেন, অন্যদেরকেও পড়তে বলতেন। এম-নকি বাচ্চাদের জানাযায়ও সূরা ফাতেহা পড়তে বলতেন। কারণ অসংখ্য হাদীসে প্রমাণ এসেছে যে, কোন নামায সূরা ফাতেহা ছাড়া কখনও শুদ্ধ হয়না। তাই জানাযাটাও যেহেতু নামায, এজন্য সূরা ফাতেহা ছাড়া এ নামায হয়না। তাই তারা নিজেরা যেমন জানাযায় সূরা ফাতেহা পড়তেন তেমন অন্যদেরকেও জানাযায় সূরা ফাতেহা পড়তে বলতেন।

❀ এবার আসুন মাওলানা সাহেব (আপনার ঘরের খবর নিন) উপমহাদেশের যারা খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান ও মুহাদ্দেস তাঁরা জানাজা নামায়ে সূরা ফাতেহা পড়া সম্পর্কে আল্লাহর নবীর সহীহ হাদীস সাহাবা, তাবেঈ তাবে তাবেঈ ও আইন্মায়ে মুজতাহেদীনের বর্ণনা গুলিকে সামনে রেখে কে কি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

□ এ ব্যাপারে প্রথমে ভারত গুরু শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলবী তার পিতা শাহ আবদুর রহীম দেহলবী (রহঃ) সম্পর্কে আনফাসুল আরেফিন (ছাপা মুলতান) গ্রন্থে লিখেছেন—

দলিল নং- ২০৪

(২৮)

دراقتدائى سورة فاتحة مى خواند ند - در جنازة نیز

অর্থাৎ শাহ আবদুর রহীম (রহঃ) ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়তেন এবং জানাযা নামাযেও সূরা ফাতেহা পড়তেন।

দেখুন— আনফাসুল আরেফিন ৬৯ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলবী (রহঃ)

দলিল নং- ২০৫

(২৯)

وَمِنَ السُّنَّةِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِأَنَّهَا خَيْرُ الْأَدْعِيَةِ وَاجْمَعُهَا عَلَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَى عِبَادَهُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ .

অর্থাৎ— জানাযা নামাযে সূরা ফাতেহা পড়া সুন্নাত। কেননা সূরা ফাতেহা উত্তম এবং মজবুত দোয়া। আল্লাহ তায়ালা কোরআন পাকে তার বান্দাদের শিখিয়েছেন। দেখুন— হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ ২য় খঃ ৩৬ পৃঃ।

পাঠকগণ, শাহ ওলিউল্লাহ (রহঃ) ভারত বর্ষের আলেমকুল শিরোমনি। তিনি বলছেন, জানাযা নামাযে সূরা ফাতেহা পড়তে হবে। কারণ এটা রসুলের সুন্নাত সাথে সাথে বলছেন— কেননা সূরা ফাতেহা উত্তম দোয়া। পাঠকগণ, সূরা ফাতেহা যে উত্তম দোয়া সেটা রসুল (সঃ) সবার আগে সবার চেয়ে ভাল জানতেন, জানার পরেও নিজেই জানাজায় পড়েছেন এবং সাহাবীদেরকেও পড়ার হুকুম দিয়েছেন। আমার দলীল নং ১৮৩-১৮৪। আর একবিংশ শতাব্দীর হানাফী মাযহাবের মুহাদ্দিস আল্লামা আজিজুল হক সাহেব সূরা ফাতেহাকে দোয়া বলেছেন, কিন্তু আল্লাহর নবী (সঃ) এর সহীহ হাদীস ও সাহাবীদের আমলের দিকে লক্ষ্য না রেখে সমাজে জানাজায় সূরা ফাতেহা পড়ার প্রচলন নেই বলে তিনি বিষয়টি সূক্ষ্মভাবে এড়িয়ে গেছেন। দেখুন বঙ্গানুবাদ বোখারী শরীফ, জানাজার অধ্যায়। তিনি হানাফী মাযহাবের দাবীদার কিন্তু হানাফী মাযহাবে এ ব্যাপারে কি লেখা হয়েছে বা হানাফী মাযহাবের যারা জগৎ বিখ্যাত পণ্ডিত তারা জানাযা নামাযে সূরা ফাতেহা পড়ার ব্যাপারে কি মতামত দিয়েছেন, সেগুলিও তিনি সজ্ঞানে চাপা দিয়েছেন।

□ এ ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত কেতাব নাসবুর রায়্য গ্রন্থে লেখা হয়েছে—

দলিল নং- ২০৬

(৩০)

وَمَذْهَبُ الْحَنْفِيَّةِ أَنَّ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْجَنَازَةِ لَا تَجِبُ وَلَا نَكَرَةٌ .

অর্থাৎ হানাফী মাযহাবে জানাযা নামাযে সুরা ফাতেহা পড়া না ওয়াজেব না মাকরুহ।
দেখুন, হাশিয়া নাসবুর রাযা ২য় খঃ ২৭১ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে আল্লামা আবুল হাসান সিন্দী দেবন্দী (হানাফী) (রহঃ) বলেন-

দলিল নং- ২০৭

(৩১)

يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْفَاتِحَةُ أَوَّلَى وَأَحْسَنُ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ الْأُدْعِيَةِ وَلَا وَجْهٌ لِلْمَنْعِ عَنْهَا وَعَلَى هَذَا كَثِيرٌ مِنْ مُحَقِّقِي عُلَمَائِنَا إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا يَقْرَأُ بِنِيَّةِ الدَّعَاءِ وَالتَّنْأَةِ لَا بِنِيَّةِ الْقِرَاءَةِ .

অর্থাৎ- জানাযা নামাযে সুরা ফাতেহা পড়া অন্যান্য দোয়ার তুলনায় ভাল এবং উত্তম। আর ওটা থেকে মানা করার কোন কারণ নাই। আর ওটার উপরেই আ-মাদের বেশীরভাগ মুহাক্কেব উলামায়ে হানাফীয়া রয়েছেন এবং বলেছেন ওটা দোয়া তাই সানার নিয়তে পড়বে, কেরাতের নিয়তে নয়। দেখুন, হাশিয়া ইবনে মাজাহ(সিন্দী) ৪৫৫ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে আল্লামা আবদুল হাই লাখনৌবী দেওবন্দী (রহঃ)

দলিল নং- ২০৮

(৩২)

الْمُرْجَحُ فِي ذَلِكَ هُوَ الْقِرَاءَةُ عَلَى وَجْهِ الْأَسْتِحْبَابِ أَوِ السُّنَّةِ لِثَبُوتِ ذَلِكَ بِالْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ .

অর্থাৎ- জানাযা নামাযে সুরা ফাতেহা মুসতাহাব অথবা সুন্নাত বুঝে পড়া সম-র্থিত হয়েছে। কেননা ওটার প্রমাণ বহু হাদীস থেকে এসেছে। যাব্বা কাল্লাহ দেখুন, ইমামুল কালাম ২৩৩ পৃঃ। আর যে সমস্ত উলামায়ে হানাফীয়া সুরা ফাতেহা জানাযায় পড়া মাকরুহ লিখেছেন বা সানার নিয়তে পড়া যাবে লিখেছেন, তাদের জবাবে তিনি লিখেছেন-

দলিল নং- ২০৯

(৩৩)

وَالْقَوْلُ بِالْكَرَاهَةِ بِنِيَّةِ التَّنْأَةِ لَا يُدَلُّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ بِأَحَدٍ وَجُودِهِ الدَّالَّةُ .

জানাযায় ওটাকে (ফাতেহাকে) সাধারণত মাকরুহ। অথবা কেরাতের নিয়তে মাকরুহ, সানার নিয়তে পড়া যায়- যারা বলেছেন, তাদের নিকট এ ব্যাপারে একটা দলিলও নাই যে ওটাকে মাকরুহ বলবে।

দেখুন, ইমামুল কালাম ২৩৩ পৃঃ। এরপর আল্লামা আবদুল হাই লাখনৌবী

দেওবন্দী (হানাফী) সাহেব তার ইমামুল কালামের মধ্যে আর একজন হানাফী বুজুর্গের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন।

দলিল নং- ২১০

(৩৪)

وَقَدْ صَنَّفَ الشَّرَنْبَلَانِيُّ فِي هَذِهِ الْمَسْئَلَةِ رِسَالَةً سَمَّاها بِالنَّظْمِ الْمُسْتَطَابِ لِحُكْمِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَحَقَّقَ فِيهِ أَنَّ الْقِرَاءَةَ أَوْلَى مِنْ تَرْكِ الْقِرَاءَةِ وَلَا دَلِيلٌ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ .

অর্থাৎ আল্লামা হাসান শারান বালানী হানাফী (রহঃ) এই মাসলার উপর এক কেতাব লিখেছেন, আর তার ভিতরে প্রমাণ করেছেন যে, জানাযা নামাযে সুরা ফাতেহা না পড়ার চেয়ে পড়াটা উত্তম। আর এটা মাকরুহ হওয়ার কোন দলিল নাই।

দেখুন, তাহকিকুল কালাম ২৩৭ পৃঃ।

□ এ ব্যাপারে আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপুথী (রহঃ)। হানাফী মাজহাবের হওয়া সত্ত্বেও বলেন-

দলিল নং- ২১১

(৩৫)

أَكْثَرُ عُلَمَاءِ بَرِ انْدَكِهِ فَاتِحَةٌ هُمْ بِخَوَانْد .

অর্থাৎ অধিকাংশ আলেমদের এই সিদ্ধান্ত যে জানাযা নামাযে সুরা ফাতেহা পড়তে হবে। দেখুন, মালাবুদ্দা মিনছ ৮২ পৃঃ।

□ এরপর কাজী সানাউল্লাহ পানিপুথী তার অসিয়তনামায় লিখেছেন-

দলিল নং- ২১২

(৩৬)

وَنَمَازُ جَنَازَةٍ بِجَاعَتِ كَثِيرٍ وَامَامٍ صَالِحٍ مِثْلَ حَافِظِ مُحَمَّدٍ عَلَى وَيَاحْكِيمٍ سَكَّهُوا يَا حَافِظَ يَئِيرُ مُحَمَّدٍ بِجَارِنْدٍ وَبَعْدَ تَكْبِيرِ أَوَّلَى سُوْرَتِ فَاتِحَةٍ هُمْ خَوَانْد .

অর্থাৎ- আমার জানাযা নামায বহু লোকের সঙ্গে জামায়াতের সাথে যেন আদায় করা হয়। এবং মুতাকী পরহেজগার ইমাম যেমন- মুহাম্মাদ আলী অথবা হাফেজ পীর মোহাম্মাদ পড়াবে এবং প্রথম তাকবীরের পরে যেন সুরা ফাতেহা পড়ে। দেখুন অসিয়তনামা মুলহেক মালাবুদ্দা মিনছ ২৬১ পৃঃ।

পাঠকগণ, এ অধ্যায়ে আল্লাহর নবী (সঃ)-এর সহীহ হাদীস, সাহ-বাদের আসারে হাদীস, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈন সহ হানাফী মাযহাবের বরণ্য উলামায়ে কেরাম যারা হানাফী মাযহাবের প্রথম কাতার দখল করে

রেখেছেন তাদের সুচিন্তিত মতামত-গুলিও দেখছেন। অতএব, ইমাম মুক্তাদী উভয়েরই জন্য জানাযা নামাযে সূরা ফাতেহা পড়া সঠিকভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা, আমার আপিল রইল : এটা যদি মানুষের ইহলৌকিক জীবনের সর্ব শেষ নামায হয়ে থাকে, আর সেই নামাযটি যদি সূরা ফাতেহা না পড়ার কারণে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে এখানে অবশ্যই ভাববার আছে কিনা ভেবে দেখুন। আপনারা আলেমদের নিকট জিজ্ঞেস করুন, সত্যিই যদি আল্লাহ নবী (সঃ) জানাযায় সূরা ফাতেহা পড়ে থাকেন এবং সাহাবীদেরকেও পড়ার হুকুমও দিয়ে থাকেন তাহলে আমাদের না পড়ার কি কারণ রয়েছে ? সূরা ফাতেহা না পড়ার কারণে কোটি কোটি মানুষের জীবনের শেষ নামাযটি কি বরবাদ হয়ে যাচ্ছে না? দেখুন ভাই, চির সত্য কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের কোন ইবাদাত তা নামায হোক, রোযা হোক, আর যাকাত হোক, আর সে ইবাদত যতই সুন্দর হোকনা কেন আল্লাহর দরবারে কখনো কবুল হবে না, যদি সে ইবাদতের তরিকা বা পদ্ধতি রসূল (সঃ) এর তরিকা বা পদ্ধতি অনুযায়ী না হয়।

পরিশেষে সম্মানিত পাঠক বৃন্দের নিকট বলতে চাই- এ পর্যন্ত ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়ার নির্ভরযোগ্য দুইশত বারটি দলিল দ্বারা আমি প্রামাণ্য করেছি যে, ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা না পড়লে মুক্তাদীর কোন নামায আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয়না। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ আমার দায়িত্ব ছিল শুধুমাত্র পৌছে দেয়ার- তাই আমি পৌছে দিয়ে আমার দায়িত্ব আমি সম্পূর্ণ পালন করলাম।

হে আল্লাহ সকল মুসলমানদেরকে সহীহ হাদীস (অর্থাৎ রসূলের তরীকা) অনুযায়ী নামাযের মত শ্রেষ্ঠ ইবাদাতটি সম্পাদন করার তৌফিক দাও। আমীন॥

عبد السلام

মাওলানা আব্দুস সাত্তার কালাবগী

লেখকের প্রকাশিত বই

- ★ সহীহ হাদীসের আলোকে রাসূল (সঃ)-এর নামায।
- ★ তারাবী নামায ২০ রাকাত নামক লেখনির জবাব ও সহীহ হাদীসের আলোকে তারাবী নামায ৮ রাকাত।
- ★ ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়া প্রসঙ্গে মাওলানা ওয়াক্কাস আলী সাহেবের (রেজালের উদ্ধৃতি দিয়ে) দেওয়া জবাব এর জবাব।
- ★ রুকু'পেলে রাকাত হবে নামক লেখনির জবাব ও রুকু'পেলে রাকাত-হবে না প্রমাণস্বরূপ ২৯ টি দলীল।
- ★ ইমামের কিরাআতই মুজাদ্দীর জন্য কেরাত নামক লেখনির জবাব ও ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়ার দলীল আকাশের নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল প্রমাণস্বরূপ ২১২টি দলীল।
- ★ বিশ্বনবী (সঃ)-এর নামাযই হানাফী মাযহাবের নামায নামক বই এর জবাব ও সহীহ হাদীসের আলোকে বিশ্বনবীর নামায (সঃ)।
- ★ জুম'আর দিন মসজিদে আযান দু'টি হবে না একটি ?
(ওসমানী আযান ও তার কারণসমূহ)
- ★ নামাযে শুধুমাত্র তাকবীরে তাহরীমার সময় রফউল ইয়াদাইন করিতে হইবে-নামক দলীলের জবাব ও রফউল ইয়াদাইন রাসূল-(সঃ)-এর জীবন্ত সুনাত প্রমাণস্বরূপ ৮০টি দলীল।
- ★ নামাযে হাত নাভির নীচে বাঁধতে হবে নাম দলীলের জবাব ও নামাযে হাত বুকের উপর বাঁধা সুনাত। প্রমাণস্বরূপ ১৮টি দলীল।
- ★ নামাযে 'আমীন' নীরবে বলতে হবে নামক দলীলের জবাব ও নামাযে 'আমীন' উচ্চৈঃস্বরে বলতে হবে। প্রমাণস্বরূপ ৩৩টি দলীল।
- ইনশাআল্লাহ প্রকাশের লক্ষ্যে
- ★ (আহলে হাদীস কর্তৃক) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর উপর মিথ্যা ভিত্তিহীন অভিযোগের জবাব নামক লেখনির সমুচিত জবাব।
- ★ মুসাফাহ দুই হাতে না চার হাতে।
- ★ তৌহীদের মর্মকথা।
- ★ সহীহ হাদীসের আলোকে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহ কোরআন মাজীদেবের অনুবাদ।

লেখকের পূর্ণ ঠিকানা

মাওলানা আবদুস সাত্তার কালাবগী

গ্রাম ও পোস্ট : কালাবগী, থানা : দাকোপ

জেলা : খুলনা, মোবাইল : ০১৭২০-৪৭৯৮৭৬, ০১৯৩৮-০২৩২০৬

